কাযী শামসুর রহমান

স্মারক গ্রন্থ

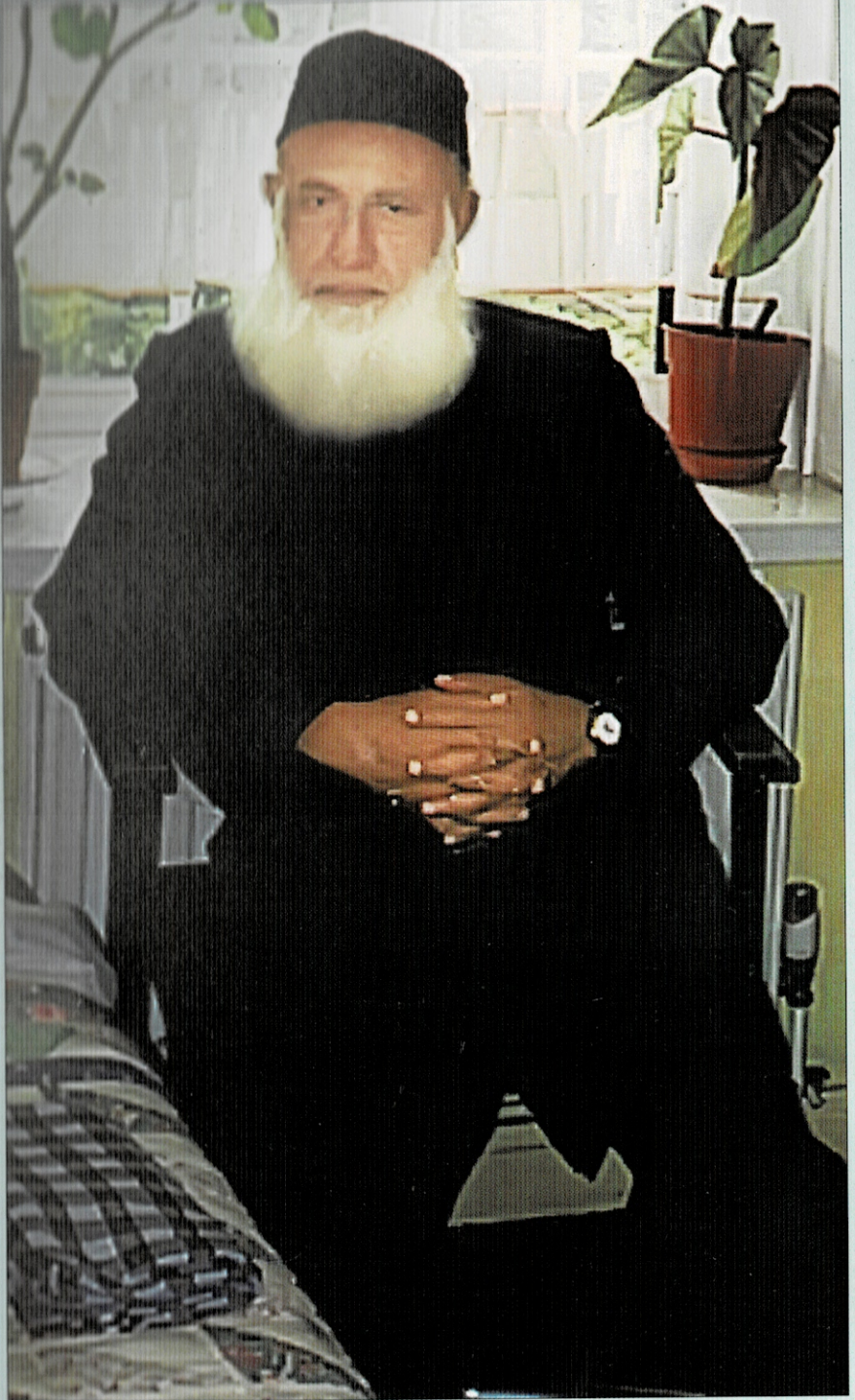

কাযী শামসুর রহমান

স্মারক গ্রন্থ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

কাযী শামসুর রহমান
স্মারক গ্রন্থ

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে আওয়ামী শাসনের বিরুদ্ধে জামায়াত সংসদীয় গ্রুপের নেতৃত্বে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল।

প্রকাশকাল ঃ ২৯ জানুয়ারী ২০১০

সম্পাদনা পরিষদ ঃ
শেখ নূরুল হুদা
মোঃ আলতাফ হোসেন
কাযী সিদ্দীকুর রহমান
মোঃ বদরুজ্জামান
মোঃ শহীদ হাসান
মোঃ কামরুজ্জামান

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

কুয়েত সফরকালে একটি দর্শনীয় স্থানে দন্ডায়মান কাযী শামসুর রহমান

বাণী

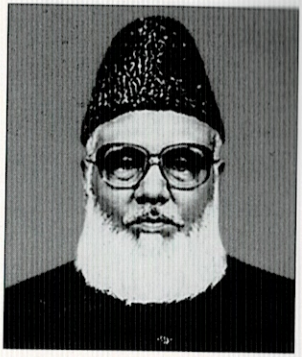

কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন মরহুম কাযী শামসুর রহমানের স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের এ উদ্যেগের সফলতা কামনা করছি।

সাতক্ষীরা ও বৃহত্তর খুলনার ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মরহুম কাযী শামসুর রহমান। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সূচনা লগ্নে বিশেষ করে স্বাধীনতার পর তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা সাতক্ষীরা ও খুলনার ইসলামী আন্দোলনকে করেছিল শক্তিশালী। তাঁর পরিশ্রম, মেধা আর দক্ষতা দিয়ে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলকে তিনি ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি ব্যয় করেছেন দ্বীনের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। তিনি ছিলেন একজন দেশ দরদী নিঃস্বার্থ সমাজসেবক। জনগনের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি অকাতরে সময় ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন জনগণের আস্থাভাজন, যার প্রমাণ তিনবার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বচিত হওয়া। সর্বোপরি এদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ নির্ভীক সৈনিক। তাঁর মৃত্যুতে তৈরি হয় বিরাট শূন্যতা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট দো'আ করছি, আল্লাহ মরহুম কাযী শামসুর রহমানের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। তাঁর আবাদ করা ময়দানকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য কবুল করুন। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েসহ আত্মীয়-স্বজনদের সুস্থ রাখুন, ভাল রাখুন, আজীবন দ্বীনের ওপর কায়েম রাখুন। আমীন।

মতিউর রহমান নিজামী
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও
সাবেক মন্ত্রী, কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের অতিপ্রিয় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক কাযী শামসুর রহমান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। জীবন মৃত্যুর ফয়সালা আল্লাহরই হাতে। আমি দোআ করি আল্লাহ যেন তাঁকে সিদ্দিকীন, সালেহীনদের সাথে রাখার ব্যবস্থা করেন। তাঁর কবরকে জান্নাতের সাথে সম্পৃক্ত করে দেন। আল্লাহ যেন তাঁর জিন্দেগীর সকল নেক আমল কবুল করে নেন এবং তাঁর মানবীয় দুর্বলতা থাকলে তা মাফ করে দেন।

কাযী শামসুর রহমান ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ দায়িত্বশীল। আজীবন তিনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। আন্দোলনের সফলতাই ছিল তাঁর জীবনের সফলতা। তাঁর মেধা, পরিশ্রম আর সাধনা দিয়ে সাতক্ষীরা তথা বৃহত্তর খুলনার যমিনকে ইসলামী আন্দোলনের উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছিলেন। কাযী শামসুর রহমান সাতক্ষীরা থেকে পরপর তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তি কাযী শামসুর রহমান ও এমপি কাযী শামসুর রহমানের মধ্যে কখনও কোন পার্থক্য দেখিনি। সৎ, সরল ও সাধারণ জীবন যাপন করে তিনি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ এমন একজন মানুষের স্মরণে স্মরণিকা বের হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। আমার বিশ্বাস এ স্মরণিকার মাধ্যমে উপকৃত হবে আন্দোলন। অনেকেই অজানা বিষয় জানতে পারবেন। দ্বীনের খাতিরে আল্লাহ আমাদের সকল আয়োজন কবুল করুন। আমীন।

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও
সাবেক মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা আমীরের কলাম ঃ

নিবদিত প্রাণ এক মর্দে মুজাহিদ

মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক

দুনিয়াতে কোন মানুষ বিখ্যাত হয়ে জন্মান না। স্বীয় চেষ্টা-সাধনা, ত্যাগ-কুরবানী, অসীম ধৈর্য ও কঠোর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে মানব সমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন, খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বীন কায়েমের পথে কাযী শামসুর রহমান এমনি নিবেদিত প্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। যাঁর চেহারায় কখনো ছিলোনা মলিনতা বা বিষাদের ছায়া। উত্থান-পতন আর ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অনড়, অটল। জীবনের একটি মুহূর্তও অলসভাবে কাটিয়ে দেননি তিনি।

সাংগঠনিক ও সামাজিক যে কোন কাজেই তিনি ছিলেন সদা সচেতন ও সিরিয়াস। দায়িত্ব পালনে সব সময় থাকতেন সজাগ ও সচেতন। যা বুঝতেন তা প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় একান্তভাবে লেগে থাকতেন।

দাওয়াতী বক্তৃতায় আল-কুরআন হাতে রাখতেন আর তা থেকে কিছু মৌলিক বিষয় বার বার উল্লেখ করতেন। যেমন ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতে হবে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এরাই সফলকাম।" (সূরা আল-ইমরান -১০৪ নং আয়াত)

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-ইমরান -১১০)

"হে মুমিনগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা আল-বাকারা -২০৮)

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূরা আল-বাকারা -৮৫)

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।" (সূরা আল-ইমরান ১৯)

বই বিতরণ এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজে তাঁর ভূমিকা ছিলো উৎসাহ ব্যঞ্জক। সাথে একাধিক ব্যাগ রাখতেন। তাফসীর, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, সহযোগী সদস্য ফরম ইত্যাদি সম্বলিত একটা ব্যাগ এবং পরিধানের উপযোগী জামা-কাপড় সব সময় সঙ্গে রাখতেন। রাখতেন মোমবাতি, দিয়াসলাই, কাগজ-কলম, জরুরী ওষুধ-সব কিছুই।

১৯৮৬ সালে প্রথম এম.পি. হওয়ার পূর্বে তিনি বেশির ভাগ সময়ই বাই সাইকেলে সফর করতেন। অনেক সময় তিনি এক সপ্তাহ কাল বাড়ি থেকে বের হয়ে বিভিন্ন থানায় সাংগঠনিক সফরে ব্যস্ত থাকতেন। একজন যোগ্য ব্যক্তির খোঁজে বেশ সময় দিতেন। সংগঠনের উন্নতি-অগ্রগতির চিন্তাই তাঁর জীবনের প্রধান মিশনে পরিণত হয়। সাতক্ষীরা জেলাতে আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি নির্বাচন করলেন যোগ্য সংগঠক ও ত্যাগী ব্যক্তিত্ব জনাব ইজ্জত উল্লাহ ভাইকে। ডাঃ নুরুল আমীনকে খুলনা হতে আশাশুনীতে ও মৌলভী আব্দুল জলীল ভাইকে সাতক্ষীরাতে আনা ছিল তাঁর আন্দোলনের বাগিচা সুশোভিত করার অনবদ্য প্রয়াস।

মরহুম কাযী শামসুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত গতিশীল মানুষ। অনেক বেশি কাজ করতেন

সম্পাদকীয়

পাখি নীল আকাশে ডানা মেলে ওড়ে। আবার ফিরে আসে নীড়ে। আপন ঠিকানায়। তেমনি রুহের জগতে অস্তিত্বময় হলেও মানুষ মানুষের শরীরে জন্ম নেয় এ ধরায়, জগত সংসারে। তার দায় দায়িত্ব পালন করে আবার ফিরে যায় পরবর্তী পৃথিবীতে, অনন্তের অন্বেষায়। এই দীর্ঘ চলার পথের এক নিবেদিত পান্থজন আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান-সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। ইসলামী আন্দোলনকে যিনি নিয়েছিলেন চিন্তা ও কর্মে, বিশ্বাস ও অনুধ্যানে, আকাঙ্খক্ষা ও উপলব্ধিতে।

তিনি ১৯৬১ সালে তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের হাতে সমর্থক ফরম পূরণের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদেন। কেবল কাগজে- কলমে নয়, হৃদয় দিয়ে ইসলামের যে সত্যকে এতোদিন লালন করেছিলেন, তাকে কার্যে রূপ দেবার আয়োজন করেন। স্বপ্ন থেকে কল্পনা, কল্পনা থেকে সুষ্ঠ পরিকল্পনার কাঠামোয় বাস্তবায়িত করতে থাকেন নিজের বিশ্বাস ও বোধকে। এ দুর্গম পথে মানুষ দরকার- যে মানুষ হবে সত্যনিষ্ঠ, প্রতিরোধ- প্রতিবাদের সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ঈমান ও আমলে হবে একাগ্রচিত্ত। তিনি খুঁজতে লাগলেন তেমন মানুষ। অবশেষে সন্ধান মিললো। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা নগন্য। মাত্র কয়েক জন মানুষ যোগ দিলেন এ নতুন দলের স্বর্ণালী সারিতে - হারেজ আলী সরদার, আব্দুস সোবহান সরদার, ইয়াসিন আলী, আবুল কাশেম, মোসলেম উদ্দীন, আনোয়ার হোসেন, জুম্মান আলী, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক প্রমুখ। এসব কর্মযোগী পুরুষদের নিয়ে কাযী সাহেব শুরু করলেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থা ও সাংগঠনিক তৎপরতা। চলতে থাকে দাওয়াতের কাজ। পাক-শাসন আমলের সেই প্রতিকূলতার মধ্যে। সংগঠন সম্প্রসারিত হতে থাকে, ধীরে ধীরে।

সময় পার হলো। এক এক করে পেরিয়ে গেলো দশটি বছর। এলো ১৯৭১ সাল। দ্বিখন্ডিত হলো পাকিস্তান। জন্ম নিলো স্বাধীন বাংলাদেশ। কায়েম হলো একদলীয় আওয়ামী বাকশালী দুঃশাসন। নিষিদ্ধ করা হলো সব রাজনৈতিক দল। জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর নেমে এলো জেল, জুলুম ও নির্যাতন। নতুন দেশ, নতুন রাজনৈতিক প্রতিবেশ, কিন্তু সে নতুনের সাথে মিলে এলো সোচ্চার কণ্ঠকে নগ্ন হাতে চেপে ধরার নগ্ন প্রবনতা। ইসলামী আন্দোলনকে থামিয়ে দেবার উল্লাসে মেতে উঠলো তৎকালীন শাসক মহল। কারাবন্দী হলেন তিনিসহ আরো অনেক নেতা।

এমনি দুরবস্থায় শক্তভাবে জামায়াতের হাল ধরেন এই বিরল কর্মীপুরুষ কাযী শামসুর রহমান। সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে এই সংগঠনকে আস্তে আস্তে সামনের দিকে নিয়ে যেতে থাকেন তিনি।

১৯৭৭ সালের ৮ জুন। তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিষিদ্ধ ঘোষিত সব রাজনৈতিক দলকে আবার রাজনীতি করার অনুমতি দিলেন। তখন জামায়াতে ইসলামী রাজনীতির অঙ্গনে অবমুক্ত হলো। আর এ সময়ই আরো কিছু মর্দে মুজাহিদ যোগ হলেন এ সংগ্রামী কাফেলায়। তাঁরা হলেন অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, গাজী নজরুল ইসরাম, জি. এম. আব্দুল গফফার, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন, মাহবুব আলম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, ডা. নূরুল আমিন প্রমুখ। এসব দ্বীনের দায়ীদের নিয়ে ব্যাপক কর্মতৎপরতা শুরু করেন তিনি। সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনী, তালা, কলারোয়া,

কালিগঞ্জ, শ্যামনগর ও দেবহাটার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীর সুদৃঢ় ভীত রচিত হয়। ৬০-এর দশকে ইসলামী আন্দোলনের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে ৮০-এর দশকে বিশাল মহীরুহে পরিণত হলো।

সাতক্ষীরা এ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত ছুঁয়ে থাকা নদী-বিধৌত সমতট। সমুদ্র আর সুন্দরবনের চির সবুজ বনানী বাংলার চির প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে বুকে লালন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রভুর এই সবুজ নিসর্গে ছোঁয়া সাতক্ষীরার মানুষকে ঈমান ও আকীদার নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করার জন্য এগিয়ে চললেন এই মহামহিম সাধক। ইসলামের বণী ঊষর আরব ভূমি থেকে যেমন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি সাতক্ষীরার এই ছোট্টজনপদ থেকে জামায়াতের স্বচ্ছ সত্যনিষ্ঠ বাণী তাঁর হাত ধরে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দিগন্তে। সাতক্ষীরার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে বাংলা মুলুকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তা উচ্চকিত হয়। দীপ্ত কণ্ঠের সে ধ্বনি আরো উচ্চস্বরে ধ্বনিত হতে থাকে সময়ের পরিসরে। তা যেনো মুসলিম মহামিলনের এক স্বগত-স্বননঃ আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

মৃত্যু মানুষের পরবর্তী পৃথিবীতে যাত্রার প্রথম সোপান। এই মৃত্যু মুসলিমের জীবনের অবিচ্ছিন্ন কিছু নয়। সেই ধারাবাহিকতায় মহামানবরাও যাত্রা করেন বরযখ জগতে। কাযী শামসুর রহমানও সেই অনন্ত রহস্যময় জগতে যাত্রা করেন ২০০৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী। তখন থেকে তাঁর ওপর একটা স্মারক গ্রন্থ বের করার তাগিদ আসছিল বারবার। সেই শুভ আহবানে সাড়া দিয়ে এ কাজটি বাস্তব প্রসূত করার উদ্যোগ নেন জলা আমীর মুহতারাম আব্দুল খালেক সাহেব। কাযী শামসুর রহমানকে স্মরণ করে অনেক রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এ গ্রন্থে। মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। এতে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। অবশেষে, পরম করুণাময়ের কাছে মহান কর্মীপুরুষ কাযী শামসুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করি। আমিন।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
বদরুজ্জামান
জাফরপুর, তারালী
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।
তারিখ
২৮.১১.২০০৯

সূচীপত্র

০১. সাতক্ষীরার কর্মবীর ঃ কাযী শামসুর রহমান -অধ্যাপক গোলাম আযম ১১
০২. কাযী শামসুর রহমান ঃ দ্বীন কায়েমের এক নিবেদিত প্রান নেতা -অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম ১২
০৩. একজন নিষ্ঠাবান দা'য়ী -মিয়া গোলাম পরওয়ার ১৪
০৪. আমার জীবনে কাজী শামসুর রহমান -মুহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ ১৬
০৫. কাযী শামসুর রহমানকে যেমন দেখেছি -মুফতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ১৯
০৬. দা'য়ী হিসেবে কাযী সাহেবকে যেভাবে দেখেছি -মোঃ নুরুল হুদা ২১
০৭. যাঁর কথা মনে পড়লে হৃদয়ের কাঁটা থমকে দাঁড়ায় তিনি যে মোর নেতা কাযী শামসুর রহমান -অধ্যাপক মাওলানা রফিকুল ইসলাম ২২
০৮. প্রেরণার উৎস - কাযী শামসুর রহমান -গাজী নজরুল ইসলাম ২৪
০৯. সোনার মানুষ কাযী শামসুর রহমান -আনসার আলী ২৭
১০. কাযী সাহেবের সান্নিধ্যে একদিন -মোঃ জাহিদুল ইসলাম ২৮
১১. হৃদয়ের মনিকোঠায় টুকরো স্মৃতি -জহিরুল ইসলাম ৩০
১২. কাছ থেকে দেখা সেই মানুষটি -সুভাষ চৌধুরী ৩২
১৩. কাযী শামসুর রহমান ঃ একটি নাম একটি প্রেরণা -সরদার আব্দুস সোবহান ৩৩
১৪. প্রিয় কাযী ভাইকে মনে পড়ে -মোঃ আতিয়ার রহমান ৩৫
১৫. অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবাদী দার্শনিক ঃ কাযী শামসুর রহমান -লায়ন এ. কে. এ. আব্দুর রাজ্জাক ৩৭
১৬. যে মানুষটির কথা বলতে হয় -আব্দুল বারী আল বাকী ৩৮
১৭. এক নজরে আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানের সংগ্রামী জীবন -কাযী সিদ্দীকুর রহমান ৩৯
১৮. আমার আব্বাকে যে ভাবে দেখেছি -হাফেয কাযী সাইদুর রহমান ৪২
১৯. ঈমানের দীপ্ত মশাল : মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান -কাযী শাহেদুর রহমান ৪৪
২০. জন নন্দিত নেতা কাযী শামসুর রহমান -মোঃ আব্দুল মজিদ ৪৬
২১. দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিবেদিত সাচ্চা সৈনিক -জি.এম. আব্দুল গাফ্ফার ৪৭
২২. কাযী শামসুর রহমান ঃ কাছ থেকে দেখা মানুষটি -আলহাজ্জ হেলাল আলী খান ৪৮
২৩. ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ঃ কাযী শামসুর রহমান -মোঃ তাজিবর রহমান ৫০
২৪. স্মৃতিতে অম্লান যে নাম -মুফতী আখতারুজ্জামান ৫১
২৫. আধ্যাত্মিক এক স্বর্গীয় সচেতন মানুষ ঃ কাযী শামসুর রহমান -শেখ কামরুল ইসলাম ৫৩
২৬. কাযী শামসুর রহমান স্মরণে -ডাঃ আবু কওছার (সাংবাদিক) ৫৫
২৭. চাচাজী ঃ আমার আদর্শ -মু. কামরুজ্জামান ৫৭

সুধীজনের স্মৃতিতে অম্লান ঃ কাযী শামসুর রহমান (স্মৃতিচারণ)

২৮. একজন প্রিয় নেতার কথা -আজিজুর রহমান ৫৯
২৯. তাঁকে নিয়ে দু'টি কথা -শেখ আশরাফুল হক ৬০
৩০. কাযী শামসুর রহমানের কর্তব্য নিষ্ঠা -আলহাজ্জ মোঃ দ্বীন আলী ৬০
৩১. স্মৃতির পাতায় প্রিয় নেতা -গাজী নূর মুহম্মদ ৬১
৩২. মামার স্মৃতি কথা -মিসেস আলম আরা ৬২
৩৩. কাযী শামসুর রহমানকে যেমন দেখেছি -মোঃ ইউনুস আলি ৬২
৩৪. মামাকে স্মরন করে -প্রফেসর মোঃ গোলাম রসুল মিয়া ৬৩
৩৫. সাধারণ মানুষের বন্ধু -কাজী কামাল ছট্ট ৬৩

৩৬. স্মৃতির পাতায় তিনি -ড. আ.ছ.ম.তরীকুল ইসলাম ৬৪
৩৭. এক দিনের কথা -শেখ মিজানুর রহমান মিমু ৬৪
৩৮. প্রিয় বন্ধু কাযী সাহেবের স্মৃতি কণা -এ. কে. এম. আব্দুর রউফ ৬৫
৩৯. কাজী শামসুর রহমানের স্মরণে -শেখ রেদওয়ান আলী ৬৫
৪০. আল্লাহর পথের সৈনিক -এ. বি. এম. জাহাঙ্গীর কবীর ৬৬
৪১. আমার দেখা কাজী শামসুর রহমান -আব্দুর রহিম ৬৬
৪২. কাযী শামসুর রহমানের ন্যায়নিষ্ঠা -রফিকুল ইসলাম ৬৭
৪৩. সেই দিনের সেই স্মৃতি -মাওলানা আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী ৬৮
৪৪. আমার দৃষ্টিতে মহান ব্যক্তিত্ব -রেজোয়ান খান মুন্না ৬৯
৪৫. এ সৌভাগ্যের অধিকারী কজন ? -মোশাররফ হোসেন ৬৯
৪৬. কাযী শামসুর রহমারেন স্মৃতি -শেখ আতাউর রহমান ৭০
৪৭. আমার মামা- আমার শিক্ষক -হোসনে আরা (রানু) ৭০
৪৮. আমাদের পারিবারিক পীর ও রাজনৈতিক গুরু ঃ কাযী শামসুর রহমান -শহীদ হাসান ৭১
৪৯. ১৯৯৮ সালের বন্যা প্রসঙ্গে এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় সংসদে ও সাতক্ষীরাবাসীর উদ্দেশ্যে কাযী শামসুর রহমান সাহেবের ঐতিহাসিক ভাষণ ৭৪
৫০. কাযী শামসুর রহমান সাহেবের কলম থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ৮০

কাযী শামসুর রহমান সাহেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা

৫১. কাযী ভাইয়ের উদ্দেশ্যে -অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক (সাবেক এম.পি.) ৮৯
৫২. কাযী শামসুর রহমান স্মরণে -গাজী নজরুল ইসলাম ৯০
৫৩. সে দিনের স্মৃতি -মোঃ আতাউর রহমান ৯০
৫৪. কাযী শামসুর রহমান -কাজী মুজাহিদুল আলম ৯১
৫৫. ধূসর আলপনা -দ্বীনদার সাদী ৯১
৫৬. একটি ফুল -মোঃ দেলোয়ার হোসাইন ৯২
৫৭. শামসুর রহমান -বেদুঈন মোস্তফা ৯২
৫৮. কে এল ? -মোঃ আতাউর রহমান ৯৩
৫৯. তোমাকেই মনে করে -মুহাম্মদ বালার্ক ৯৩
৬০. ফুলের জন্ম -মোঃ আব্দুর রহমান ৯৪
৬১. বীর সেনানী ঃ কাযী শামসুর রহমান -মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ ৯৪
৬২. তোমারই স্মরণে -মোঃ বাবর আলী সরদার ৯৫
৬৩. সাতক্ষীরার উজ্জ্বল নক্ষত্র -এম.এ. রাজ্জাক মদিনাবাদী ৯৫
৬৪. বিশ্লেষণ -মিসেস সুলতানা রনজু ৯৬
৬৫. অমনিশার তারা -জি. এম. নজরুল ইসলাম ৯৬
৬৬. আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান -মোহাম্মদ আলী ৯৭
৬৭. প্রতীক্ষার প্রহর -কানিজ বিনতে রজব ৯৭
৬৮. আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান স্মরণে একটি ইসলামী গজল -রবিউল ইসলাম ৯৮
৬৯. অম্লান তুমি -আশরাফুল হক রাজ্জাক ৯৮
৭০. সিপাহসালার -সরদার মুহা. সাইফুল্লাহ ৯৯
৭১. বীর মুজাহিদ -ডাঃ মোঃ আব্দুল জলিল ৯৯
৭২. অনবদ্য উপমা -সালাহ-উদ্দীন আহমেদ ৯৯
৭৩. বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাযী শামসুর রহমান ১০০

সাতক্ষীরার কর্মবীর ঃ কাযী শামসুর রহমান

অধ্যাপক গোলাম আযম

সাতক্ষীরার কৃতী সন্তান কাযী শামসুর রহমানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় আমি সাংগঠনিক সফরে সাতক্ষীরা গেলে। সেখানে এক সুধি সমাবেশে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে যোগদানের আহবান জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখার পর কাযী শামসুর রহমান সাহেব সাড়া দিলেন। তিনি বহুবারই আমাকে বলেছেন যে, আমার হাতেই তিনি জামায়াতে ইসলামীতে ভর্তির ফরম পূরণ করেন। তিনি তখন একটা হাই স্কুলের হেড মাষ্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি একজন নেক লোক হিসাবে প্রশংসিত ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে আরও অনেক নেক লোক সংগঠনে যোগদান করেন। তাঁরই নেতৃত্বে সাতক্ষীরায় যোগ্য কর্মীদের একটি টীম অবিরাম দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারনের জন্য তৎপর হয়। তিনি যখন জিলা আমীরের দায়িত্ব পান, তখন জনাব ইজ্জত উল্লাহর মতো যোগ্য সেক্রেটারি যোগাড় করেন। আল্লাহর রহমতে তাঁদের পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় গোটা সাতক্ষীরায় জামায়াত সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে সারা বাংলাদেশে যে ১০টি আসনে জামায়াতের নমিনী এম.পি. হিসেবে নির্বাচিত হন তাঁদের মধ্যে সাতক্ষীরা সদরের আসন থেকে কাযী শামসুর রহমান নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সাতক্ষীরা জিলার ৫টি আসনের মধ্যে ৪টিতেই জামায়াত বিজয়ী হয়। এ জিলাটি জামায়েতে ইসলামীর বিশেষ এলাকা হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। এতে কাযী সাহেবের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

১৯৯৪ থেকে ৯৬ পর্যন্ত জামায়াতের দেয়া ইস্যু 'কেয়ার টেকার সরকার' দাবিতে আওয়ামী লীগের সাথে যুগপৎ আন্দোলন করায় জামায়াতের বিরোধী পক্ষ জনগনের নিকট জামায়াতকে আওয়ামী লীগের সাথী হিসাবে অপপ্রচার চালাবার সুযোগ পায় এবং জামায়াতের বিরুদ্ধে ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। ঐ বিরুপ পরিস্থিতিতেও ১৯৯৬ সালের নির্বচনে কাযী শামসুর রহমান জয়ী হন। এটা কাযী সাহেবের জনপ্রিয়তার কারনেই সম্ভব হয়। এভাবে তিনি ক্রমাগত নির্বাচনে দাঁড়ালে হয়তো ৪র্থ বারের মতো বিজয়ী হতেন। তাঁর এ আসন থেকে তাঁরই ঘনিষ্ঠ সাথী অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী হন।

'কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন' তাঁর সংগ্রামী জীবনের উপরে ভিত্তি করে একটি প্রামাণ্য স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এ গ্রন্থে তাঁর কর্মময় জীবনের বিস্তারিত বিবরণ থাকবে বলে আশা করি। এতে তাঁর নির্বাচনী এলাকা সাতক্ষীরা সদরে তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে যে বিরাট উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পন্ন হয়েছে তা অবশ্যই তুলে ধরা হবে।

লেখক ঃ ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বনন্দিত নেতা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর এবং সুসাহিত্যিক।

জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কাযী শামসুর রহমানের পাশে অধ্যাপক গোলাম আযম

কাযী শামসুর রহমান ঃ দ্বীন কায়েমের এক নিবেদিত প্রান নেতা

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিনটিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত তদানীন্তন খুলনা জেলা এবং বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাতক্ষীরা পৌরসভা এলাকায় সুলতানপুরে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কাযী আব্দুল মতীন এবং মাতার নাম মরহুমা মোসাম্মৎ সৈয়েদুন্নেছা। তাঁর পিতা ঐসময়ের একজন শিক্ষিত, ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

বাল্যকাল থেকেই তাঁর সুশিক্ষার প্রতি পিতা মাতা ও পিতামহের সজাগ দৃষ্টি ছিলো। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন তাঁর বাড়ী সংলগ্ন সুলতানপুর প্রাইমারী স্কুল থেকে। ১৯৫৪ সালে সাতক্ষীরা পি.এন. হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৭ সালে সাতক্ষীরা কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন। ১৯৫৯ সালে ঐ একই কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড. পাস করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন থেকে এম.এড. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ

কর্মজীবনে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। সেই সুবাদে বিভিন্ন সময়ে তিনি সাতক্ষীরার লাবসা জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাতানি ভদড়া হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক, কালিগঞ্জ পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সাতক্ষীরা নাইট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির গুরুত্ব পূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন ঃ

শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী রাজনীতিকেই সমাজসেবা ও ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে গ্রহন করেন। ১৯৬১ সালের শেষদিকে ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বনন্দিত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের হাতে তিনি জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরম পূরন করেন। ১৯৬২ সালে রোকন হন। ১৯৬৫-তে কেন্দ্রীয় মজলীসে শূরার সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৭০-এ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সাতক্ষীরা হতে এম.এল.এ.নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন। ১৯৭১-এ স্বাধীনতার প্রাক্কালে কারাবরন করেন। মুক্তি পান দীর্ঘ ২৩মাস পরে। ১৯৭৮সালে শিক্ষকতা ত্যাগ করে পূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৯থেকে১৯৮১সাল পূর্যন্ত খূলনা মহানগরীর বাইরের মহকুমাগুলোর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১সালের সাতক্ষীরা জেলার আমীরের দায়িত্ব পান। ১৯৮৬সালে সাতক্ষীরা সদর থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে শেষ বারের মতো উক্ত আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ২০০১সালের নির্বাচনের জামায়াতের নমিনী ছিলেন তিনি, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার হেতু নির্বাচনে অংশ গ্রহন থেকে বিরত থাকেন।

সংসদে দায়িত্ব পালন কালে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য,

ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য, কৃষি মন্ত্রনালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য, সরকারী হিসাব কমিটির সদস্যসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া তিনি সাতক্ষীরাসহ দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ন বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাব ও বিল উত্থাপনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের মসজিদে আযান ও নামাজের ব্যবস্থা করা হয়। সাতক্ষীরা আড়াইশ' শয্যার হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, স্বল্প খরচে সমুদ্র পথে সহজ শর্তে হজ্জ সমাপনের ব্যবস্থা পুণপ্রতিষ্ঠা, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদরাসা সরকারীকরণ, লাইসেন্স দিয়ে পতিতাবৃত্তির ব্যবস্থা রহিত করণ, সেনাবাহিনী সহ দেশ রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ বিডিআর বাহিনীতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করন প্রস্তাব সংসদে পেশ হয়।

জনাব কাযী শামসুর রহমান তাঁর সুবিশাল কর্মময় জীবন মানুষের কল্যানের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তার মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাতক্ষীরা শহর ও গ্রামঞ্চলের রাস্তাঘাট তৈরী মেরামত ও কার্পেটিং এবং আধুনিক যোগাযোগ সম্প্রসারণে সাতক্ষীরা থেকে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরাসরি টেলিফোন ডায়ালিং ব্যবস্থার প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও ব্যাপক জনসেবার লক্ষ্যে মসজিদ ও মাদরাসায় আধুনিক অজুখানার ব্যবস্থা করেছেন। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য বিপুল পরিমান টিউব ওয়েল স্থাপন করেছেন। গরীব ও দুস্থদের স্বাবলম্বী হবার জন্য ভ্যান ও রিক্সা, সেলাই মেশিন, শ্যালো মেশিন ও বাই সাইকেল বিতরণ করেছেন।

আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে প্রদান করেছেন নগদ অর্থ। গৃহহারা অগনিত মানুষকে বিনামূল্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। সাতক্ষীরা সদর থানার সাইক্লোন ও দুর্যোগ মোকাবেলা কেন্দ্রটি তাঁর অবদান।

প্রত্যান্ত অঞ্চলে পল্লী বিদ্যৎ পৌঁছানো , কালিগঞ্জ ব্রীজ এবং আশাশুনি ব্রীজ তাঁরই অবদান। নাভারন থেকে সুন্দর বনের হীরন পয়েন্ট অভিমুখে বিশাল হাইওয়ে নির্মানের জন্য তিনি সহ জামায়াত এমপি গন সংসদে প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং এসব পাশ করানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

দেশ ভ্রমন ঃ

ইসলামী আন্দোলনের এই মহান ব্যক্তিত্ব সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বহু দেশ ভ্রমন করেছেন। তার মধ্যে ভারত , সৌদি আরব, কুয়েত , বৃটেন, আমেরিকা , জাপান, হল্যন্ড, উল্লেখযোগ্য।

লেখক ঃ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য এবং কেন্দ্রীয় অফিসে সেক্রেটারী।

সাতক্ষীরায় নির্মাণাধীন সাইক্লোন সেন্টার পরিদর্শন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

একজন নিষ্ঠাবান দা'য়ী

মিয়া গোলাম পরওয়ার

সঠিক করে দিনক্ষণ মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে সাতক্ষীরার গণমানুষের অবিসংবাদিত নেতা কাযী শামসুর রহমান সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৭৯ অথবা ৮০ সালে। তখন খুলনা থানার মোড়ে একটি প্রেস ছিল 'মুসলিম আর্ট প্রেস' নামে। প্রেসটির মালিক ছিলেন জামায়াতের সাবেক নায়েবে আমীর মরহুম শামসুর রহমান সাহেব। প্রেসেই একদিন দেখি সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত দীর্ঘদেহী গায়ের রং খুবই ফর্সা একজন পিছনে হাত বেঁধে পায়চারী করেছেন। অত্যন্ত সৌম্য দর্শন লোকটির মাথায় হালকা বাবরী চুল। অতি সহজেই আলাদা করে দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা তার সারা অবয়বে। একজন পরিচয় করিয়ে দিলেন "উনি সাতক্ষীরার কাযী শামসুর রহমান সাহেব"।

নুরাণী চেহারার মানুষটির দেহের সর্বত্র দারুণ ব্যক্তিত্বের ছাপ। দেখলে মনে হবে তিনি একজন আপোষহীন সংগ্রামী জননেতা। প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। অতি উচ্চ ধারণা নিয়ে ভাবলাম কখনও হয়তো একান্ত সাক্ষাতের সুযোগ পাবো। পরবর্তীতে ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে সফরে যতবার সাতক্ষীরায় গিয়েছি ততবারই তার একান্ত সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেছি। আর দেখেছি কত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। দাওয়াতী কাজের নেশায় এমন পাগলপারা লোক আমি আমার জীবনে খুব কমই দেখেছি। সাতক্ষীরার সুলতানপুরের সেই জীর্ণ পুরাতন বাড়ীতে যতবারই গিয়েছি ততবারই দেখেছি হয় কারো সাথে জরুরী সাংগঠনিক আলাপ করেছেন অথবা পোষ্ট কার্ডে সাতক্ষীরার প্রতি এলাকার নেতা-কর্মীদের কাছে একের পর এক চিঠি লিখে চলেছেন। টেলিফোন-মোবাইলের এত ছড়াছড়ি তখন ছিল না। তাই চিঠি আর পোষ্ট কার্ডের মাধ্যমে সংগঠনের খোঁজ-খবর নেওয়া বা কাজ দেওয়াতে তিনি কখনই ক্লান্ত হতেন না। কাজের খোঁজ খবর নেওয়া ছিল তার নিত্য দিনের অভ্যাস।

সহকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে কাছে টেনে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার এক অসাধারণ সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কাযী শামসুর রহমান সাহেব। অতি সাধারন জীবন যাপন করতেন তিনি। পোষাক আশাকে, জীবন যাপনে এবং চলা ফেরার মধ্যে আভিজাত্যের পাশাপাশি দারিদ্রের ছাপও ছিল স্পষ্ট। সাতক্ষীরার অতি দরিদ্র সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ ছিল তার ভক্ত। পীরের মত শ্রদ্ধা করতো সবাই তাকে। সাতক্ষীরার গণমানুষের কেন্দ্র ছিলেন তিনি। আর তাকে কেন্দ্র করেই যেন অবর্তিত হতো সাতক্ষীরার সকল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকান্ড। বার বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া তার বিপুল জনপ্রিয়তার দুর্লভ উদাহরণ।

নিরহংকারী ও গরীব দুঃখীদের আপনজন কাজী শামসুর রহমান সাহেব এমপি হবার পর জনগন থেকে দূরে সরে নাগিয়ে তিনি বরং তাদের আরও কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। জাতীর স্বার্থে সংসদে তিনি ছিলেন আপোষহীন। শরীয়তের হুকুম আহকাম অনুসরণে এবং পরহেজগারীতে তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের জন্য মডেল।

সাতক্ষীরা ইসলামী আন্দোলনকে দেশের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে নিয়ে আসতে তিনি মূখ্য উস্তাদ ও অনন্য সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকে মাষ্টার্স করা শিবির সদস্য কলারোয়ার কৃতি সন্তান অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহকে সাতক্ষীরায় এনে পরিকল্পিতভাবে নেতৃত্বের যোগ্য করে তিনিই গড়ে তুলেছিলেন। এভাবে তিনি যেমন বাইরে থেকে নতুন নেতৃত্বকে সাতক্ষীরায় এনে সংগঠনের কাজে গতি সঞ্চার করেছিলেন একইভাবে কোন উদায়মান নেতাকেও এলাকা ছেড়ে যেতে দেননি। তাদের সম্মানজনক কর্মসংস্থানের জন্য গ্রহন করেছেন যথাযথ পদক্ষেপ। এখন সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলনের যে সাজানো ফুলের বাগান তার "মালি" ছিলেন কাজী শামসুর রহমান সাহেব।

দীর্ঘ অসুস্থতায় যখন তাকে দেখতে গিয়েছি নির্বাক চোখে আমাকে দেখেছেন। আড়ষ্ট কণ্ঠে কিছু যেন বলতে চেয়েছেন। মনে হয়েছে দরদের এক মূর্তমান প্রতিচ্ছবি নেক বান্দাহ আল্লাহর। তার জানাযা ছিল সাতক্ষীরার ইতিহাসে স্মরনকালের সর্ববৃহৎ। তার জানাজায় গিয়ে আমি অভিভূত ও আবেগ আপ্লুত হয়েছি। আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতের নূর দিয়ে পূর্ণ করুন। কবুল করুন তার সারা জীবনের দ্বীনি খেদমত। আমীন।

লেখক ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী খুলনা মহানগরী শাখা।

দুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করছেন কাযী শামসুর রহমান

আমার জীবনে কাযী শামসুর রহমান

মুহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ

কলারোয়া উপজেলা শহর থেকে ৪ কি:মি: পূর্বে এক গ্রামে আমার জন্ম। ছোট বেলায় প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষে কলারোয়া হাইস্কুলের ছাত্র ছিলাম। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব শেখ আমানুল্লাহ আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। হাই-স্কুল জীবনে ভাল আচরণের জন্য একবার আবুল মনছুর আহমদ রচিত "আয়না" বইটা পুরস্কার পেয়েছিলাম। গ্রামের ছেলে হলেও স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতি সচেতন ছিলাম। ছোট বেলা থেকেই সমাজ এর অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রশাসনিক হয়রাণি ও দূর্বলের উপর শক্তিমানদের অত্যাচার আমার মনকে পীড়া দিত।

আমি যখন সরকারি মাইকেল মধুসূধন মহাবিদ্যালয় যশোর (এম, এম, কলেজ) ইন্টার-মিডিয়েট পড়ি তখন সমাজতন্ত্রের চর্চা কেন্দ্র হিসাবে যশোর থাকার ফলে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের" আদর্শের সঙ্গে আমার চিন্তার ঐক্য খুজে পাই। আমি যশোর কোর্টের নিকটে বুক স্টল থেকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বই কিনে পড়তে থাকি এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধারক তৎকালীন ন্যাপ, জাসদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি।

কলেজ রাজনীতিতে ছাত্র সংসদে জাসদ ছাত্রলীগের প্রার্থীদের ভোট দেই এভাবেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে আমি মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়ি। পরবর্তীতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে যখন আমি বাড়ীতে আসি তখন জামায়াতের এক দায়িত্বশীল জনাব আশরাফ সাহেবের মাধ্যমে আমি ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি তথা ইসলামী আদর্শবাদ সম্পর্কে পড়াশুনার সুযোগ পাই। পড়াশুনার ফলে আমার মনে এটাই ধারনা জন্মে যে, সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা দুটোই সক্ষম, তবে বাংলাদেশের জনগন যেহেতু ইসলাম প্রিয় সে কারনে এ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চেয়ে ইসলামী বিপ্লব বাস্তবায়ন করা অধিকতর সহজ হবে। এই চিন্তার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে আমি ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেই।

সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের নেতা ছিলেন কাজী শামসুর রহমান সাহেব। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সদস্য ছিলাম, তখন আমি সাতক্ষীরায় এসে কাযী সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন পল্লিমঙ্গল হাইস্কুলের হেড মাষ্টার। এরপর তিনি আমাকে ঢাকায় চিঠি লিখতেন। তার হাতের লেখা চিঠি আমার ছাত্র জীবনে সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতো। বাড়ীতে আসলে সাতক্ষীরায় কাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতাম। তিনি সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলন কিভাবে গড়ে তুলবেন তার বিস্তারিত পরিকল্পনা আমাকে বুঝাতেন এবং সাতক্ষীরায় এসে ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শরীক হওয়ার আহবান জানাতেন। তিনি তার চিঠিতে প্রায়ই লিখতেন "আত্ম প্রতিষ্ঠা আর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ভিন্ন জিনিষ, যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে আসুন আমরা এক সঙ্গে কাজ করি। "তার এ আহবান আমার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। আমার চিন্তা ছিল আমি যে কোন একটি কলেজে চাকুরী করবো দিনের একটা সময়,বাকী সময়টা সাংগঠনিক কাজ করবো। আমি আমার চিন্তা পরিবর্তন করে মাষ্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েই সাতক্ষীরা চলে আসি এবং কাযী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মোসলেমা কিন্ডার গার্টেনের অধ্যক্ষ পদে যোগ দান কার। কিন্ডার গার্টেনের চাকুরীটা নিছক চাকুরী হিসাবে নেই নাই বরং এটা আন্দোলনের

কাজ হিসাবে গ্রহণ করি। আমার এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে আব্বা কোন মতেই একমত ছিলেন না। তিনি বলতেন, কাজী সাহেব আমার ছেলেটাকে নিয়ে নিয়েছেন।

১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমি তার একান্ত কাছে থেকে সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেছি। তিনি ছিলেন জেলা আমীর, আমি ছিলাম জেলা সেক্রেটারী। তিনি আমার সাংগঠনিক জীবন বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আমি সংগঠন নিয়ে যা কিছু চিন্তাভাবনা করতাম তা বাস্তবায়নে তিনি সহযোগিতা দিতেন। তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া আমি কোনক্রমেই গড়ে উঠতে পারতামনা। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমি তাঁকে আমার পিতার মতোই সম্মান-শ্রদ্ধা করি। অনেক সময় জীবনে কষ্ট কঠিন পরিবেশে তিনি একজন অভিবাবকের মত আমাকে সান্তনা দিতেন, ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করতেন। তিনি আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ায় আমরা সাতক্ষীরাবাসী একজন অকৃত্রিম অভিভাবক হারিয়েছি। আমরা তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ পাক তাঁর জীবনের সকল ভাল কাজ কবুল করুণ এই দোয়াই করি।

কাযী সাহেব সাতক্ষীরা সদর সীট থেকে ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৬ সালে পরপর তিনবার পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতের ১০ বৎসর জেলা আমীর ছিলেন। কেন্দ্রীয় জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন। আমি ভেবেছি কেন জনগণ তাকে বার বার নির্বাচিত করেন ? তিনি তো সরকারি দলের এমপি ছিলেন না। তারপরও জনগন তাঁকে ভোট দেওয়ার অন্যতম কারণ গুলো নিম্নরুপ ঃ

১. জনগণের প্রতি তাঁর দায়-দায়িত্ববোধ ঃ যে কোন একজন লোক তার পরিবারের সদস্যদের জন্য যেমন দায়দায়িত্ব অনুভব করে কাযী সাহেবও তদ্রুপ তার নির্বাচনী এলাকার জনগণের জন্য দায়িত্ব অনুভব করতেন। মানুষের বিপদ আপদে, তাদের বিভিন্ন মুখী সমস্যা সমাধানে তিনি পেরেশান হয়ে যেতেন। সব সময় যে তিনি সফল হতেন তা নয় তবুও মানুষের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

২. জনগণের জন্য ব্যাপক সময় দান ঃ কাযী সাহেব সাধারণত তার বাসায় নিয়মিতভাবে অফিস করতেন। মানুষ তাদের সমস্যার কথা জানানোর জন্য তাঁকে পেতো। প্রায়ই দেখাযেতো কাযী সাহেব বাড়ী থাকলে অগনিত লোক তার বারান্দাসহ বাড়ীর আশে পাশে অপেক্ষা করছে। একের পর এক তারা তাদের সমস্যার কথা তাদের প্রিয় নেতার কাছে অকপটে বলতো, তাদের কথা শুনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতেন।

৩. হাস্যময়ী ও সদালাপী ব্যবহার ঃ কাযী সাহেবকে আল্লহ পাক যে সুন্দর চেহারা দিয়েছিলেন তেমনি তার হাস্যজ্জোল মুখ, প্রাণখোলা কথা বলা এবং মানুষকে আশাবাদী করে তোলার যোগ্যতা দান করেছিলেন। অল্পক্ষণ আলোচনাতেই মানুষকে তিনি মুগ্ধ করে ফেলতে পারতেন।

৪.আল্লাহর প্রতি সীমাহীন ভরসা স্থাপন এবং বিপদে আপদে চরম ধৈর্য্যশীলতা ঃ সাতক্ষীরা ইসলামী আন্দোলনের কাজ এগিয়ে নেওয়া কোন কুসুমাস্তীর্ণ পথ ছিল না। বিরোধী শক্তির প্রবল বিরোধীতাকে অতিক্রম করেই সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। বিরোধীরা কয়েক বার তাঁর বাড়ী আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে, শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছে, আল্লাহপাক তাকে হেফাজত করেছেন।

১৯৮৭ সালের একটা ঘটনা ঃ সাতক্ষীরা সরকারী কলেজে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও ছাত্র

মৈত্রীর মারামারি হয়,তার ফলশ্রুতিতে ছাত্রলীগের ছেলেরা সাতক্ষীরা শহরে দাড়ী-টুপি ধারী লোকদেরকে যেখানে পেয়েছে সেখানে মারধর করেছে। কারো দাড়ী কেটে নিয়েছে। চরম অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, আমি বিকেলে মুন্সীপাড়া থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিরোধীদের চোখ এড়িয়ে কাযী সাহেবের বাড়ী গিয়ে পৌছাই। এরপর কলারোয়া থেকে কয়েকজন এবং সাতক্ষীরা শহর থেকেও কয়েকজন দায়িত্বশীল কাযী সাহেবের বাড়ীতে চলে আসেন। মাগরীবের নামাজের পর অন্ধকার নেমে আসলে আমরা দেখলাম ১০/১৫ জনের একদল সশস্ত্র লোক কাযী সাহেবের বাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে ডাকতে থাকল। কাযী সাহেব তাদের সামনে গেলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকল। ধীরে ধীরে আমরা তাঁর সাথে যোগ দেওয়ায় তারা চলে গেল। এর পরেও তাঁর মধ্যে কোন ভয়ভীতি, উৎকণ্ঠা দেখিনি। বটবৃক্ষের মত তিনি আমাদেরকে ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর ডানা বিছায়ে দিয়ে আমাদেরকে সকল বিপদ আপদ মোকাবিলা করার সাহস যোগাতেন। আল্লাহর প্রতি প্রবল আস্থাশীল এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে আমরা তাঁকে পেতাম।

৫. কষ্ট সহিষ্ণু ঃ জীবনে তাঁর মত কর্মবীর লোক আমি খুবই কম দেখেছি। ক্লান্তি বলে তার কিছু ছিল বলে মনে হয় না। সে সময় ঢাকা থেকে সাতক্ষীরায় গিয়েই মোটর সাইকেলটা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সফরে চলে যেতেন। সময়মত খাওয়া সময়মত বিশ্রাম তাঁর জীবনে খুবই কম হয়েছে। শেষ বয়সে এসে আমার শরীরের প্রতি নজর রাখতে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তিনি যে গতিতে কাজ করতে পারতেন আমরা তার ধারের কাছেও ছিলামনা। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর রাতে বিছানায় শুয়ে যেতেন আবার রাতে জেগে নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি হার্ট ও ব্রেন স্টোকে নিপতিত হন।

সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলনের চারাগাছটি তিনি সারা জীবন ধরে লালন পালন করে বটবৃক্ষে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর ত্যাগ কোরবানী ও অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা দ্বারা আন্দোলন সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের মত কিছু আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করেই এ আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পেরেছিলাম। সাতক্ষীরার লোকজন কে কোথায় আছেন যাদেরকে এ আন্দোলনে যুক্ত করা যায় তা তিনি খুজে বেড়াতেন, তাই আমাকে ঢাকা থেকে, দৈনিক আলোর পরশ পত্রিকার সম্পাদক আলতাফ হোসাইনকে খুলনা থেকে, আশাশুনি উপজেলায় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য নিবেদিত প্রাণ সংগঠক ডাঃ নূরুল আমিন সাহেবকে দৌলতপুর থেকে আনতে পেরেছিলেন। দক্ষ মালী যেমন তার বাগান সাজানোর জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে ফুলের চারা এনে লাগিয়ে থাকেন, কাযী সাহেবও সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলনের বাগান তার মনের মাধুরী মিশিয়ে দক্ষতার সাথে সাজিয়েছেন। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের বাগানকে অপরুপে সাজাতে হলে প্রত্যেক জেলায় এক এক জন কাযী শামসুর রহমান তৈরি করা প্রয়োজন।

লেখক ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য, সদস্য সচিব জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও সাবেক আমীর, সাতক্ষীরা জেলা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

কাযী শামসুর রহমানকে যেমন দেখেছি

মুফতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার

আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান। যিনি বাংলাদেশকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য ইসলামী আন্দোলনকে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহন করেন। ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন করার তাগিদে।

তিনি দাওয়াতী সভা ও সংগঠন সম্প্রসারনের জন্য অবিরাম গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মধুর ব্যবহার ও কর্মদক্ষতার গুণে সাতক্ষীরার নিভৃত পল্লীতে ইসলামী আন্দোলনের শক্ত ভীত গড়ে উঠে। গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় জামায়েতে ইসলামীর দুর্জয় সংগঠন। যখন সাতক্ষীরা ছিলো খুলনা জেলার একটি অবহেলিত ও অনুন্নত মহাকুমা। যাতায়াতের জন্য তেমন কোন রাস্তা, ব্রীজ ছিলনা। ছিলনা কোন গাড়ির ব্যবস্থাও। পায়ে হেঁটে চলা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। সাইকেলের সংখ্যাও ছিলো খুবই কম। কদাচিত দু'চার জনের সাইকেল দেখা যেত - তাও পুরাতন সাইকেল। কাযী শামসুর রহমান সাহেবেরও একখানা পুরাতন সাইকেল ছিলো।

১৯৭০ সালের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। দীর্ঘ দশ বছর বরিশালের জেলা আমীরের দায়িত্ব পালনের পর খুলনার জেলা আমীরের দায়িত্ব গ্রহন করেছি। কাযী শামসুর রহমান তখন সাতক্ষীরা মহকুমা আমীর। ছুটে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামে। ভেটখালী মাদরাসা মাঠে ছিলো জামায়াতের এক জনসভা। যাতায়াতের জন্য বাস নেই, মটর সাইকেল নেই। সে সময় ওসব এ অঞ্চলে ছিলনা। চলতে হবে সাইকেলে। মাটির রাস্তা। তাও উচু নিচু। এই দুর্গম পথে দশ বারো মাইল যেতে হবে। কাযী সাহেব সাথে নিলেন তাঁর ভাঙ্গা সাইকেল খানা। আর তাতে তুলে নিলেন আমাকে সামনের রডে। উচুনিচু রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ সময় চলতে চলতে কোমর ব্যাথা হয়ে গেলো আমার। জনসভার প্রধান বক্তা জেলা আমীর সাইকেলের রডে বসা আর বিশেষ বক্তা মহকুমা আমীর চালিয়ে যাচ্ছেন সে সাইকেল। সফল হলো সে জনসভা। সেখানে গঠিত হলো জামায়াতের একটি মজবুত সংগঠন। তারপর রাতে ঘাসের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চল্লাম আমরা। পথিমধ্যে সাপে কাটলো কাযী সাহেবকে। আমি সূরা ফাতেহা পড়ে ক্ষতস্থানে থুথু দিলাম। সেই সাথে শক্ত করে বাঁধলাম, গামছা দিয়ে। মাঝে বিভিন্ন দোয়া পড়ে ঝাড় ফুক দিলাম। আল্লাহর রহমতে অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। তারপর সেই রাতেই সাইকেল যোগে সাতক্ষীরার সুলতানপুরে তাঁর পিতার তৈরী টিন সেডের পাকা বাড়িতে এসে উঠলাম। অত:পর খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। তিনি তিন তিন বার সংসদ সদস্য হয়েছেন। তবু পিতার গড়া সেই টিন সেডের বাড়িটির কোন পরিবর্তন হয়নি। একেই বলে ইসলামী আন্দোনের কর্মী।

১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জন করে। পাশাপাশি জামায়াত পায় সেকেন্ড পজিশন। জেনারেল ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে সেকেন্ড পজিশন পেলেও পূর্ব পাকিস্তানে পায়নি। গনতান্ত্রিক পদ্বতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত ছিলো। এ দাবী সর্ব প্রথম তদানীন্তন জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। কিন্তু জেনারেল ইয়াহ ইয়া ও ভূট্টো ষড়যন্ত্র করে সময় ক্ষেপন করতে থাকেন। তাই দাবী উঠলো স্বায়ত্বশাসনের।

এ দাবী ছিলো জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাপসহ সম্মিলিত বিরোধী দলের। এ স্বাধীকার আন্দোলনের দাবী শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবীতে রূপান্তরিত হয়। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। কাযী শামসুর রহমান সাতক্ষীরা মহকুমার সম্মিলিত বিরোধী দলের অগ্রভাগে থেকে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ইয়াহহিয়ার সামরিক শাসন তুচ্ছ করে সাতক্ষীরার নানা জায়গায় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলেন। এখানে একটি প্রশ্ন ঃ ১৯৬৩ সাল থেকে জামায়াত, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাপ ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭১ এর যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত একযোগে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। হঠাৎ কি হলো যে, কাযী সাহেব পাকিস্তানের পক্ষে চলে গেলেন? হ্যাঁ, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বটে। তিনি সাংগঠনিকভাবে আমার সাথী ছিলেন বলেই এর দার্শনিক কারণ আমি উপলব্ধি করেছি। আর তা হলো অসহযোগ আন্দোলনে সংগ্রাম পরিষদ থেকে যখন মুক্তি ষোঘণা দেয়া হয়, তখন এম. এ. জি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের হাই কমান্ড নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা দেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ ঘোষনা দিয়ে ঢাকার বিমান বন্দর বোম্বিং করে তছনছ করে ফেলার ব্যবস্থাও করা হয়। এম. এ. জি ওসমানী কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষনা হলে হয়তো তাঁর আন্দোলনের ধারায় পরিবর্তন আসতো না। প্রসঙ্গক্রমে আমি একটি যুক্তি উপস্থাপন করতে চাইঃ খোদা না করুক- কোন একদিন যদি পার্বতা চট্টগ্রামকে শন্তু লারমা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সহায়তায় রাংলাদেশ থেকে পৃথক রাজ্য করার ঘোষনা দেয়, তখন বাংলাদেশের এই নিবেদিত প্রাণ মানুষ শন্তু লারমার পক্ষ অবলম্বন করবে, না বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করবে ? এ দৃষ্টান্তটির প্রতি গভীর মনোযোগ দিলেই নির্ভিক সৈনিক আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমানের দীর্ঘ ৭/৮ বছরের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন থেকে স্বাধীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করা আদৌ অনৈতিক ও অযৌক্তিক হবে না।

ইসলামী আন্দোলনের পাশাপাশি তিনি নির্ভিকভাবে গরীব-দুঃখীদেরকে ধনীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতেন। অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। বন্যা, সাইক্লোন ও প্লাবনে দুস্থঃদের সাহায্য করতে কর্মীদের নিয়ে ছুটে যেতেন। এলাকার রাস্তা ঘাট ও পুল বানানোর জন্য ব্যস্ত থাকতেন সব সময়। তাই তো তিনি পেয়েছেন মানুষের প্রাণঢালা ভালোবাসা।

নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন বারবার।

নির্বাচনী এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ব্রীজ পরিদর্শন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

লেখক ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য, সাবেক এম. পি. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও সাবেক আমীর, বাগেরহাট জেলা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

দা'য়ী হিসেবে কাযী সাহেবকে যেভাবে দেখেছি

মোঃ নুরুল হুদা

মানবতার কল্যান। শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য যে ব্যক্তিটি বার বার সাতক্ষীরাবাসীকে ডেকে ফিরেছেন, তিনি আমার প্রিয় নেতা মরহুম কাযী শামসুর রহমান। তাঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে আল্লাহর দিকে ডাকা। অনেক বাঁধা বিপত্তি এসেছে তাঁর চলার পথে, কিন্তু সত্য থেকে এক মুহূর্তও তাঁকে নিরাশ করতে পারেনি। যুক্তি তর্ক-সাবলীল ও শালীন ভাষায় মানবতার মুক্তি সনদ ইসলামের সুমহান আদর্শকে সকলের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবল বিরোধীতাকারীদের অনেকেই তাঁর বক্তব্য গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়েছেন- সত্য ও সুন্দরের পথ গ্রহণ করে আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্রতী হয়েছেন।

একদিনের ঘটনা। জুমআ'বার। সাতক্ষীরা পুরাতন কোর্ট মসজিদে ইমাম সাহেবের অনুমতি নিয়ে মুসুল্লীদের উদ্দেশ্যে কুরআন-হাদীসের আলোকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রাখছিলেন। দ্বীন-দার-পরহেজগার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি নিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। হঠাৎ একজন এডভোকেট সাহেব দ্বীন না বুঝে তীর্যকভাষায় তাঁকে কথা বন্ধ করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের মুসল্লীরা দু'ভাগ হয়ে গেল। দুই তৃতীয়াংশ মুসুল্লী একযোগে তাঁকে বক্তব্য চালিয়ে যেতে বললেন, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাধ্য হয়ে চুপ মেরে গেলেন। কাযী সাহেব এরপর সুন্দরভাবে ইসলামের বিধি বিধান, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দিকগুলো তুলে ধরে প্রায় ঘন্টাখানেক বক্তব্য রাখলেন। নামাজ শেষ হলো। প্রতিবাদকারী এডভোকেট সাহেব এসে কাযী সাহেবকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, "আজ আমি সত্য পথের সন্ধান পেয়েছি। আসলে ইসলামকে এভাবে কেউ কোনদিন আমার সামনে উপস্থাপন করেনি।" সত্যের বিজয় হলো। ইসলাম না জানা ব্যক্তিরা নিছক বিরোধীতার খাতিরে বিরোধীতা করে। আর সত্যানুসন্ধানীরা সত্যপথের সন্ধান পেলে তা গ্রহণ করে। মরহুম কাযী সাহেব পরম ধৈর্য্য সহকারে সারাটি জীবন এভাবে মানুষদেরকে সত্যের পথে আহ্বান জানিয়েছে।

একদিন পত্রবাহক মারফত জরুরী ভিত্তিতে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হতচকিত হয়ে দ্রুত তার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন প্রতিদিন তার সাথে থাকতে হবে। আমি সেই থেকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে হাজীর হতাম। আশ্চর্যের ব্যাপার কোন দিন আমি তাকে প্রথমে সালাম দিতে পারিনি। সেই থেকে শুরু হলো তার সঙ্গে থেকে দাওয়াতী কাজ, সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাজও। তাকে কোন দিন অধৈর্য্য হতে দেখিনি। কোন কিছুই তাকে হতাশ বা নিরাশ করতে পারেনি।

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ আমরা সম্পন্ন করে চলেছি। তাঁর স্মৃতি-আদর্শ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি গণমানুষের এতটা প্রিয় ছিলেন যে তিন তিন বার সাতক্ষীরাবাসী তাকে সংসদে পাঠিয়েছে।

মহান আল্লাহর দরবারে কামনা করি তাকে যেন বেহেশত নসীম করেন আর আমরা যেন আজীবন তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে পারি। আমিন।

লেখক ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সাতক্ষীরা জেলা শাখার সেক্রেটারী

যাঁর কথা মনে পড়লে হৃদয়ের কাঁটা থমকে দাঁড়ায় তিনি যে মোর নেতা কাযী শামসুর রহমান

অধ্যাপক মাওলানা রফিকুল ইসলাম

শ্রদ্ধেয় কাযী শামসুর রহমান ভাই, নামটা বার বার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। আমি এখনও ভাবতেই পারি না যে আমাদের কাযী ভাই আর নেই। আমার মনে হয় যেন কাযী ভাই আছেন এবং স্বভাবসিদ্ধ কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। জীবন চলার পথে কত বিচিত্র মানুষের পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরস্পরকে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে, কিন্তু অগনিত মানুষের ভিড়ে কিছু মানুষ আছেন যাদের আচরণ, ব্যবহার সকল বন্ধনের সীমাকেও হার মানায়। এমই একজন আল্লহর পথের সৈনিককে নিয়ে লিখছি। যিনি অগণিত মানুষের চোখ অশ্রুতে ভাসিয়ে চলে গেছেন পরপারে। যিনি আর ফিরে আসবেন না। তিনি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধেয় কাযী শামসুর রহমান ভাই। কাযী ভাইয়ের তুলনা কাযী ভাই নিজেই। কাযী ভাইয়ের মত আমাদের সকলকে একদিন আল্লাহর নিকট চলে যেতে হবে, কাযী ভাইয়ের মতো কি আল্ল াহর কিনট উপস্থিত হবার জন্য আমরা সকলে প্রস্তুত? আমরা কি আমাদের আমলের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজি খুশি করতে পারবো? আমার বিশ্বাস কাজী ভাই স্বার্থক ভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়েছেন।

কাযী ভাই ছিলেন একটি দ্রুতগামী ট্রেন। যিনি শুধু জানতেন তাঁর গন্তব্য পথে যেতে হবে। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, ক্ষোভ নেই। শুধু চলা আর চলা-ই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। ট্রেন যেমন তাঁর গন্তব্যস্থলে যাবার জন্য একই গতিতে বিরামহীনভাবে চলতে থাকে, চেইন না টানলে কোথাও থামে না, তেমনি কাযী ভাইও তাঁর ৬৯ বছরের জীবনের চলন্ত ট্রেনের গতি কোথাও থামেনি। শুধুমাত্র অসুখ নামের চেইন তাঁর গতিকে কয়েক বছর থামিয়ে দিয়েছিল। অলসতা ও দুর্বলতা নামক ব্যাধি তাঁর গতিপথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছেন সাতক্ষীরার এই মাটিতে। তিনি শুধু জানতেন কাজ আর কাজ। কাজই মুমিনের জীবনের প্রাণশক্তি। ইসলামী আন্দোলনের কাযী মানেই একটি চলন্ত ট্রেনের নাম। কাযী ভাই ছিলেন আল-হাদীসে রাসূলের (সা.) সেই বাণীর জ্বলন্ত উদাহরণ। আল্লাহর রাসূল বলেন 'আল মুয়েনু ইয়া মুতু বি য়ারাকিল যাবিন' 'মুমিনের মৃত্যু হয় কপালের ঘাম নিয়ে। সত্যি কাযী সুস্থ থাকা পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের জন্য একজন নিবেদিত সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন মরহুম কাযী ভাইয়ের মতো আদর্শ মানুষের। যিনি পরিপূর্ণভাবে। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি হলেন মরহুম কাযী শামসুর রহমান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলন আজ এই পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছে। আমার শশুরজী প্রখ্যাত ওরেটর মাওলানা আইউব হুসাইন আনসারী কাযী ভাই সম্পর্কে সব সময় বলেন - কাযী শামসুর রহমান একজন আল্লাহর ওলী বান্দা ও একজন মখলেস ব্যক্তি।"

আমি সব সময় কাযী ভাইয়ের অভাব ও শুন্যতা অনুভব করছি। আমি দীর্ঘ দিন কাযী ভঅইয়ের পাশে থেকে আমি দীর্ঘ দিন কাযী ভাইয়ের পাশে থেকে ও একসাথে ইসলামী

আন্দোলনের কাজ করেছি। আমাদের বাসায় অনেকবার উনি এসেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান মরহুম মোবারক আলীর সাথে কাযী ভাই একদিন আমাদের বাড়ীর মেহমানখানায় দেখা করে বললেন, 'আপনার ছেলেকে আল্লাহর পথে দিয়ে দেন, আমরা এক সাথে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করি।" এরপর আমার আব্বা বললেন, 'আল্লাহর পথে দিয়ে দিলাম। এরপর থেকে আমি কাযী ভাইয়ের সাথে চলন্ত ট্রেনের মত ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করলাম।"

কাযী ভাই খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি ১৫ বছর সাতক্ষীরা ২ আসনের এম,পি ছিলেন। সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট প্রিয় থাকার কারণেই এটা কেবল তাঁর জন্য সম্ভব ছিল। যখনই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে তখনই আমার হৃদয়ের কাটা থেমে দাঁড়ায়। আমি শুধু সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে চারিদিকে তাঁর শুন্যতাই অনুভব করছি। তিনি নেই সাতক্ষীরার গুলিতে গলিতে এখন যেন আমি তাঁর পদচারণার চিহ্ন খেতে পাই।

জীবনের আলো বিকিরণের জন্য তাঁকে আর পাবো না কোন দিন। কিন্তু মহান আদর্শ এবং চরিত্র মাধুর্যের দেখা যাবে জীবন্ত কাযী ভাইয়ের চেয়ে মৃত কাযী ভাই অনেক বেশি শক্তিশালী।

আল্লাহ তায়ালা মরহুম কাযী ভাইয়ের সকল দ্বীনি খেদমতকে কবুল করুন। তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দিন তাঁরই মত তাঁর অনযুসারী আমরা যারা জীবিত আছি, তারা যেন, তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাযী অতিদ্রুততার সাথে সমাপ্ত করতে পারি। আমীন।

লেখক ঃ কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও সাতক্ষীরা জেলা সিনিয়র এ্যাসিস্টান্ট, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

নির্বাচনী এলাকায় একটি খাল পুনঃ খনন উদ্বোধন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

প্রেরণার উৎস - কাযী শামসুর রহমান

গাজী নজরুল ইসলাম

১৯৮৩ সাল। আমার বয়স তখন প্রায় ৩২ বছর। সাতক্ষীরা একমাত্র দ্বীপ ইউনিয়ন গাবুরার চকবারা মোল্লাবাড়ী মসজিদে এক সুন্দর সন্ধ্যায় দেখা হলো সদ্য হাস্যমুখর স্বর্গীয় চেহারার এক আলোকদ্বীপ্ত মানুষের সাথে। আগে থেকেই দাওয়াত পেয়েছিলাম তিনি আজ গাবুরা আসবেন। মাগরিবের নামাজ পড়ে একসাথে মুখোমুখি বসলাম কয়েকজন। সালাম বিনিময়ের পর পরিচয়পর্বে জানতে পারলাম ইনিই কাযী শামসুর রহমান- যিনি আমার ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস।

তাঁর বক্তব্য শুনলাম। জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে দুনিয়াতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কোরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণনা শুনে এক নতুন প্রেরণা পেলাম। আগে থেকেই পারিবারিক ভাবে নামাজ-রোযার প্রতি আসক্তি থাকলেও দ্বীনি এবং কোরআনি জীবন বিধান সম্পর্কে এ রকম ধারণা জানবার সুযোগ হয়নি। ইসলামের আলোকে নতুন করে যেন উজ্জীবিত হলাম। শুধু তাই নয়- কোরআনি জীবন বিধান পালনে এবং কায়েমে জামায়াতবদ্ধ জীবন ব্যবস্থা যে অপরিহার্য তাও প্রথমেই শুনলাম। সঠিক পথের সন্ধান পেলে সে পথে চলা শুরু করতে যে এক মুহূর্ত বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় এটা অনুভব করেই ঐ বৈঠকেই শ্রদ্ধেয় কাযী শামসুর রহমানের হাতে জামায়াতের সহযোগী সদস্য ফরম পূরন করে জামায়াতের প্রাথমিক সদস্য হলাম। ঐ দিনটি ছিল ৩০ শে মে, ১৯৮৩ সাল।

কাযী শামসুর রহমান। সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের এক নিবেদিত সৈনিক সংগঠনের এক অকুতোভয় সিপাহসালার। অন্যায় ও শরীয়াত বিরোধী কাজের বাঁধার পাহাড় তিনি। সাতক্ষীরা স্টেডিয়ামে মেয়েদের ভলিবল খেলা হবে। বাঁধ সাধলেন কাযী শামসুর রহমান। সাতক্ষীরার জনগন মেয়েদের এমন উলঙ্গ খেলা দেখতে চায় না। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে খেলার ময়দানে বাঁধার প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। তৎকালীন জেলা প্রশাসক ক্ষুব্ধ হয়ে কাযী সাহেবকে পাকড়াও করে জেলে পাঠালেন। কাযী সাহেব হাসিমুখে কারাবরণ করলে এবং বললেন, "জেলে থাকা ভালো কিন্তু শরীয়াত বিরোধী কাজ আর কাযী সাহেব একত্রে থাকতে পারে না।" জনতার প্রতিরোধে খেলা বন্ধ হলো, কাযী সাহেব মুক্ত হলেন এবং তাঁর কারামুক্তির দিনই ঐ জেলা প্রশাসক সাতক্ষীরা থেকে অন্যথা স্থানান্তর হলেন। জনগণের আত্মায় নতুন করে প্রেরণা জাগলো-এটা কাযী সাহেবের প্রতি মহান আল্লাহ পাকের দেয়া অতুলনীয় সম্মান। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল তখন ছিল ১৯৮৫ সাল।

দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। চলছে দেশব্যাপী অরাজকতা এবং সাথে সাথে খানসেনাদের অত্যাচার। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলেন কাযী সাহেব। সেনাদের মধ্য থেকে কতিপয় দুষ্ট সেনা অফিসার ভ্রান্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে কাযী সাহেবকে তলব করে ধরে নিয়ে গেলেন। সম্ভবত বাকাল ব্রিজের কাছে নদীতে তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে। সেনাদের জীপ গাড়িটি যখন ওয়াপদা অফিসের সামনে গেল তখন সংক্রিয়ভাবে গাড়িটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। বার বার চেষ্টা করেও ড্রাইভার গাড়িটি ষ্ট্রার্ট দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। কাযী সাহেব গাড়ির মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি চিন্তা করে আল্লাহর স্মরণে নির্দিষ্ট মনে ধ্যানে মগ্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনা কমান্ডার হাটতে হাটতে রাস্তায় বন্ধ হওয়া গাড়িটির কাছে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলেন গাড়ীর মধ্যে বসা

আছেন কাযী শামসুর রহমান। 'কিয়া বাৎ, ইহে কাযী শামসুর রহমান হ্যায়। কাঁছা যাতা হ্যায় আপলোগ।' সেনাকর্মকর্তার প্রশ্নে জবাব না পেতেই তিনি নিজে কাযী সাহেবকে গাড়ি থেকে বের করে নামিয়ে নিলেন। সেনাদের তিরস্কার করলেন এবং কাযী সাহেবকে সসম্মানে গাড়িতে করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। মহান আল্লাহ পাক কাযী সাহেবকে হেফাজত করলেন। সাতক্ষীরার জনগণের কাছে দ্রুত খবরটি পৌছে গেল। সকলেই আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে বলে উঠলেন- এটা আল্লাহর মেহেরবানী আর কাযী সাহেবের কেরামতি।

সাতক্ষীরায় গোলযোগ বাঁধলো জামায়ত বিরোধী প্রতিপক্ষের সাথে। এদের টার্গেট কাযী সাহেবকে হেনস্ত করা। কারণ কাযী শামসুর রহমান সারা সাতক্ষীরার একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের উদীয়মান সংগঠক। প্রতিপক্ষরা কাযী সাহেবের বাড়ী আক্রমণ করলো। বৃষ্টির মতো ইট-পাককেল নিক্ষিপ্ত হতে লাগল কাযী সাহেবের সুলতানপুরের বাড়ীতে। বাইরে গোলপাতার বৈঠক খানায় আগুন লাগিয়ে দিল সন্ত্রাসীরা। টার্গেট ছিল বৈঠকখানাসহ ঘরের মধ্যে রাখা কর্মীদের কয়েকখানা মোটর সাইকেল পুড়িয়ে শেষ করে দেয়া। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। পুলিশ সহ পাশের লোকজন তেড়ে এলে, সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেল। ক্ষতিয়ে দেখা গেল গোলপাতার বৈঠকখানার একটি কোনায় সামান্য আগুনে ঝলসে গেছে। ঘরের ও বারান্দায় রাখা মোটর সাইকেলের কোন ক্ষতি হয়নি। খবরটা দ্রুত সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো। জনগণ ছুটে এলো দেখতে। সবাই মন্তব্য করলো এটা মহান আল্লাহ পাকের করুণা আর কাযী সাহেবের কপাল।

কাযী শামসুর রহমান। একদিকে যেমন স্রষ্টার সাধক, রাতের যায়নামাজে সেজদায় নত সুফী অপরদিকে ময়দানে আন্দোলনরত লড়াকু সৈনিক। সাতক্ষীরার প্রতিটি জনপদে, গ্রামে, মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায়। বাড়ীতে বাড়ীতে তাঁর পদচারণা। হাসি-ঠোঁটে প্রীতিমুখর আনন্দঘন সালাম আর মুখে মুখে কোরআনের শ্বাশত দাওয়াত জীবনের সমগ্র সময়টা কাটিয়েছেন দাওয়াতে। সংগঠনে, আন্দোলনে। গড়ে তুলেছেন সমগ্র সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলনের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি।

শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক অংগনেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। দুস্থঃ মানবতার সেবায় তিনি গড়ে তুলেছেন আল আমিন ট্রাস্ট নামক এক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা ইত্যাদি। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ইসলামের আলোকবর্তিকার আলোকে প্রজ্জ্যলিত করার জন্য গড়ে তুলেছেন একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোসলেমা কিন্ডার গার্টেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি তিন তিনবার সফল বিজয়ী পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়ে দেশ-জাতির কল্যাণে সংসদে ও ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সাতক্ষীরার উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার তিনি অন্যতম সদস্য। বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়ায় ইসলামী আন্দোলনের আঞ্চলিক দায়িত্বশীল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন। তার সংসদীয় কার্যক্রমের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় পার্লামেন্টারী গ্রুপের সদস্য হিসেবে সরকারীভাবে বিদেশ সফর করেছেন কয়েকবার। পবিত্র মক্কা সফর করেছেন কয়েকবার। পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জামা ও মদিনা মোনাওয়ারা সফর করে হজ্বব্রত পালনে দাদভাঙ্গা নবিজীর রওজা মোবারক যিয়ারত করে নিজকে ধন্য করেছেন।

সাতক্ষীরার পথে প্রান্তরে দুর্দম্যগতিতে চলাফেরার কারনে একবার মারাত্মক এক্সিডেন্টে পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী ছিলেন এ বীরপুরুষ কয়েকমাস। তাঁর এ দুর্ঘটনার খবর শুনে জামায়াতে

ইসলামীর তৎকালীন আমীর মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম বাণী পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'কাযী সাহেব আপনার আন্দোলনী জীবনে চিরন্তর পরিশ্রমের ফাঁকে আল্লাহ আপনাকে সাময়িক বিশ্রাম দিতে চান। পরিবারবর্গ নিয়ে আপনি কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করুন।'

কাযী সাহেব এখন সাময়িক নয়, অনন্ত বিশ্রামে শুয়ে আছেন সুলতানপুরের কাযী বাড়ীর মাটিতে। আল্লাহ পাক এই মর্দে মুজাহিদের জীবন সংগ্রামকে কবুল করুন। আশ্রয় দিন জান্নাতুল ফিরদৌসের শান্তিময় বাগিচায়। কাযী শামসুর রহমান সংগঠনের কাযী সাহেব, জনগণের এম,পি সাহেব, আমদের কাযী ভাই। তিনি আমার, আমাদের সমগ্র সাতক্ষীরা বাসীর- ইসলামী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস।

লেখক ঃ সাবেক এম.পি. সাতক্ষীরা -৫ শ্যামনগর

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীর সাথে একটি বিশেষ মুহূর্তে কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ শাহ্জাহানের সাথে কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

সোনার মানুষ কাযী শামসুর রহমান

আনসার আলী

ধবধবে ফর্সা একজন মানুষ। সদালাপী সকলের প্রিয়, গণমানুষের সেবক। মানুষটির নাম কাযী শামসুর রহমান। আল্লাহ তাঁর দেহটাকে যেমন সুন্দুর করে সৃষ্টি করেছেন তেমনি করেছেন তাঁর মনটাকে। যে মন শুধু স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালোই বেসেছে, কাউকে আঘাত দিতে জানেনি। জানেনি তিনি কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে। চেয়েছেন শুধু মানুষের কল্যাণ করতে। পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ। তাই তো আমরণ তিনি মানুষকে ডেকেছেন ইসলামী আন্দোলনের পথে।

তিনি ১৯৬১ সালে ইসলামী আন্দোলনের মহান সিপাহসালার অধ্যাপক গোলাম আযমের হাতে জামায়াতের মুক্তাফিক ফরম পূরণের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তারপর নিরলসভাবে এ সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১৯৭১ সালের কঠিন দিনগুলোতেও কাযী সাহেব তাঁর স্বভাব সুলভ তৎপরতা চালিয়ে গেছেন ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। এজন্য তাঁকে নিতে হয়েছে অনেক ঝুকি। পাক বাহিনীর অত্যাচার থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দিতে তিনি যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তাতে ঐ বাহিনীর লোকেরা তাঁর প্রতি রুষ্ট হয় এবং তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করে। তিনি পাক বাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাহায্য নিয়ে সৈন্যদের অত্যাচার থেকে এলাকাবাসীর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার চালানো আমীর লোকদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থাও করেন। হিন্দুদের লুট হয়ে যাওয়া সম্পদ উদ্ধার করে ব্যাংকে জমা রাখেন। যাতে তারা যেসব ফেরত পেতে পারে। হিন্দু পরিবারের লোকেরা ভারতের দিকে ছুটে যাবার সময় পাক সেনারা তাদের পিছু নিতো। তিনি সেনাদের এমনি তৎপরতা বন্ধ করেন এবং হিন্দুদের নিরাপদে ভারতে যাবার ব্যবস্থা করেন। এ ধরনের সময়োপযোগী খেদমতের কারণে এলাকাবাসী যেন তারই হয়ে যায়।

যেহেতু কাযী শামসুর রহমান জামায়াতে ইসলামীর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, সেহেতু স্বাধীনতার পর তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। অতঃপর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার কোন মানুষ না থাকায় তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

জননেতা কাযী শামসুর রহমান অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাতক্ষীরার মাটিতে জামায়াতে ইসলামীর ভীত মজবুত করেছেন। ১৯৭১ সালে যে জেলায় শতকরা ৭০ ভাগ ছিলো আওয়ামী সমর্থক মানুষ, আজ সেখানে জামায়াতে ইসলামীই আওয়ামী লীগের স্থান দখল করেছে। এর পেছনে কাজ করেছে মুমীন কাযী শামসুর রহমানের নিরলস তৎপরতা।

নিজ হাতে লাগানো গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

লেখক ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল অডিটর

কাযী সাহেবের সান্নিধ্যে একদিন

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

তাঁকে দেখেছি কিন্তু তাঁর সাথে আলাপ-চারিতা করার সুযোগ হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। মানুষের স্মৃতিটা আসলেই খুব দূর্বল। দূর্বল তার দৃষ্টি, দূর্বল তার বুঝ শক্তি। তাই যদি না হতো তাহলে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করে কেনইবা মার্কীনিদের এনে নিজের গলায় ফাঁস দিয়ে মরলো আর কেনইবা চারদলীয় জোট নিশ্চিত জয় দেখেও অকল্পনীয় ভরাডুবীর সম্মুখীন হলো। এতসব দূর্বলতার ভিতর দিয়ে মানুষ চলে, তার চলার পথে নফসের কন্ট্রোল নেই, চলতে যেয়ে পর্দার খেলাপ করে, আমানতের খেয়ানত করে, কথা দিয়ে কথা রাখে না। প্রতিবেশির হক আদায় করে না আরো কত কি? তারপরও কেন মানুষ অহংকারী হয়?

কয়েকদিন আগে শহীদ শেখ আমানুল্লাহ ভাইয়ের বাড়ীতে গেলাম, তিনি খুলনা আলিয়ায় ৯ম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ১৯৯৩ সাল ২০ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের অতর্কিত হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। বাড়ীতে গিয়ে তাঁর চাচার সাথে কথা হলো। তাঁর চাচা কথার ফাঁকে বললেন-একদিন আমি মাদরাসায় আমানকে দেখতে যাই আমাকে দেখা মাত্র আমান তার প্লেটে রাখা ভাত ঢেকে ফেললো। চাচা বুঝতে পেরে বললেন, 'আমানুল্লাহ তুমি তোমার ভাত ঢাকছো কেন?' তখন বললো 'আপনি যদি নিম্নমানের এ ভাতের কথা আম্মাকে বলে দেন তাহলে তিনি কষ্ট পাবেন।' কি আশ্চর্য! এ বয়সে এ ধরনের চিন্তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনা। আল্লাহপাক সত্যিই তার জন্য বাছাইকৃত লোককে কবুল করেন। আমানের মতো হাজার হাজার আমান তাঁর প্রেরণায় ইসলামের আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

জানুয়ারি ২০১০-এর ৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আনিছুর রহমান ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। তিনি আমাদের অনেক কথা বললেন- কথাগুলো ভালো লাগল। কাযী শামসুর রহমান সাহেব সম্পর্কেও কিছু কথা বললেন। কাযী সাহেবের সাথে যখন আনিছ ভাইয়ের কথা হতো তখন তিনি গান শুনতে চাইতেন, গান রেকর্ডিংও করে দিতে বলতেন। তিনি বললেন- কাযী সাহেব প্রায় আমার কাছে যে গানটি শুনতে চাইতেন সেটি হলো, আব্দুস সালাম ভাইয়ের লেখা নওশেদ মাহফুজের গাওয়া - "আমি চোখ বুঝে দেখি, আমারী লাশের গোছল হয়েছে সারা।" আনিছ ভাই বললেন, 'আমার মনে হয় কাযী সাহেব আখেরাতকে যেন স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন।'

কিছুদিন আগে কোরআন শরীফ পড়ছিলাম সূরা ইউসুফ (৩৬-৪১) কারাগারে ইউসুফ (আঃ) এর সাথে দু'টি ভৃত্যও প্রবেশ করলো। তারা দু'জনে দু'টি স্বপ্ন দেখছিল এবং এর তা'বীর ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে জানতে চাইল। ইউসুফ (আঃ) তা'বীর আগে না বলে বললেন "হে জেলখানার সাথীরা তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ যিনি সবার উপর বিজয়ী। তাঁর হুকুম- তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না।" এরপর দু'জনের স্বপ্নের তা'বীর বলে দিলেন। অর্থাৎ স্বপ্নের তা'বীরকে দাওয়াতী কাজের মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন। ঘটনাটি পড়ার পর আরো একটি ঘটনা আমার মনে আস্তে আস্তে ভেসে আসল। কিন্তু তারিখ মনে নেই তবে ঘটনাটি মনে পড়ছে। ঘটনাটি ২০০০ সালের। আমি কাযী সাহেবের বাড়ীতে মেহেরুল্লাহ ভাইয়ের সাথে গেলাম। কাযী সাহেব থেকে একটু দুরেবসে আছি। কিন্তু দৃষ্টি কাযী সাহেবের দিকে। কয়েকজন লোক তাঁর কাছে বসা আছে। তারা যেন কি একটা কাজে আসছে। কাজী সাহেব

তাদেরকে সে কাজ সম্পন্ন করে দিলেন এবং সাথে সাথে বললেন সকলকে মৃত্যুবরণ করতে হবে একারণে সকলকে আল্লাহর হুকুম মানা দরকার। আর আল্লাহর হুকুম পরিপূর্ণভাবে মানতে গেলে ইসলামী আন্দোলন ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি তাদের ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে জামায়াত ইসলামীর দাওয়াত পেশ করলেন। তাঁরাও কথাগুলো মেনে নিলেন। ইউসুফ (আঃ) দাওয়াতী কৌশলের সাথে আমি কাযী সাহেবের দাওয়াতী কৌশলের মিল পেলাম।

আমার মনে প্রশ্ন জাগলো-কাযী সাহেবের মতো কেন আমরা দাওয়াতী কাজে পেরেশানী থাকি না। এ সকল সুন্দর মানুষের সংস্পর্শ আমরা পেয়েছি তারপরও চরিত্রে দূর্বলতা দেখা যায়? আমাদের দৃষ্টি দূর্বল থাকতে পারে, শরীর দূর্বল থাকতে পারে কিন্তু চরিত্রে দূর্বলতা থাকবে কেন? কেন আমরা এ সকল মানুষের মতো হতে পারি না? আমরা মুসলমান হিসেবে নিজেরা গর্ববোধ করি কিন্তু প্রকৃত মুসলমানিত্ব বজায় রাখতে যা যা করা দরকার তা কেন করি না? সমাজকে রক্ষা করার জন্য আজ কাযী সাহেবের মতো সুন্দর মানুষের দরকার। সে সকল ভাল মানুষেরা ব্যক্তি চরিত্রকে আলোকিত করে ঐ আলো দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষদেরকে আলোর পথ দেখাবে।

লেখক ঃ সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, সাতক্ষীরা শহর।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের সাথে কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

হৃদয়ের মনিকোঠায় টুকরো স্মৃতি

জহিরুল ইসলাম

১৯৬৮ সাল। সবেমাত্র ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। মহাকুমা সভাপতি মোহেবউল্লাহ আনসারীর সঙ্গে কাযী সাহেবের বাড়ীতে গেলাম পরিচিত হতে। প্রথম আলাপেই আশ্চার্য হলাম। এত সাদা সিধে অনাড়াম্বর জীবন। তাঁর সদা মিষ্টি হাসি আর স্বাভাবিক আচরণ দেখে মুগ্ধ হলাম। পরবর্তীতে মহাকুমা সভাপতি হিসেবে তাঁর সঙ্গে কত সভা, কত আলোচনা করেছি, কত সঙ্গ পেয়েছি। কিন্তু তাঁর আচরণে আমি কোন দিন সামান্য পরিমাণ রাগ করতে পারিনি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার মানুষের হৃদয়ে খুব সহজেই স্থান করে নিত। চলন বলনে সাদা মাটা আচরণ সবাইকে করত মুগ্ধ।

মহান এ নেতার সঙ্গে যারা সার্বক্ষণিক থাকতেন তারা এক বাক্যে স্বীকার করবেন- কাযী সাহেবকে আমরা কেউই প্রথমে সালাম দিতে পারিনি। তাঁর বাড়িতে কোন মেহমান গেলে তাঁর খাওয়া-দাওয়া শোয়ার সকল ব্যবস্থা নিজেই ঠিক ঠাক করতেন। তারপর তিনি বিশ্রামে যেতেন। তাঁর বাড়িতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে লোকজন প্রায়ই ভীড় করত। ধৈয্য সহকারে তাদের সকল সমস্যা দীর্ঘক্ষণ ধরে শুনতেন। সমাধান করার চেষ্টার কোন ত্রুটি করতে কখনও দেখা যায়নি। তিনি অনাড়াম্বর জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর একান্ত সঙ্গী ড্রাইভার তাহেরের নিকট থেকে জানলাম, তাঁর সঙ্গে থাকা ১৬ বছরের সময়কালে ১ দিনের জন্যও কাযী সাহেবকে বাজার করতে দেখেনি। যাতায়াতের পথে টুকটাক জিনিসপত্র কিনতেন মাত্র। তাঁর বড় ছেলে কাযী সিদ্দিকুর রহমান সব দিক সামলাতেন।

মরহুম কাযী সাহেব সার্বক্ষণিক ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত ও তাবলীগ ছাড়া কিছুই করতেন না। তাঁর এ আন্দোলনে পরিবারের সদস্যদের অবদানও কম নয়। তারা দুনিয়ার সুখ-শান্তি-আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য না দিয়ে সর্বক্ষণ মরহুম কাযী সাহেবকে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আজকের এ মুহূর্তে আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানিয়ে খাটো করতে চাই না।

একদিন যশোর থেকে জীপ যোগে ফ্যামিলিসহ বাড়ি ফিরছেন। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছে। লাবসার মোড়ে পাকা রাস্তার উপর বেশ কাদা। স্লিপিং রোড। হঠাৎ স্লিপ করে রাস্তার উপরেই ঘুরে ইউটার্ন হয়ে জীপটা যশোর মুখে হয়ে গেল। কোন কিছু বোঝার আগেই মুহূর্তের এ অলৌকিক ঘটনার সবাই বিস্ময়ে হতবাক। কোন অঘটন না ঘটায় আরোহী সকলেই মহান আল্লাহর শোকর করলেন।

আগরদাঁড়ী থেকে জীপ যোগে ফিরছেন। খালের উত্তর ধারের রাস্তার বেশ খানিকটা কাটা। কাঠের সরু তক্তা দেয়া। সবাই গাড়ী থেকে নেমে গেল। কাযী সাহেব বললেন, তাহের চালিয়ে যাও। আল্লাহ সাহায্য করবেন। তাহের ইতস্ততঃ করে চোখ বুঝে গাড়িয়ে চালিয়ে দিল। গাড়ী সরু তক্তার উপর দিয়ে কাঁটা রাস্তা পার হয়ে গেল। ড্রাইভার তাহের ও সহ-সঙ্গীরা বিস্ময়ে হতবাক। কিভাবে গাড়ী পার হল তা আরোহীরা কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। ড্রাইভার তাহেরের জবানীতে শুনুন। গাড়ীতে পেট্রোল নেই। মিটারে শো করছে না। খুঁটিতলার সভাস্থলে যাওয়া সম্ভব না। যে কোন স্থানে গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাবে। কাযী সাহেব বললেন, তাহের আল্লাহর নাম করে তুমি গাড়ী স্টার্ট কর। গাড়ী নিয়ে সভা করে ফিরে আসলাম। কিভাবে কি হল বুঝতে পারলাম না। দীর্ঘ ষোল বছর তাঁর

ড্রাইভার হিসেবে তাহের ছিল। তাঁর আচরণে কোনদিন সামান্য কষ্ট পায়নি।

১৯৭১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। পর্যাপ্ত ফান্ড নেই। একটি আধা ভাঙ্গা চুরা সাইকেল। সামনে হর্ণ পিছনে ক্যারিয়ারে ১২ ভোল্টের ভারী ব্যাটারী বাঁধা। বাম হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে ডান হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে প্রায় প্রতিদিন নিবার্চনী জনসভার মাইকিং করতাম। বেলা ৩টার মধ্যে কাযী সাহেব জনসভার স্থানে পৌঁছাতেন। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জনসভায় বক্তব্য রাখতেন। তারপর তাঁর সঙ্গে ফিরে আসতাম জেলা শহরে। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সারাদিনের কষ্ট ভুলে যেতাম।

মরহুম কাযী সাহেবের সঙ্গে যারা একাত্ম হয়ে আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ মোঃ ইয়াছিন, এড. আবুল কাসেম, মোসলেম আলী, নূরুল ইসলাম, জুম্মান আলী, আনোয়ার আলী, মোঃ হারেজ আলী (কালিগঞ্জ), ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের মোহেবউল্লাহ আনসারী, লুৎফর রহমান, রোকনুজ্জামান খান, গোলাম করীব, গোলাম মহিউদ্দীন, নূরুল বাশার সহ অনেকের নাম আজ বারবার মনে পড়ছে। আজ কাযী সাহেবের মতো তাদের কেউ কেউ মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতেন আমরা এক মহান রাহবারকে পেয়েছিলাম। দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে থাকা বহু স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। কলেবর বৃদ্ধির কারণে তা অব্যক্ত রয়ে গেল।

একখানা ভাঙ্গাচুরা সাইকেল নিয়ে গোটা জেলায় কাযী সাহেব ইসলামী আন্দোলনের বীজ ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু করেছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই বীজ অংকুর উদগম হয়ে আজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তাঁর সেই স্মৃতি, অনাড়ম্বর জীবন যাপন পদ্ধতিতে স্মৃতির মানসপটে ভেসে উঠলে মহাগ্রন্থ আল কোরানের এ আয়াতটির কথা মনে পড়ে। "দুনিয়ার জীবনের সুখ সুবিধাকে যারা বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে পারে। একমাত্র তারাই দ্বীনের পথে সংগ্রাম করার যোগ্য।" এ ক্ষেত্রে মরহুম কাযী সাহেব একজন সফল দায়ী, ইসলামী আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ ও গণমানুষের মহান নেতা ছিলেন। সাতক্ষীরার মানুষ তাঁর উপর আস্থা রেখে তিন তিন বার জাতীয় সংসদে পাঠিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ তাকে বেহেশত নসীব করুন। আমীন।

লেখক ঃ ইসলামী ছাত্র সংঘের সাবেক সাতক্ষীরা মহাকুমা সভাপতি, সাংবাদিক ও জেলা জামায়াতের অফিস সুপার।

সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাতক্ষীরার মেয়র শেখ আশরাফুল হক সহ এলাকাবাসীকে নিয়ে মোনাজাত করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

কাছ থেকে দেখা সেই মানুষটি

সুভাষ চৌধুরী

১৯৭৯-এর কথা। পাটকেলঘাটায় এক ইসলামী সমাবেশে উপস্থিত থাকার সুবাদে দর্শন পেয়েছিলাম মানুষটির। চমৎকার ভাষায় ইসলামের নানা বিষয়ের ব্যখ্যা দিলেন তিনি। খুব ভালো লাগলো। তখনই বুঝলাম ভদ্রলোক কেবল ইসলাম প্রচারকই নন একজন সুপন্ডিতও। পাশ থেকেই একজন বললেন নাম কাযী শামসুর রহমান সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি শ্মশ্রুমন্ডিত সুদর্শন পুরুষ।

এর কিছুদিন পর নিবিড় সান্নিধ্য পেলাম তাঁর। বিষয় ভিত্তিক রিপোর্ট লেখার সুবাদে। অনেক সময় আমাকে খবর দিতেন তিনি। আবার মাঝে মধ্যে আমিও যেতাম গরজ করে। তখন আমি দৈনিক বাংলায়। ১৯৮৬-এর সংসদ নির্বাচনে তাঁর দলীয় প্রার্থীদের সাক্ষাতকার গ্রহনে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৮৭ সালের কোন একদিনের ঘটনা। এক সন্ধ্যায় তাঁর ভাঙ্গা চোরা বাড়িতে গেলাম। অনেকক্ষন আলাপ আলোচনার পর তিনি বিস্কুট খাইয়ে বিদায় দিলেন। আমি নাখোশ হয়ে ছিলাম চা না দেয়াতে। অন্য একটি তথ্যের জন্য আরেক দিন গেলাম তাঁর বাড়ি। ভাঙ্গাচোরা ঘরটার হাতল-বিহীন ৪/৫ টি চেয়ার। বসলাম একটিতে।

তখনই এলো বৃষ্টি। হঠাৎ ওপর থেকে পানি চুইয়ে পড়লো আমার গায়ে। কাযী সাহেব পড়লেন বিব্রতকর অবস্থায়। আমি চেয়ার পাল্টে বসে বললাম, 'না ঠিক আছে।'

দু'দিনের দুটো ঘটনায় বুঝলাম- খুব সাদা সিধে জীবন যাপন করেন তিনি। বুঝলাম তাঁর পারিবারিক অসচ্ছলতার কথাও। জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অভাবের মধ্যে তাঁর বসবাস। এভাবে দিনে দিনে শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে আমার।

আরো অনেক এমপি দেখেছি আমি। তাঁদের একএক জনের সাথে থাকে অনেক লোকজন, গাড়ি ঘোড়া। তাঁর বাড়ি থাকে সব সময় লোকারণ্য। কেউ মাছ আনছে, কেউ মিষ্টি মিঠাই। ফুলের তোড়া হাতে কেউবা আসছে অভিনন্দন জানাতে। খানা পিনার সে কী ধুম? তাঁকে দেখলে মনে হয়, তিনি রাজা, আর সবাই তার প্রজা। বাংলাদেশ একটি গনতান্ত্রিক দেশ। অভাব যার নিত্য সঙ্গি। সেই দেশের একজন এমপি'র এমনি অবস্থা! এ ক্ষেত্রে কাযী শামসুর রহমান ছিলেন সম্পুর্ণ ব্যতিক্রম। গরীবের মতো জীবন যাপন করতেন তিনি।

স্বার্থ ত্যাগী না হলে মানুষের জন্য কাজ করা যায় না- এ নীতি, এ আদর্শ তিনি মনে প্রাণে গ্রহন করেছিলেন। আর এর প্রতিফলন মানুষ দেখেছে তাঁর জীবন-যাপনের ধারায়। বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের জন্য তিনি এক উজ্জল আদর্শ। আমি মনে করি বাংলাদেশের সকল সংসদ সদস্য যদি তাঁর মতো দেশ প্রেমিক, সৎ ও স্বার্থত্যাগী হতেন, তাহলে দেশের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থা আমাদের দেখতে হতো না।

লেখক ঃ দৈনিক ভোরের কাগজের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি।

কাযী শামসুর রহমান ঃ একটি নাম একটি প্রেরণা

সরদার আব্দুস সোবহান

আল্লাহর জমিন থেকে মানব রচিত বিধান উৎখাত করে কুরআনের রাজ কায়েম করার আন্দোলন চির বহমান। পৃথিবীর দিকে দিকে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছে আবহমান কাল থেকে। এই ধারবাহিকতায় অজ্ঞতা ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন ভারতীয় উপমহাদেশেও বিগত শতাব্দির ৪০-এর দশকে এ আন্দোলন শুরু হয়। এতে বহু মর্দে মুজাহিদ তাঁদের কর্মদক্ষতা ও কুরবানী দিয়ে এ আন্দোলনকে এগিয়ে এনেছেন অনেক দূর। সে সব বিপ্লবী সিপাহ সালারদের মধ্যে ৬০ থেকে ৯০ এর দশকের এক সাহসী পুরুষ সাতক্ষীরার কাযী শামসুর রহমান। আমি তাঁর কর্মময় জীবনের কিছু দিক তুলে ধরতে চাই।

কাযী শামসুর রহমানের কর্মময় জীবনের ঘটনাবলী লিখতে গেলে প্রথমে লিখতে হয় সাতক্ষীরায় 'জামায়তে ইসলামী' প্রতিষ্ঠার পটভূমি।

'১৯৬১ সাল। ডিসেম্বর মাসের কোন একদিন। তৎকালীন খুলনা জেলা জামায়াতের উদ্যোগে শ্যামনগর থানার ঈশ্বরীপুর হাইস্কুল মাঠে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারী ও সাবেক কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর আলহাজ্জ শামসুর রহমান সাহেব। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা হাশেম রাশেদী। যিনি ছিলেন তৎকালীন খুলনা জেলা আমীর। ওই জনসভায় আমি হারেস ভাইসহ আরো কয়েকজন উপস্থিত হই।

ওই দিনের জনসভায় তাঁদের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা জামায়তের 'মুত্তাফিক ফরম' পূরণের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। এর এক সপ্তাহ পর উক্ত দায়িত্বশীলদ্বয় আমার বাস স্থান রঘুনাথপুর আসেন এবং আমাকে নাজেম করে কয়েক জনের সমন্বয়ে 'হালকায়ে মুত্তাফিকিন (প্রাথমিক সংগঠন) গঠন করে যান এবং আমাকে সাতক্ষীরার কাযী শামসুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন।

এর কিছুদিন পর আমি কাযী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করি। কাযী সাহেব সে সময় রাজশাহীতে বিএড করছিলেন। কিছুদিন পর তিনি রঘুনাথপুর গ্রামে আসেন এবং হারেস ভাইয়ের বাড়িতে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে এলাকায় কাজ করার জন্য তিনি আমাদের উৎসাহিত করেন। তখন থেকে আমরা পূর্ণ উদ্যামে কাজ করতে থাকি।

ইতোমধ্যে কাযী সাহেব পড়াশুনা শেষ করে কালিগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তখন তাঁর সাথে আমাদের যোগযোগ রাখার আরো সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১৯৬৫ সালে হারেস ভাই রুকনিয়াত লাভ করেন। ৬৭' সালের প্রথম দিকে কাযী সাহেব রুকন হন। আর আমি ৬৭-এর শেষ দিকে। আমরা এই তিন জন রুকন হবার পর সাতক্ষীরা মহকুমায় জামায়াতে ইসলামী সংগঠন কায়েম হয়। কাযী সাহেব হন সাতক্ষীরার প্রথম আমীর, কর্ণধার।

সেখান থেকে আমরা তিনজনে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকি। সাতক্ষীরায় সংগঠন মজবুত করার জন্য। প্রথম দিকে আমরা নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হই। কিন্তু কাযী সাহেবের দৃঢ় মনোবল ও সাহসী নেতৃত্বের কারণে সেসব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। তিনি এমন তৎপর থাকতেন যে, কোন থানা প্রোগ্রাম হলে তিনি নিদিষ্ট সময়ের আগেই সেখানে উপস্থিত

হতেন। তারপর তিনি সুধী মহল ও প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের কাজের সুবিধা করে দিতেন।

প্রজ্ঞা, সহনশীলতা, সাহসিকতা, আর দৃঢ় মনোবল ছিলো তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি যেমন ছিলেন নরম মনের মানুষ তেমনি বজ্র কঠিন। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। সাতক্ষীরা ষ্টেডিয়ামে মহিলা ভলিবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। কাযী সাহেব এর কঠোর প্রতিবাদ করেন। তিনি এস.ডি.ও কে হুসিয়ার করে দেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় সে অশালীন খেলা।

তিনি ছিলেন এলাকার গণমানুষের নেতা ও অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি ছিলেন জনগনের সুখ দুঃখের সাথী। তাই জনগণ তাকে ভালোবাসতো মনেপ্রাণে। যার কারণে সাতক্ষীরা সদর থেকে তিন তিন বার এম.পি. নির্বাচিত হন তিনি।

সংগঠনের কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন তিনি। সাতক্ষীরা থেকে কালিগঞ্জ, শ্যামনগর অনেক দুর। এই দীর্ঘপথ বাইসাইকেলে আসতেন তিনি। প্রোগ্রাম করতেন প্রত্যান্ত এলাকায়। এতো কষ্ট করার পরও তাঁর মুখে ফুটে থাকতো হাসির রেখা।

ইসলামী আন্দোলন করার অপরাধে ১৯৭১ সালের শেষ দিকে কাযী সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়। সাতক্ষীরা জেলে থাকাবস্থায় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। ওই দিন পুলিশ প্রহরায় কাযী ভাই মায়ের জানাজায় শরীক হন। জানাযার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারা প্রহরীদের সঙ্গে জেলখানায় গমনে উদ্যোগী হন। তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে একটু দেরী করতে বললেন। এতে পুলিশেরও সম্মতি ছিলো। কিন্তু কাযী ভাই বললেন আমি জেলার সাহেবকে কথা দিয়ে এসেছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরে যাবো। যদি তা না পারি তবে ওয়াদা খেলাপ হবে। এই বলে তিনি পুলিশ সেপাহীদের ডেকে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কারাগারে হাজির হন।

তাঁর ধীশক্তি, সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা, সততা, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষমতা- সব কিছু সত্যিই প্রশংসনীয়, স্মরণীয় যুগে যুগে।

আমি ১৯৬২ সাল থেকে তাঁর কর্মময় জীবনের সাথে পুরোপুরি জড়িত থেকে তাঁকে যতটুকু দেখেছি তার অতি সামান্যই উল্লেখ করলাম। সব কিছু লিখতে গেলে বিরাট এক গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে।

লেখক ঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কালিগঞ্জ থানা শাখার প্রথম নাজেম। কাযী সাহেবের খুব কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। থানার দক্ষিণ রঘুনাথপুর গ্রামে বাস তাঁর।

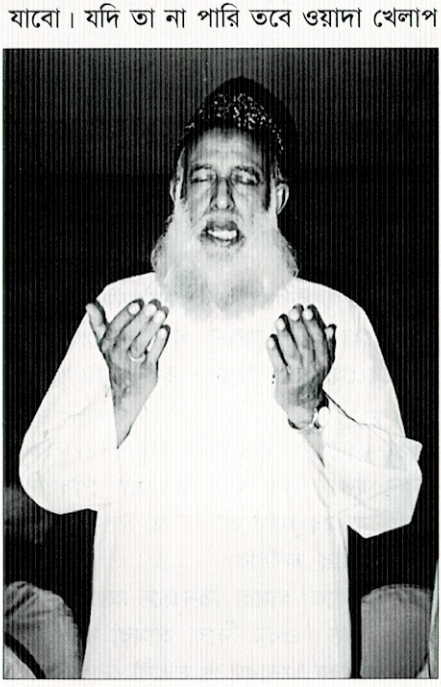

ঢাকাস্থ হোটেল সুন্দরবনে সাতক্ষীরার উন্নয়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা শেষে মোনাজাত করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

প্রিয় কাযী ভাইকে মনে পড়ে

মোঃ আতিয়ার রহমান

সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের কথা ভাবতেই একটা মুখ মানস পটে ভেসে ওঠে, সেটা আমার প্রিয় কাযী শামসুর রহমান ভাইয়ের মুখ। পার্থিব জগতের প্রাচুর্যের পাহাড়কে পায়ে ঠেলে কেবলি অল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে রাজি-খুশী করার লক্ষ্যে তিনি জেলার প্রতি প্রান্তরে জন মানুষের দোর গোড়ায় হাজির হয়েছেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে। এ কথা আজ সাতক্ষীরার কেউ অস্বীকার করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। সাতক্ষীরা আজ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে মজবুত ঘাঁটি। এই ঘাঁটি নির্মানের পেছনে রয়েছে কাযী ভাইয়ের দীর্ঘ চল্লিশ বছরের নিরলস পরিশ্রম।

শুধু সাতক্ষীরা নয়, সারা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। এক মুহূর্তও থামেননি। আধুনিক জাহেলি শক্তি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা তাঁর চলার পথে বাধ সাধতে পারেনি কখনো। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। পূঁতি গন্ধময় জাহান্নামের কীটকেও বুকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই' বলে ডেকেছেন। জীবন সংহারকারী শত্রকেও তিনি নিজ পাঁজরের সংগে জাপটে ধরেছেন। আমার মত জাহান্নামগামী কমনিষ্টপন্থী আতিয়ারকে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরেছেন। ফিরিয়ে এনেছেন অন্ধকার থেকে আলোর পথে।

আমি ছিলাম কমনিষ্টদের অগ্রনায়ক, দলনেতা। আর জামায়াত ছিলো আমার কাছে প্রথম সারির শত্রু। তাই জামায়াত নেতা কাজী শামসুর রহমান ছিলেন টার্গেটকৃত প্রধান শত্রু। একদিন আমার কর্মী বাহিনীকে নির্দেশ দিলাম। সাথে সাথে তারা তাঁর জনসভা তছনছ করলো, প্রচারের মাইক ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিলো।

অন্ধকার জীবনে আরেকটি পেশা ও নেশা ছিল আমার - অপসংস্কৃতিক চর্চা। ইউনিয়নের 'প্রভাতি সংঘ' এর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলাম আমি। সেই সুবাদে যাত্রাগান, নাটক- এসব আমার নির্দেশেই পরিচালিত হতো। একজন অভিনেতাও ছিলাম আমি। নিজের লেখা নাটকও গ্রামে মঞ্চস্থ হয়েছে অনেক বার। এমনি অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলাম আমি। হঠাৎ আমাকে একদিন কাযী ভাই বুকের সাথে আলিঙ্গন করলেন। আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। আনন্দের আতিশায্যে দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো আমার। মন ভরে গেল তৃপ্তিতে। সে ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসের কথা। কাযী ভাইয়ের আহবানে সাড়া দিয়ে বাতিলকে বাদ দিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিলাম আমি। রুকন হলাম ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে। ১৯৮১ সাল থেকে তাঁর অসুস্থতার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সাথী হয়ে কাজ করেছি। সংগঠন মজবুত করণে তাঁর অজস্র কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি অনেক সময়।

একদিনের ছোট্র একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ভারত সীমান্তের গা ঘেঁষে ভাদিয়ালী গ্রাম। ওই গ্রামের হাই স্কুল সংলগ্ন মসজিদে ছিলো এক ইফতার মাহফিল। কাযী ভাই ও আমার সফর। বিরামহীন বর্ষা হচ্ছে কয়েক দিন ধরে। কাদাময় পিচ্ছল পথ্ চলাচল বড়ই কষ্ট কর। কলারোয়া থেকে ভাদিয়ালী দীর্ঘ দশ মাইলের মত পথ। সে সময় পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আমি প্রোগ্রামের চিন্তা মনথেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে আরামে ঘুমাচ্ছিলাম। কিন্তু কে জানতো কাযী ভাই সেই প্রচন্ড ঝড়-বাদলের মধ্যে এক হাটু কাদা

ঠেলে আমার বাড়ির আঙ্গিনায় হাজির হবেন ? ডাকবেন আমাকে দরদভরা কণ্ঠে ? বাস্তবে ঘটলোও তাই। তাঁর ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো আমার।

"ভাই এখনো ঘুমাচ্ছেন ? প্রোগ্রামে যেতে হবে তো! শিগগির উঠুন, আমরা ঘুমালে এ দেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গাবে কারা। লক্ষ কোটি মানুষ অচেতন হয়ে ঘুমাচ্ছে, সেই সাথে আমরা ঘুমালে চলবে কি করে। আমরা তো ঘুম ভাঙানো পাখি। উঠুন, শিগগির উঠুন।"

জেগে উঠলাম আমি। দেখলাম একটি ছোট্ট ছাতা মাথায় কাজী ভাই আমার উঠানে দাঁড়িয়ে। বিস্মিত হলাম আমি। কিছুক্ষন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর দ্রুত প্রস্তুতি সেরে ডবল কাপড় পলিথিনে পুরে একই ছাতায় মাথা গুজে চললাম দু'ভাই। ভাদিয়ালী গ্রামের সেই ইফতার মাহফিলে। তখনো চলছে ঝড়ের তান্ডবতা। ভীষন পিচ্ছিল পথ। ঝড়- বর্ষায় দু'ভাই ভিজে চুপ চুপ। শীতে দাঁতে দাঁত আটকে যাচ্ছিল।

তখন আমার ভাবনার সোপানে জমা হচ্ছিল অনেক কথা। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর দরদ ও ভালোবাসার কথা, তাঁর শ্রম ও সাধনার কথা, তাঁর অনুপম চরিত্রের কথা, অবাস্তবকে বাস্তবে রুপ দেওয়ার কথা, বাতিল সমাজে সত্যের প্রদীপ জ্বেলে আলোয় আলোময় করতে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কথা। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী যদি কাযী ভাইয়ের চরিত্রের আলোকে নিজের জীবনকে গড়তে পারেন, তবে নিশ্চিত করে বলা যায়, যে এ আন্দোলন একদিন সফলতার মঞ্জিল স্পর্শ করবেই ইনশাল্লাহ।

লেখক ঃ গ্রাম- মাদরা, ডাক-সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া।

সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ও মানবতাবাদী দার্শনিক ঃ কাযী শামসুর রহমান

লায়ন এ. কে. এ. আব্দুর রাজ্জাক

আমি কাযী শামসুর রহমান সাহেবকে প্রথম দেখি ১৯৭২ সালে। আমার আব্বাজান এম. এম. শওকত আলী পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সাথে। সৌম্যদর্শন একজন মানুষের প্রতিকৃতি। মৃদু হাসির আবির মাখানো মুখ। সেই হাসিমুখে দোয়া করলেন আমার জন্য। তারপর খুব অল্প সময় ছিলাম তাঁর পাশে। তবু কেন য়েন আমার মনে হযেছিল - আমি একজন বুজুর্গ মানুষের কাছ থেকে দোয়া পেলাম।

তাঁর সুদীর্ঘ কর্মমুখর জীবনে খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁকে পেয়েছি আমি। সপ্তম জাতীয় সংসদের সদস্য থাকাকালে তিনি আমাকে নিয়ে 'হেদায়েত ইন্টারন্যাশাল' এর কার্যক্রম শুরু করেন। আমি ছিলাম উক্ত সংগঠনের সাধারন সম্পাদক। সেই সুবাদে তাঁর সাথে আমার কিছুদিন একেবারে একান্তে কাজ করার সুযোগ হয়। কিন্তু এন.জি.ও-তে চাকুরি পাওয়ার ফলে কর্মব্যস্ততার কারনে তাঁর সাথে আর বেশী দিন কাজ করার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ঘটেছিল অনেক গুনের সমাবেশ। তাঁর খুব কাছে থেকে সে সব প্রত্যক্ষ করেছি আমি। তিনি ছিলেন ন্যয় নিষ্ঠাবান, নিরহংকারী ও পক্ষপাতহীন একজন নেতা। খুবই ধর্ম পরায়ন ও শিক্ষানুরাগী মানুষ। সহজ সরল ও সাদা সিদে জীবন যাপন করতেন তিনি।

তাঁর স্মৃতিচারন করতে গেলে একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে, বার বার। অবিভক্ত বাংলা-আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদও শিক্ষাসংস্কারক, জন নন্দিত সমাজ সেবক, প্রখ্যাত সাহিত্যকর্মী এবং সর্বজন শ্রদ্বেয় সুফী সাধক হযরত খানবাহাদুর আহছান উল্লা (রহ.) একদিন এক গ্রামে তাঁর এক ভক্তের বাড়িতে যান। কাযী শামসুর রহমান সাহেব খবর পেয়ে সেই বাড়িতে আসেন। পীর কেবলাকে এক নজর দেখার জন্য। তিনি তখন ছাত্র। ভক্তরা পীর সাহেবকে খুব আদর -যত্ন করতে লাগলো। তারা এক পর্যায়ে তাকে এক গ্লাস দুধ পান করতে দেয়। পীর সাহেব গ্লাসে একটি চুমুক দিয়েই গ্লাসটি হাতে নিয়ে শামসুর রহমানকে ডাকলেন। তিনি পীর সাহেবের কাছে গেলেন এবং সালাম জানালেন তাঁকে।

পীর সাহেব বললেন , বাবা দুধটুকু তুমি পান করো। কাযী সাহেব দুধটুকু পান করে পীর সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। ঘটনাটি আমি কাযী সাহেবের মুখেই শুনেছি এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এমনি করে কাযী সাহেব পীর-ওলী -বুজুর্গদের সান্নিধ্যে যেতেন, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।

মরহুম কাযী শামসুর রহমান দেশ ও জতির খেদমতে যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন তা জাতি কখনো ভুলবে না। তাঁকে শ্রদ্বার সাথে স্মরণ করবে চিরকাল। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

লেখক ঃ সহকারী পরিচালক (মানব সম্পদ) ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ঢাকা

যে মানুষটির কথা বলতে হয়

আব্দুল বারী আল বাকী

পৃথিবীতে মানুষের জন্ম-মৃত্যু বেগবান নদীর জোয়ার-ভাটার মতো। এ স্রোত ধারায় পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত অগনিত মানুষ আসে আর যায়। এই যাওয়া-আসার আবর্তে এমন কিছু কিছু মানুষ আসেন, যাঁরা তাঁদের কর্মের মধ্যে বেঁচে থকেন। এমনি এক কর্মযোগী মানুষ কাযী শামসুর রহমান। তাঁকে নিয়েই আমার এ নিবন্ধ।

এই খ্যাতিমান পুরুষ জন্মে ছিলেন সাতক্ষীরা জেলার ঐতিহ্যমন্ডিত সুলতানপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাযী পরিবারে। তার পিতার নাম মরহুম আব্দুল মতিন। মাতা মরহুমা মোসাম্মৎ সৈয়েদুন্নেছা। তিনি বাল্যকাল থেকে মেধা বিকাশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে শিক্ষা জীবন শেষ করেন।

কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও শিক্ষা সম্প্রসারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি ইসলামী রাজনীতিকেই ইহকালীন ও পরকালীন পাথেয় হিসেবে গ্রহন করেছেন। ১৯৬১ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমের হাতে প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরনের মধ্য দিয়ে জামায়েতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তারপর দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেন। দক্ষিন-পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য। এতে সফল হয়েছেন তিনি। এ অঞ্চলে গড়ে তুলেছেন ইসলামী আদর্শে অনুপ্রানিত একদল মর্দে মুজাহিদ। প্রতিষ্ঠা করেছেন জামায়াতে ইলামীর দুর্জয় সংগঠন। পর্যায় ক্রমে ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে পর পর তিন বার হয়েছেন জাতীয় সংসদের সদস্য। সংসদে দায়িত্ব পালন কালে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন পদে থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

দেশ ও জাতির জন্য তিনি করেছেন অনেক কল্যানকর কাজ। তার মধ্যে জাতীয় সংসদের মসজিদে আজান ও নামাজের ব্যবস্থাকরণ, সাতক্ষীরার আড়াইশ' বেড হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, স্বল্প খরচে সমুদ্র পথে সহজ শর্তে হজ্জ করার ব্যবস্থা পুণ প্রতিষ্ঠা, সেনা-বাহিনী ও দেশ রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ ও বিডিআর বাহিনীতে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করন উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও তিনি সাতক্ষীরা অঞ্চলের স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, মন্দির ও সেবা আশ্রমসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণে ব্যাপক আর্থিক অনুদান বরাদ্ধ দিয়েছেন।

পরিশেষে, সাতক্ষীরা উন্নয়নে তাঁর অবদান গৌরব উজ্জল ইতিহাস হয়ে থাকবে। মহান আল্লহর কাছে প্রার্থনা করি পরকালে তিনি যেন তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখেন।

লন্ডনে দাওয়াতুল ইসলাম আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

এক নজরে আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানের সংগ্রামী জীবন

কাযী সিদ্দীকুর রহমান

বাংলাদেশে ইসলামী হুকমত কায়েমের আন্দোলনে যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে কাযী শামসুর রহমানের নাম একটি উজ্জ্বল রেখায় চিহ্নিত। তিনি তাঁর কর্মও প্রচেষ্টা দিয়ে বাংলাদেশের মুসলিম জীবন ও মানুষে এক শ্রেয় চেতনা নির্মানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ক্ষণজন্মা এই ইসলামী সমাজে সংস্কারকের কথা যুগ যুগ ধরে সাতক্ষীরা বাসী শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করবে।

বর্তমান সাতক্ষীরা পৌরসভাধীন সুলতানপুর একটি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম। কথিত আছে, শাহ সুলতান বাগদাদীর নামানুসারে সুলতানপুর গ্রামের নামকরণ করা হয়। দাস বংসের রাজত্বকালে বেশ কয়েকজন ধর্ম প্রচারক এদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে শাহ আনোয়ার ও শাহ সুলতানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাহ সুলতান নিজে যে এলাকায় বসতি গড়ে তোলেন সে এলাকার নাম সুলতানপুর। তিনি এই স্থানে নামাজের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি বর্তমানে সুলতানপুর শাহী মসজিদ নামে পরিচিত। এই শাহী মসজিদের পাশেই কাযী শামসুর রহমানের বাড়ি। এই শাহী মসজিদে তাঁর মাতা একটি পুত্র সন্তান লাভের জন্য সর্বদা ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তিনি জন্ম গ্রহন করেন। তাঁও সাত বোনের পরে।

বাল্য থেকে শিক্ষা জীবনের শেষ স্তর পর্যন্ত মেধা বিকাশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। সর্বস্তরে পেয়েছেন স্কলারশীপ। ছোট বেলা থেকে তিনি গ্রামের সবাইকে নিয়ে তিনি বিভিন্ন সমাজিক কাজ করতেন। যেমন - স্কুল, মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ, দুস্থ মানুষের সাহায্য করা ইত্যাদি। রমজান মাসে গ্রামের সেহেরী পাটিতে গজলও গাইতেন তিনি। গ্রামের ভেতরের সমস্যাবলী মসজিদও ক্লাব ভিত্তিক শালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করতেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পি.এন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৫৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৬১ সালে স্নাতক হন। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি এড এবং ১৯৬৫ সালে ঢাকা ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্স থেকে এম এড ডিগ্রী লাভ করেন। রাজশাহীতে অধ্যায়নকালে তিনি সুন্দর ও গোছালো জীবন যাপনের জন্য শ্রেষ্ট পুরস্কারে ভূষিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনার সময় তিনি উপমহাদেশের বিখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি সাতক্ষীরার লাবসা জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাতানি ভদড়া হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক, কালিগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সাতক্ষীরা পল্লিমঙ্গল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাতক্ষীরা নাইট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও শিক্ষা সম্প্রসারনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী রাজনীতিকেই সমাজ-সেবা ও ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে গ্রহন করেন। ১৯৬১ সালে মহান নেতা

অধ্যাপক গোলাম আযমের হাতে প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরনের মধ্য দিয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তারপর ইসলামী আন্দোলনের সিড়ি বেয়ে দূর্বার গতিতে এগিয়ে চলেন। পর্যায়ক্রমে জামাযাতের রোকন , কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৭০ সালে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সাতক্ষীরা হতে এম.এল.এ. নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে নারী- পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ন, দলমত নির্বিশেষে সকলের জানমালের মর্যদা ও নারীদের সম্ভ্রম রক্ষায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলেও সাতক্ষীরায় পাকিস্তানী সৈন্যরা আসে এপ্রিলে। পাকিস্তানী সৈন্যরা সাতক্ষীরায় এসেই আওয়ামী লীগ ছাড়া সকল রাজনৈতিক সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদেরকে তাদের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেয়। সে সময় তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী সাতক্ষীরা শাখার আমীর। তিনিও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে দেখা করলে সকলের সমন্বয়ে পিচ কমিটি গঠন করা হয়। কাযী সাহেবকে এই কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ কালীন সময়ে দেশের কিছু কিছু এলাকায় শান্তি কমিটির বিভিন্ন নৃশংশ কার্যকলাপ দেশ- বিদেশে ধিকৃত হয়েছে। কিন্তু কাযী সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত শান্তি কমিটির কার্যক্রম ছিলো সম্পুর্ণ ভিন্ন। ওই সময় সাতক্ষীরায় প্রায় ৭০% লোকছিল আওয়ামী লীগ পন্থী। কাযী সাহেব সাতক্ষীরার সেনা প্রধানের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষের জান মালের নিরাপত্তা বিধানের কার্যক্রম গ্রহন করেন। সে কারনে সাতক্ষীরা শহর ও এর আশপাশের গ্রামে উল্লেখযোগ্য কোন প্রানহানি ঘটেনি। অবশ্য এ সময় সাতক্ষীরার কুমার পাড়ার চার জন হিন্দুকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ড তাঁর অজান্তেই সংঘটিত হয়েছিল। হত্যাকান্ডের পর কুমার পাড়া লুট করা হয়। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে লুটের ৯৯ ভরি সোনাসহ অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সোনালী ব্যাংকে সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেন। সাতক্ষীরা শহরের লাবসা গ্রামের এক যুবতী মেয়েকে পাকিস্তানি এক সাধারণ সৈনিক ধরে নিয়ে যায়। তিনি সেটা জানতে পেরে মেয়েটিকে উদ্ধার করে তার মা-বাবার নিকট হস্তান্তর করেন। সেই সাথে সেনা প্রধানকে জানিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যটির শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি বহু মুক্তিযোদ্বা ও সাধারণ মানুষের জীবন রক্ষা করেছেন। রক্ষা করেছেন মানুষের ঘর-বাড়ী, সহায় সম্পদ ইত্যাদি।

তাঁর এমনি কর্মতৎপরতার কারনে কয়েকজন সাধারণ সৈনিক তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়। তারা তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু আল্লাহর দয়ায় আলৌকিকভাবে তাঁর জীবন রক্ষা পায়। একদিন সাতক্ষীরা ওয়াপদা ক্যাম্পের কমান্ডার তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়। তাঁকে বাকাল বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত নিয়ে গাড়িতে তোলে। তখন তাঁর মনে দেখা দেয় এক অজানা আশংকা। দোয়া ইউনুস পড়তে থাকেন তিনি। আল্লাহর অশেষ রহমতে ওই সময় গাড়ির ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেয় এবং গাড়ির স্টার্ট বন্দ হয়ে যায়। ড্রাইভার সৈনিক ইঞ্জিনের ত্রুটি খুঁজতে শুরু করে। এতে বেশ খানিকটা সময় চলে যায়। ইতিমধ্যে হানাদার বাহিনীর পদস্থ অফিসার উপস্থিত হন সেখানে। তিনি কাযী সাহেবকে একজন সৎ ও ন্যয়পরায়ন মানুষ হিসাবে জানতেন। ঘটনা শুনে তিনি তাঁকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় জীবন রক্ষা পায় তাঁর। ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পরে ইসলামীকে

ডেমোক্রাটিক লীগ গঠিত হলে তিনি খুলনা বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তিনি ১৯৭৮-৮১ সাল পর্যন্ত খুলনা মহানগরীর বাহিরের মহকুমাগুলোর দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ স্বনামে আত্মপ্রকাশ করলে তিনি সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। তারপর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মজলিসে শুরা সদস্য হন। ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬স ালে সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে তিনি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

সংসদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশ ও জাতির জন্য অনেক কল্যানকর কাজ করেছেন। সেই সাথে সাতক্ষীরার প্রত্যান্ত অঞ্চলে গড়ে তুলেছেন জামায়েতে ইসলামীর মজবুত সংগঠন।

কাযী শামসুর রহমান ইসলামী আন্দোলনের পথে আজীবন কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। তিনি কুরআনের রাজ কায়েম দেখতে চেয়ে ছিলেন বাংলার জমিনে। কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হলো না। গত ২০০৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে ইনতিকাল করেন তিনি।

লেখক ঃ মরহুম কাযী শামসুর রহমান সাহেবের জোষ্ঠ পুত্র।

জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কাযী শামসুর রহমান এমপির শয্যাপাশে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু

আমার আব্বাকে যে ভাবে দেখেছি

হাফেয কাযী সাইদুর রহমান

১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারী। সাতক্ষীরা শহরের বিখ্যাত সুলতানপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাযী পরিবারে চাঁদের মতো ফুটফুটে এক শিশুর জন্ম হয়। শিশুর পিতা কাযী আব্দুল মতিন আদর করে তাঁর নাম রাখলেন শামসুর রহমান। এই শিশুই পরিণত বয়সে হলেন আমার পিতা।

যে দিন সুবহে সাদিকে তিনি জন্ম নিলেন, সে দিন সকাল বেলা গ্রামের এক মুরব্বী আমাদের বাড়িতে এলেন। বললেন, আজ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলাম কে যেন আমাকে ডেকে বলছে, আজ রাতে কাযী আব্দুল মতিনের এক পুত্র সন্তান জন্ম নিবে। সে বড় হয়ে সমাজের নেতা হবে। তাকে খুব খেলায় রাখতে হবে। কেউ যেন তাকে কোন ক্ষতি করতে না পারে। একথা শুনে আমার দাদা তখনই মিলাদ দিলেন। মিষ্টি খাওয়ালেন সবাইকে। সকলের কাছে দোয়া চাইলেন নব জাতক পুত্রের জন্য।

শৈশবে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় আমার জান্নাত বাসিনী দাদী সৈয়দুন্নেছার কাছে। সে সময় দাদীর কাছে গ্রামের আরো অনেক ছেলেমেয়ে লেখা-পড়া শিখতে আসতো। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুব মেধাবি, সৎ ও ধর্মভীরু। খেলাধুলায়ও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু খেলার মাঝে যখন মসজিদে আযান হতো, তখন খেলা ফেলে নামাজে যেতেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে স্কুল জীবনের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে আই. এ. এবং বি.এ. পাস করেন। অতঃপর রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে বি এড এবং এম এড ডিগ্রী লাভ করেন। সেই সাথে শেষ হয় তার ছাত্র জীবন।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। এ সময়ে পর্যায়ক্রমে সাতানী ভাদড়া হাইস্কুল, কালীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুল, সাতক্ষীরা নৈশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি স্কুলে অত্যান্ত দক্ষতা ও সুনামের সাথে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ সালে শুরু হয় তাহার রাজনৈতিক জীবন। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের মাধ্যমে। ১৯৬৭ সালে তিনি রুকনিয়াত লাভ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তিনি শান্তি কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি মানুষের বাড়ি ঘর পাহারা দিতেন যাতে কারো কোন ক্ষতি না হয়। একথা আমি আমার আম্মা ও আত্মীয় - স্বজনদের কাছ থেকে শুনেছি।

আমার আব্বা ইসলামী আন্দোলনের পথে আজীবন নিরলসভাবে বিচরন করে গেছেন। আর তাঁকে এ পথে অবিচল রাখতে যাঁর অবদান সব চাইতে বেশী তিনি আমার আম্মা। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই মেহমান আসতেন। আম্মা তাঁদের খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। আব্বা এসে শুধু বলতেন, ৫ কি ১০ জন মেহমান আছেন। আম্মা সাথে সাথে তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কখনো কোনদিন অধৈর্য হননি। যখন বাড়িতে মেহমান আসতেন, আমাদের বড় ভাই বিছানা ছেড়ে দিতেন। মসজিদে গিয়ে ঘুমাতেন। শীতের রাতে মসজিদের চট গায়ে দিয়েও অনেক বার ঘুমিয়েছেন তিনি।

ইসলামী আন্দোলনকে সাতক্ষীরার বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আব্বা আজীবন ছুটেছেন জেলার সর্বত্র একখানা বাই সাইকেল নিয়ে । সাতক্ষীরার সাত থানার যোগ্য দায়িত্বশীল তৈরি করার জন্য শ্যামনগরে-গাজী নজরুল ইসলাম , কালিগঞ্জে-জি.এম. আব্দুল গফ্ফার,

দেবহাটার-আলম ভাই, সাতক্ষীরা সদরের-মাওলানা রফিকুল ইসলাম, কলারোয়ার-ঈমান আলী, তালার-মাওলানা মমতাজ এবং আশাশুনির-ডা. নূরুল আমিন সাহেবকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ সময় অধ্যাক্ষ ইজ্জত উল্লাহ স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুনা করতেন। আব্বা তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন ঃ 'আপনি যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে আমার কোন কথা নেই, আর যদি ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে সাতক্ষীরায় চলে আসুন।' ইজ্জতউল্লাহ স্যার তখনই ছাত্রজীবন শেষ করে সাতক্ষীরায় চলে আসেন এবং মোসলেমা আদর্শ একাডেমীর অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহন করেন। সেই সাথে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারীর দায়িত্বও। তখন থেকে সাতক্ষীরায় সংগঠনের কাজে ব্যাপক গতির সঞ্চার হয়।

একদিন জামায়াতের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা সাতক্ষীরা সফরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন সাতক্ষীরার সংগঠনের খুব প্রসংসা করলেন। তখন আর একজন বলে উঠলেন, সাতক্ষীরায় ইসলামী আন্দোলনের দরজা কাযী শামসুর রহমান সাহেব।

অবশেষে, সবার কাছে দোয়া চাই- মহা প্রভু আখিরাতে আব্বাকে যেন কল্যান দান করেন। আমরা সকল ভাই-বোন যেন আমাদের আব্বার আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলতে পারি।

লেখক ঃ মরহুম কাযী শামসুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র।

জাপান সফরকালে প্রবাসী নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

ঈমানের দীপ্ত মশাল ঃ মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান

কাযী শাহেদুর রহমান

শাম্‌সুর রহমান নামের অর্থ ঃ দয়াময় আল্লাহর সূর্য; সূর্য যেমন আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে আঁধার পৃথিবী, মরহুম কাযী শামসুর রহমানও ঠিক তেমনই ঈমান, ইসলাম আর ইহ্‌সান এর আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন সারা পৃথিবী। আব্বা সব সময় বলতেন, "ঈমান অর্থ-বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে যা 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়।" জিজ্ঞেস করলাম, "আব্বা! কিসের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী?" মহামনীষী বললেন, "আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা আর সর্ব বিষয়ের উপর তাঁর একক ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।" আব্বা আরও বলতেন, "আল্লাহ এই সমগ্র সৃষ্টি জগতের একক ক্ষমতাধর শক্তি, তিনি অভাবমুক্ত আর সবাই অভাবী, তিনি কারো মুখাপেক্ষি নন বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষি। তাই একমাত্র তাঁরই নিকট আমাদেরকে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তিনি অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন; শর্ত হলো আমাদেরকে মু'মিন হতে হবে অর্থাৎ আমাদের জীবন থেকে আল্লাহর অপছন্দনীয় বা নিষিদ্ধ সব চিন্তা, কথা ও কাজ পরিহার করতে হবে এবং ভীতি, বিনয়, আর আশা নিয়ে 'সলাত বা নামাজের মাধ্যমে তাঁর কাছে চাইতে হবে। সালাত শব্দের অর্থই হলো নত হওয়া যার রূপ হলো ক্বিয়াম, রুকু এবং সর্বশেষ সিজদার মধ্য দিয়ে এক আল্লাহর নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পন করা। এই ধরনের একজন দৃঢ় বিশ্বাসী (সাচ্চা ঈমানদার) 'মানুষ' যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে কোন কিছু চাইবে.... দয়াময় আল্লাহ তাঁর অস্তিত্ব এবং ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য নিশ্চিত ভাবেই বান্দার সে ফরিয়াদ কবুল করবেন..... এটা আল্লাহরই ওয়াদা।'

আমাদের মহামানব পিতা ছিলেন এমনই দৃঢ় ঈমানদার, তেজস্বী এক খাঁটি মানুষ।

২০০২ সালের জুলাই মাস। Brain Stroke-এ আক্রান্ত আব্বার শয্যাপাশে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ICU তে গভীর রাতে আমি আব্বার একটা ফাইল পড়ছি...পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে "হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমার ফরিয়াদ। আব্বার সে লেখাটা এখানে উদ্বৃত করলাম ঃ

"হে সমগ্র বিশ্ব জাহানের একক ও অদ্বিতীয় ক্ষমতাধর মা'বুদ! আমি শুধু তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই নিকট সাহায্য চাই! আমার কাতর আরজ... তুমি আমাকে তোমার ঘরখানি (বায়তুল্লাহ শরীফ..খানায়ে কাবা) জিয়ারত করার পরম সৌভাগ্য দান কর, তোমার হাবীবের রওজা মুবারকে হাজির হয়ে সেই ভালোবাসার নবীকে সালাম জানাতে চাই মাবুদ! তোমার নবী, রাসূলদের পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ভূমি নিজ চোখ দিয়ে প্রাণভরে দেখার সৌভাগ্য আমাকে দান কর! বর্তমান পৃথিবীর নেতৃত্ব আর কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন উন্নত দেশগুলি খোদাদ্রোহী হওয়া সত্বেও কিভাবে এত উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হলো তা আমাকে দেখার, শোনার ও জানার সুযোগ তুমি দাও হে রহমানুর রাহীম!"

এই লেখা পড়ার পর উত্তেজনায়, আবেগে আর অপার্থিব এক অনুভূতিতে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা আন্দোলিত হয়ে উঠলো, আমার মন, প্রাণ আর শরীর শিহরিত হয়ে উঠলো' আমি তাকালাম আমার পরম ভালোবাসার সেই মহান পিতার দিকে! ঘুমিয়ে আছেন তিনি।।

শুধু ভাবলাম..... ১৯৯২ থেকে ২০০২ সাল।

আল্লাহর দরবারে আব্বার এই প্রার্থনার পর ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮; এই ছয় বছরের মধ্যে দয়াময় আল্লাহ তাঁর এই প্রিয় বান্দার প্রত্যেকটা চাওয়াই পূরণ করেছেন।

১৯৯৩ সালেই রাবিতার মেহমান হিসেবে 'বায়তুল্লাহ' জিয়ারত-এর মধ্য দিয়ে শুরু তারপর একে একে মোট তিনবার খানায়ে কাবা ও রওজা মুবারক জিয়ারত তন্মধ্যে একবার রাজকীয় মেহমান হিসেবে। পাশাপাশি সৌদি আরব ভ্রমন, কুয়েত সফর, জাপান, নেদারল্যান্ডস্, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফর।

অথচ আব্বার আর্থিক অবস্থার কথা সবাই জানেন। আব্বার কথা যদি লিখতে থাকি আমি জানিনা কি বিশাল এক লেখনী হবে তা। দয়াময় আল্লাহ তাওফীক দিলে লিখবো ইনশাআল্লাহ্।

আব্বার সমগ্র জীবনটাই ছিলো আল্লাহর কুদরতের এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। তিনি প্রকৃত মুসলমান, মু'মীন, মুত্তাকী ঈমানদার ছিলেন, তিনি ছিলেন খাঁটি ঈমানদার। তিনি ছিলেন সম-সাময়িক বিশ্বে নবী ও রাসূলদের সার্থক উত্তরাধিকারী।

তাঁর জীবন গবেষণা করে এবং তাঁর পদাক্ষ অনুসরন করে নিজের জীবনেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখে, আমার আর এক বিন্দুও সন্দেহ নেই যে, এই বিশ্ব জগৎ একটা "One Power Game" আর সেই 'Game' -এর একক ক্ষমতাধর শক্তি হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান, Allah is the Greatest of all.

আমি সুস্পষ্ট অনুধাবন করতে পারছি... মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য। একবিংশ শতাব্দীতে ইসলাম আবারও বিজয়ী হতে চলেছে ইনশাল্লাহ।

পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্তে মজলুম মানবতা জেগে উঠছে, মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি তাঁদের মূল সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে! মহানবী (সা.) যেমন সকল বাঁধার বিন্ধাচল মাড়িয়ে, একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লহর উপর পুরোপুরি আত্মসমর্পণকারী একদল সাচ্চা মর্দে মু'মিনদেরকে নিয়ে মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে শত শত বছরের আইয়্যামে জাহিলিয়াতকে (Age of ignorance) পরাভূত করে সত্য-ন্যায়-সুবিচার আর শান্তির এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের জন্যই শান্তি ও মুক্তির এক শ্বাশ্বত-সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন চলমান এই শতাব্দীতেই খিলাফত মিনহাজিন নব্যুয়ত-এর ভিত্তিতে সেই সুখ-শান্তি আর মুক্তির সোনালী দিগন্ত আবারও উন্মোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

বিশ্বব্যাপী এই ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের এক মর্দে মু'মিন, অনুপ্রেরণার বাতিঘর, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী, অকুতোভয় বীর সেনাপতি- কাযী শামসুর রহমান .... আপনাকে স্বশ্রুদ্ধ সালাম! দয়াময় আল্লাহ আপনাকে নবী, সিদ্দীক ও শোহাদাগণের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউস-এর মেহমান করে নিন আর আমরাও যেন জান্নাতে আপনার সাথী হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করতে পারি এমন জীবন গঠন করতে পারি... দয়াময় আল্লাহর নিকট এই মুনাজাত। আমীন।

লেখক ঃ মরহুম কাযী শামসুর রহমানের ৪র্থ পুত্র।

জন নন্দিত নেতা কাযী শামসুর রহমান

মোঃ আব্দুল মজিদ

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কৃতি ধবজা ধরে আমরাও হব বরণীয়।"

মহাপুরুষদের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তোলার জন্য আমরা তঁদের জীবনী আলোচনা করি। তাঁদের জীবনী সবদেশের সবকালের সবশ্রেনীর মানূষকে প্রেরনা দান করে। এমনি একজন মহাপুরুষ কাযী শামসুর রহমান। যিনি ছিলেন আপামর মানুষের নয়ন মনি।

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা একটি অন্যতম জেলা। এই জেলা শহরের উপকণ্ঠে সুলতানপুর একটি ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা শান্ত গ্রাম। এই গ্রামেই ছিল শামসুর রহমানের বাড়ি, আবাস স্থল।

সাতক্ষীরা জেলাকে ইসলামী আন্দোলনের একটি শক্ত ঘাটি হিসাবে বাংলাদেশের মানচিত্রে পরিচিত করিয়েছেন তিনি। তিনি ছিলেন দক্ষিন বাংলার অবকাঠামো উন্নয়নের রুপকার। তাঁর নিরলস পরিশ্রম ও কর্মতৎপরতার কথা সাতক্ষীরাবাসী কৃতঙ্গতার সাথে স্মরন করবে।

আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান একাধারে একজন সফল সংগঠক, সমাজ সেবক ও বিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের লোকই তাঁর কাছে আসতো ন্যায় বিচারের জন্য। তাঁর কাছ থেকে ন্যায় বিচার পেয়ে হাসিমুখে ফিরতো তারা।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক, মানুষ গড়ার কারিগর। রাজনীতিতে প্রবেশের পূর্বে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সুনামের সাথে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। তাঁর বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠ সমাজে এনেছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এক শান্ত ও শান্তিময় এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছিল সাতক্ষীরা। তিনি সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে পর পর তিনবার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি কখনো। আর তাই তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে বার বার।

একজন সফল সংগঠক হিসেবে সাতক্ষীরা শহরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতির পাঁচ তলা ভবন, মোসলেমা আদর্শ একাডেমী, স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

সারাটি জীবন অতি সহজ সরলভাবে জীবন যাপন করেছেন তিনি। বিলাসিতা কোনদিন স্পর্শ করেনি তাঁকে।

পরিচিতি ঃ লেখক পেশায় একজন শিক্ষক।

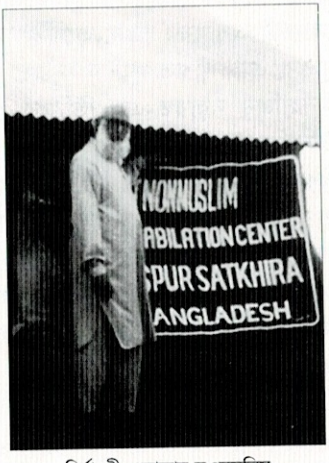

নির্বাচনী এলাকায় নওমুসলিম পুর্নবাসন কেন্দ্র উদ্বোধন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিবেদিত সাচ্চা সৈনিক

জি.এম. আব্দুল গাফ্ফার

আল্লাহর যমীনে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় যিনি জীবনকে বিলীন করে দিতে পারেন, তিনিই আল্লাহর সাচ্চা সৈনিক। দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেতনায় উদ্দীপ্ত এমনি এক সংগ্রামী সৈনিক সাতক্ষীরার কীর্তিমান পুরুষ কাযী শামসুর রহমান। ১৯৭৯ সালে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। অতঃপর তিনি সাতক্ষীরা জেলা আমীর থাকাকালে ইসলামী আন্দোলনের এক নগন্য খাদেম হিসেবে তারই অধীনে কালিগঞ্জ উপজেলা আমীরের গুরুদায়িত্ব পালন করতে থাকি। এ সময় তাঁকে দেখেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন সংগ্রামী সৈনিক হিসেবে। তিনি সব সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করতেন এবং সেই মহান স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য আমাদেরকেও অনুপ্রেরণা দিতেন।

আল্লাহ পাক সুরা মুহাম্মদের ৭নং আয়াতে বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন"। ইসলামী আন্দোলনের পথে নিবেদিত প্রাণ কাযী শামসুর রহমানকেও আল্লাহ বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। সুদৃঢ় করেছেন তাঁর অবস্থানকেও। নিম্নে আমি এ সম্পর্কে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই ঃ

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব রাত্রি। বিরোধীরা তার নামে অশ্রাব্য ভাষায় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লিফলেট ছাপালো। তারপর রাতের অন্ধকারে সে সমস্ত লিফলেট ছড়িয়ে দিলো রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ওই রাত্রেই মুষল ধারায় বৃষ্টি হলো। বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেলো সব লিফলেট।

১৯৬৮ সালের কথা। তিনি তখন কালিগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্থানীয় কিছু লোক স্কুলের মাঠে যাত্রাগানের আয়োজন করলো। তিনি অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েও তা বন্ধ করতে ব্যর্থ হলেন। এসে গেলো যাত্রাগানের পূর্ব রাত্রি। সব আয়োজন সম্পন্ন। হঠাৎ শুরু হলো ভয়ংকর ঝড়-বৃষ্টি। তছনছ হয়ে গেলো সব কিছু। মারা গেল গানের পরিচালক। তাঁর প্রিয় ছাত্র বাজার গ্রামের শাহাজাহান এবং ঠেকরার হোসাইন আলী প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে এ ঘটনা বর্ণণা করেছেন।

কালিগঞ্জের কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের কীর্তি সন্তান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার সাহেব বলেছেন; কাযী শামসুর রহমান সাহেব একবার আসলেন সাতক্ষীরার প্রথম রোকন হারেজ আলী সরদারের বাড়িতে। তিনি বললেন, হারেজ ভাই, বাড়িতে খাওয়ার কিছু আছে ? তখন অসময়। অল্প কিছু ভাত ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। হারেজ সাহেব সময় চাইলেন একটা ডিম ভেজে দেওয়ার জন্য। তখন কাযী সাহেব বললেন, ভাই, সময় খুবই কম। আমাকে এক্ষুনি জয়নগর যেতে হবে। একটু লবন আর কাচা মরিচ দিন। হারেজ সাহেব তাই করলেন। আর তা দিয়ে খেয়েই কাযী সাহেব দাওয়াতী কাজে বেরুয়ে পড়লেন।

কালিগঞ্জের ইসলামপুরের শেখ মাওলা বকস ও নিয়ামুদ্দীন মাষ্টার সাহেব বলেছেন, কাযী শামসুর রহমান সাহেব মশারী বিহীন অবস্থায় অনেক রাত কাটিয়েছেন কালিগঞ্জের বিভিন্ন ইউনিয়ন সফরের সময়। রাতে মশার কামড়ে ঘুম না হলেও তিনি কষ্ট অনুভব করেননি। বিরত থাকেননি দাওয়াতী কাজ থেকে।

আল্লাহ পাক তাঁর এ সৈনিকের জীবন থেকে অনুপ্রেরনা লাভ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের জীবন উৎসর্গ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

লেখক ঃ প্রাক্তন উপজেলা আমীর, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

কাযী শামসুর রহমান ঃ কাছ থেকে দেখা মানুষটি

আলহাজ্ব হেলাল আলী খান

কাযী শামসুর রহমানের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৫২ সালে। সম্ভবত তিনি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। একই অফিসে চাকুরির সুবাদে তাঁর বাবা কাযী আব্দুল মতিন ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুলতানপুরে স্থায়ী বসতি নির্মানের আগে বলতে গেলে তাঁর বাবাই ছিলেন আমার স্থানীয় অভিভাবক।

পরবর্তীতে বৈবাহিক সুত্রে সুলতানপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলে শামসুর রহমানের সাথে আমার হৃদ্যতা আরো বেড়ে যায়। বয়সে আমি তাঁর চেয়ে বড় হলেও তিনি কখনো বন্ধুর মতো আবার কখনো বড় ভাইয়ের মতো আচরণ করতেন আমার সাথে।

স্কুল জীবন থেকেই ধর্মের প্রতি ছিলো তাঁর গভীর অনুরাগ। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণকালে তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। সেই সাথে নিয়োজিত থাকতেন বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কর্মকান্ডে। রমজান মাসে পাড়ায় সেহরি দল গঠন করে তা পরিচালনা করতেন। তখন থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভাব।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় আমার চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর। ১৯৮৭ সালে আমি সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করি। ১৯৮৮ সালে কাযী শামসুর রহমান সাতক্ষীরাতে ১০১ জন সদস্য নিয়ে ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। মাথাপিছু দশ হাজার টাকা শেয়ার সংগ্রহের মাধ্যমে ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা মূলধন নিয়ে সমিতি যাত্রা শুরু করে। তিনি হন এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৯২ সালে তারই ইচ্ছায় আমাকে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয় এবং অদ্যাবধি আমি এই পদেই বহাল আছি।

তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বলিষ্ট নেতৃত্বে সংগঠনটি ধীরে ধীরে পুষ্টি ও পূর্ণতা পায়। বর্তমানে সমিতির সাধারণ সদস্য সংখ্যা ১২৪ জন। এর মধ্যে ১৭ জনকে নিয়ে কার্যকরী পরিষদ গঠিত। সাতক্ষীরা বড় বাজার সড়কে শহরের একেবারে প্রাণ কেন্দ্রে বানিজ্যিক এলাকায় সমিতির নামে একটি চারতলা ভবন আছে। ভবনের নাম 'ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতি ভবন'। যার বর্তমান আর্থিক মুল্য কোটি টাকার ওপরে। ভবনটির নীচ তলায় মার্কেট, দোতলা ও তিন তলা মিলে বেশ কয়েকটি ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাস ও আস্থা ছিল তাঁর। এ প্রসংগে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ১৯৮৮-৮৯ সালে সমিতির ভবন নির্মানের সময় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সাতক্ষীরা শাখা থেকে দুই কিস্তিতে ১৪ লক্ষ (১০+৪) টাকা নেওয়া হয়। ১৯৯২-৯৩ সালের মধ্যে লাভ সহ ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ২৭০ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু বিনিয়োগের ওপর ক্ষতিপুরন বাবদ ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ২৭০ টাকা সহ মোট ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৪৫ টাকা পরিশোধের কোনো উপায় থাকেনা। ব্যাংক কতৃপক্ষ ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারন পূর্বক অর্থ জমা দেয়ার চূড়ান্ত নোটিশ দেয়। ফলে আমাদেরকে ৩০.১২.১৯৯৩ তারিখের মধ্যে ঋন পুরিশোধের প্রস্তুতি নিতে হয়। দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য গন আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেও কোন উপায় করতে পারে না। এদিকে ডিসেম্বর মাসের শেষ

কর্মদিবস এসে যায়। ঠিক ওই দিনেই শামসুর রহমানকে দলীয় সাংগঠনিক কাজে নড়াইল সফরে যেতে হয়। যাবার সময় আমাকে দৃঢ় চিত্তে বললেন আপনারা চেষ্টা চালিয়ে যান ইনশাল্লাহ টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। আমি রাত ৯ টার দিকে ফিরে ব্যাংকে টাকা জমা দেব ইনশাল্লাহ।

সমিতির কেউ কেউ গুরুত্ব পূর্ন সদস্য হওয়া সত্বেও টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর মনোবল ও আস্থার ওপর কটুক্তি সহ বিরুপ মন্তব্য করেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের অপার মেহেরবানীতে ৩০.১২.১৯৯৩ তারিখেই সমুদয় টাকা যোগাড় হয়। নড়াইল থেকে তিনি ফিরলে তাঁকে নিয়ে আমরা ব্যাংকে টাকা জমা দেই।

লেখক ঃ সাধারন সম্পাদক, ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতি, সাতক্ষীরা।

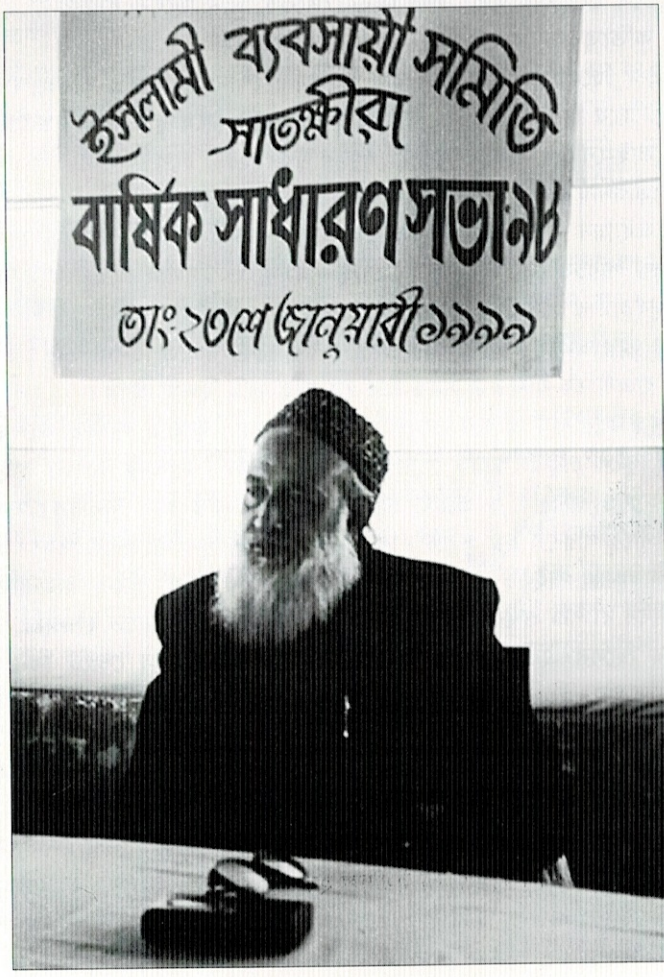

ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কাযী শামসুর রহমান

আলহাজ্জ মোঃ তাজিবর রহমান

কাযী ভাইয়ের সাথে আমার ছিলো এক গভীর সম্পর্ক। সে সম্পর্কের বহু স্মৃতি কথা আমার হৃদয় পটে আজও অম্লান। সে সব কথা বলতে গেলে অনেক দুঃখ - বেদনাও এসে হাজির হবে আমার স্মৃতিপটে।

তাঁর ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম আমি। ছাত্র জীবনে তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। পড়াশুনায়ও তিনি ছিলেন অত্যান্ত মনোযোগী। তাঁর অমায়িক ও হাসি খুশি ভরা ব্যবহারে মুগ্ধ হতো সকলেই। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিও মধুর আচরন আজও আমার মানস পটে ভেসে ওঠে বার বার। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন ধর্মানুরাগী ও ইসলাম ভক্ত। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ছাত্র জীবন শেষ করেন তিনি।

আমার জন্ম ভূমি ছিলো ভারতের বসিরহাট মহকুমার শোনপুর গ্রামে। ভারত স্বাধীন হয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। আমি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে চলে এলাম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। পড়াশুনার জন্য। তখন কেবল আমি শৈশব পেরিয়েছি।

স্কুল জীবনে অধ্যায়ন শেষ করে সাতক্ষীরা কলেজে ভর্তি হলাম। পরিচয় হলো কাযী ভাইয়ের সাথে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। উভয়ই সমমনা ও ইসলাম প্রিয় ছিলাম বলে অল্প দিনের মধ্যে খুব গভীর হয়ে উঠলো আমাদের বন্ধুত্ব।

কলেজ জীবনে তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য বন্ধু-বান্ধবের কমতি ছিলনা তাঁর। তখন তার মধ্যে সুপ্ত হয় রাজনীতির বীজ। এ সময় তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলাম আমি।

ছাত্র জীবন শেষ করে কর্ম জীবনে প্রবেশ করলাম আমরা। আল্লাহ পাকের অশেষ মেহের বানীতে একই স্কুলে চাকুরী করার সৌভাগ্য হয় আমাদের। সাতানী ভাদড়া হাই স্কুলে। দু'জন মিলে অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে অনেক উন্নতি করি স্কুলটির। সাতক্ষীরার অন্যতম বিদ্যাপীঠে পরিনত হয় স্কুলটি। কিন্তু এখানে বেশীদিন থাকেননি তিনি। চলে যান ঐতিহ্যবাহী কালিগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলে। এবার শুরু হয় তাঁর সক্রিয় রাজনীতি। তাঁর রাজনৈতিক জীবন ব্যাপক ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সাতক্ষীরা জেলার আমীর ছিলেন এবং সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে বিপুল ভোটে তিন তিনবার এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে এম.পি.-এর দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর মনে কোন অহংকার ছিল না। ধনী-গরীব, ছোট-বড় সকলকে তিনি আপন মনে করতেন। তাই সকলেই ভালোবাসতো তাঁকে।

লেখক ঃ প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, লাবসা ইমাদুল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

স্মৃতিতে অম্লান যে নাম

মুফতী আখতারুজ্জামান

তিনি আমার মাদরাসার শিক্ষক ছিলেন না, কিন্তু জীবনের শিক্ষক ছিলেন। তাই আমি তাঁকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতাম। তাঁর সাথে দীর্ঘ দিনের আলাপচারিতা ছিলো আমার। 'ইসলামী জীবন দর্শন' ছিলো তার আলোচনার বিষয়। এ বিষয়ে তিনি কথা বলতে পারতেন। তিনি ইসলামী জীবন দর্শনকে বলতেন 'ইসলামী জীবন বিধান'।

তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে কথা বলতেন। তিনি যখন যেখানে অবস্থান করতেন আমি উপস্থিত হলে তিনি কাছে ডেকে নিতেন। তিনি কখনো কখনো নিজে আমার বাসায় আসতেন, কখনো বা কাউকে দিয়ে খবর পাঠাতেন তাঁর সাথে দেখা করার জন্য। তাঁর বাসায় আলোচনার অনুষ্ঠান হতো। আমি তাতে শরীক হতাম।

তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয় আকস্মিক ভাবে। তিনি আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন। আমি তখন চট্টগ্রাম রাঙ্গুনীয়া আলম শাহ পাড়া আলীয়া মাদরাসায় প্রধান মুফাচ্ছির হিসেবে কর্মরত। তিনি আমাকে দেখা করার জন্য পত্র লিখলেন। আমি গেলাম। সৌম্যকান্তি এক বায়োবৃদ্ধ। হাসি মাখা মুখ। খুশিতে অভিভূত হলাম আমি। তিনি আমাকে চট্টগ্রাম থেকে সাতক্ষীরা আসার পরামর্শ দিলেন।

আসলে মহৎ মানুষেরা এমনি হয়ে থাকেন। তাঁরা সবাইকে ভালোবাসেন প্রাণ দিয়ে অকৃত্রিম ভাবে। তাঁদের কাছে ধনি-গরিবের কোন প্রভেদ থাকেনা। মহান মানুষ কাযী শামসুর রহমানের মধ্যেও ছিলনা। তাঁর কাছে জ্ঞানী গুনী ছোট বড় মুসলিম হিন্দু কোন ভেদাভেদ ছিলনা।

কাযী সাহেবের অনেক স্বপ্ন ছিলো। তিনি স্বপ্ন দেখতেন মাওলানা মওদুদীর (রহ.) ইসলামী শিক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী সাতক্ষীরায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে। এ জন্য আমাকে এবং অন্যান্য কয়েকজনকে নিয়ে এল্লারচর ঘড়িয়াটি এলাকায় জমি দেখতে গেছেন কয়েকবার। আমি বলতাম, টাকা পাওয়া যাবে কোথায় ? তিনি বলতেন 'টাকার অভাব হবেনা ইনশাল্লাহ। কুয়েত, কাতার, মরক্কো, ব্রুনাই এর দ্বীনি ভাইরা টাকার ব্যবস্থা করবে।' মহিলাদের পুরুষ ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাই তিনি আশা করতেন সাতক্ষীরায় একটি হাসপাতাল হবে যেখানে মহিলা ডাক্তার দ্বারা মহিলাদের পর্দাসহকারে সকল চিকিৎসা করা হবে।

আল্লাহর প্রতি ছিলো তার সুদৃঢ় বিশ্বাস, আস্থা ও কৃজ্ঞতা। হার্ট সার্জারীর পর একদিন আমাকে বললেন, মুফতি সাহেব দেখো, আল্লাহর কী কুদরত! আমার হার্ট সার্জারীর জন্য আল্লাহ আমার বাম পায়ে একটা শীরা রেখে দিয়েছেন।

আর একদিনের ঘটনা। কাযী সাহেব তাঁর ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি হাজির হলাম তার কাছে। তিনি বললেন, কাছে এসো, আরো কাছে। আমি গেলাম। তখন তিনি বললেন, গত রাত্রে আমি এশার নামাজান্তে শুয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম আল্লাহর আরশের তলে দু'জন ফেরেশতা। সবুজ পাগড়ী

পরিহিত। আমাকে বলেছেন, কাযী উঠো, আল্লাহকে ডাকো। আল্লাহ তোমার ডাক শুনেছেন। নামাজ পড়ো। ঘুমিয়ে কি আল্লাহকে পাওয়া যায় ?

সবশেষে, বলতে চাই আল্লাহ কাযী সাহেবের সমস্ত ভালো কাজ কবুল করুন। ভূল ত্রুটি ক্ষমা করুন। জান্নাত নসীব করুন।

লেখক ঃ হেড মুফতি, সাতক্ষীরা আলীয়া মাদরাসা।

কলারোয়া চাষী কল্যাণ সমিতির ক্রয় করা বাস উদ্বোধন করছেন করছেন কাযী শামসুর রহমান

মোসলেমা আদর্শ একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে কাযী শামসুর রহমান

আধ্যাত্মিক এক স্বর্গীয় সচেতন মানুষ ঃ কাযী শামসুর রহমান

শেখ কামরুল ইসলাম

মুহতারাম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান এক বিরল ব্যক্তিত্ব যাঁর জীবন শুধু নদী, সাগর, মহাসাগর এর সাথে তুলনা করলে তাঁকে খাঁটো করা হবে। এই স্বল্প পরিসরে কিছু লিখে মন ভরে না। ৫ম জাতীয় সংসদে যখন তিনি মাননীয় সদস্য সে সময় ওনার মেজ পুত্র হাফেজ কাযী সাঈদুর রহমানের অনুরোধে শহর জামায়াতের পরামর্শে এম,পি সাহেবের (পি,এ) ব্যক্তিগত সহকারীর দ্বায়িত্ব পালনের সুবাদে তাঁর সম্পর্কে অনেক দেখা ও অভিজ্ঞতা হয় যেটা স্মৃতির পটে চির অম্লেন হয়ে আছে। সেই ঝাপি থেকে কিছু অবতারনামাত্র।

এম.পি. সাহেবকে সব সময় স্যার বলে ডাকতাম, আমার পূর্বে জামায়াত অফিসে বর্তমান কর্মরত আব্দুল হামিদ ও তাহের ভাই তার পার্শ্বে আসহাফে সুফ্ফার মত সময় দিয়ে ধন্য হয়ে দুনিয়ায় এখনো বেঁচে আছেন। স্যারের ২৪ ঘন্টার কাজগুলো প্রতিদিন ডায়েরীভূক্ত করে রাখতাম। অনেক সময় আমি ভুলে গেলেও আমাকে মনে করিয়ে দিতেন, শেষ রাত ৪টায় উঠে টয়লেট বাথরুম গোসল সেরে তাহাজ্জুদ নামাজ, কুরআন, হাদিস, ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ণ ফজরের আজান পর্যন্ত প্রতিদিন পালন করতেন।

অধিকাংশ সময় এক আয়ুতে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ার চেষ্টা করতেন, বলতাম স্যার এটা কি করে সম্ভব, বলতেন মানুষ অভ্যাসের দাস। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী হওয়ার কারণে মাগুরা, ঝিনাইদহ, যশোর, নড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকায় তিনি নিয়মিত সফর করতেন। সব সফরগুলোতে প্রায় আমি তার সাথে থেকেছি। তার আলোচনায় কি যে আকর্ষণ ছিল। তিনি মাদ্রাসায় পড়া কোন আলোম ছিলেন না। কিন্তু সব স্থানে দেখেছি পোকার মত বসে মানুষ তাঁর কথা শুনতো।

সময়ের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সময়ের কাজ সময় মত করতে না পারলে খুবই অসস্তিবোধ করতেন। সংগঠনের প্রোগ্রামের কথা শুনলে আর কোন চিন্তা নেই। সর্বশেষ অসুস্থ অবস্থায় আগড়দাঁড়ি প্রোগ্রামে যেয়ে রাত হওয়ায় অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। তখন পি,এ ছিলেন নজিবুল্লাহ ভাই।

নজিবুল্লাহ বললেন স্যার ডাক্তার তো আপনাকে রাত ৮টার মধ্যে বিছানায় যাওয়ার কথা বলেছেন। তখন রাত ১১ টা। অসুস্থতা ক্রমে বাড়তে থাকে, বমি আর বমি ঐ রাতে এ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হয়েছিল।

এখন যেমন এম.পি. মন্ত্রীরা নিজের ব্যবসা বানিজ্য সর্ব ঠিক রেখে তারপর পাবলিক ফাংশন বা জনগণের খেদমত করেন।

এসব ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। মানুষের কিভাবে কল্যাণ ইহকাল ও পরকালে সে কথাই শুধু ভাবতেন।

দলমত নির্বিশেষে ব্যক্তি কাযী সাহেবকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন। যার প্রমাণ তার জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম। সকলের মুখে একই কথা জানাযায় এত লোক কখনো দেখিনি। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো মানুষ আসতেই আছে পিএন হাইস্কুল ফুটবল মাঠে।

আশাশুনি থেকে আসার পথে মটরসাইকেল দুর্ঘটনায় দু'জন জামায়াত শিবিরের উদিয়মান নেতার শাহাদাত হয়ে গেল।

জীবনের অনেক অলৌকিক কাহিনী তার মুখে শুনেছি। ১৯৭১ সালে পিচ কমিটির সেক্রেটারী অথচ খান সেনাদের অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করায়, খান সেনারা তাকে মারার জন্য বর্ডারে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিমধ্যে ওয়াপদা রেষ্ট হাউজের পার্শ্বে গাড়ি বন্ধ হওয়ার কারণে মেজর জিনজিয়ার নজর পড়ায় তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আল্লাহ হেফাজত করেন।

একবার ঝিনাইদহ সফরে যাচ্ছি। যশোর পার হয়ে গাড়ি ৭০/৮০ চলছে। ঝিনাইদহের কাছে যেয়ে গাড়ির পিছনের চাকা খুলে দূরে চলে যায়। অথচ ড্রাইভার মনোয়ার বলল স্যার আমাদের তিন জনের তো বেঁচে থাকার কথা নয়। কিভাবে আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

মানুষকে তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহর দিকে পরকালের সফলতার দিকে ডাকতেন। এসময় তালা-কলোরোয়া থেকে নির্বাচিত সৈয়দ কামাল বখ্‌ত সাকী সাহেব সদস্য এলাকার প্রতিষ্ঠান সিটি কলেজে সভাপতি হয়ে আসলেন এবং তার কিছু দলীয় শিক্ষক এর প্ররচনায় অনিয়ম করে বসলেন সেব্যাপারে তিনি সাকি সাহেবকে চিঠি দিয়ে জানালেন।

চিঠির ভাষা এরকম-

মোহতারাম জনাব ভাই সাহেব,

আসসালামু আলাআলাইকুম।

জীবনের দিনগুলো আমরা শেষ করে ফেলছি, কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এসময় খুব সতর্কতার সাথে দিন যাপন করা দরকার। ভূলে গেলে হবে না যে শীঘ্রই আমাদের সম্পর্কে আমাদের প্রভূর দরবারে হিসাব দেওয়ার জন্য হাজির হতে হবে।

আপনি আমার এলাকায় যা যা করছেন তা আমি ভেবেও পাই না। আমার দ্বারা তা কখনও সম্ভব হতো কিনা তা আপনি ভালই জানেন। সুবিচারই দায়িত্বশীলদের কাজ।

কামরুল আমার জামায়াতে ইসলামীর লোক হলেও তার একটা নির্দিষ্ট হক আছে। শুনলাম তার ব্যাপারেও আপনি যা হবার তা হতে দিতে অপারগ হচ্ছেন। সব ব্যাপারেই তাই আবার একটু চিন্তা করার জন্য লিখলাম। আমার কোন ভুল হলে বড় ভাই হিসেবে সব সময় জানাতে আরজ রইল। আপনার ছোট ভাই

-কাযী শামসুর রহমান

২২/০৮/১৯৯৭

যে ক'টা দিন তার সাথে ছিলাম দেখেছি কোন নোংরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করেননি। সাতক্ষীরা তথা দেশবাসীর জন্য এক অনুকরণীয় বক্তিত্ব কাযী শামসুর রহমান। তিনি বেঁচে থাকলে দেশ ও জাতি হয়তো আরও উপকৃত হতো। কিন্তু তা হলো না, আমাদের সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন পরকালের অনন্ত জীবনে। আমরা সকলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি হে পরোয়ার দেগরে আলম তোমার এ প্রিয় বান্দাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানাও। আমিন।

লেখক ঃ কাযী সাহেবের প্রথম পিএস।

কাযী শামসুর রহমান স্মরণে

ডাঃ আবু কওছার (সাংবাদিক)

"বাংলাদেশের দক্ষিণ সিমানার ভূখন্ডটি সাতক্ষীরা
ফুলে ফলে সু-শোভিত দেখতে যেন রূপ ঘেরা।"

আর এই রূপের নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন যে সোনার মানুষটি তার নাম কাযী শামসুর রহমান। নূরানী চেহারার এই মানুষটিকে একবার দেখলে যেন বার বার দেখার ইচ্ছা জাগে। জান্নাতি চেহারার এই মানুষটি যেমন ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী, তেমন ছিল তার এক উদার মন। ব্যক্তি জীবনে কখনও কোন মানুষের সাথে তাঁর টক্কর হয়েছে এ কথা কেউ বলতে পারে না। সদাহাস্য উজ্জ্বল দেহ ও মনের এই মানুষটির জন্য আজও কাঁদে অনেক প্রাণ।

দক্ষিণ খুলনার ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। কিভাবে নিজেকে নবীদের রেখে যাওয়া এই তরী কিনারে ভিড়াবেন? কিভাবে সমাজের পথ ভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহ ও রাসূল মুখী করা যাবে এই ছিল তাঁর একমাত্র জিকির ও ফিকির। যে কারণে আল্লাহ বিমুখ ও পথ হারা লোকদের সাথে হয়েছে মতবিরোধ। কোরআন-হাদীস, ইসলামী দিকদর্শন ও বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিতে তারা হয়েছে কিংকর্তব্যবিমুঢ়। যে কারণে কোন নেতা তাঁর সামনে কোন প্রকার তর্কে লিপ্ত না হয়ে প্রশাসনিক ভাবে ঘায়েলে অপচেষ্টা চালায়।

বাতিলের সাথে কোন আতাত করে চলেনি। সে কারণে তিনি একাধিক বার কারা বরণও করেছেন। দিগ্বীজয়ী এই অকুতোভয়, বীর সোনালী, নিজেকে জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে মুক্তির জন্য বেছে নেন, ইসলামী আন্দোলন তথা জামায়াতে ইসলামী নামের একটা সংগঠনকে। সাতক্ষীরা জেলার প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন এ দ্বীনের দাওয়াতকে। একটি বাই-সাইকেলে চড়ে প্রতি উপজেলায় ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দেওয়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাতক্ষীরা জেলাকে ইসলামী আন্দোলনের দূর্গে পরিণত করেন। সুদক্ষ কারিগর হিসেবে তার ছিল যথেষ্ট সুনাম। তিনি পরপর তিনবার জাতীয়, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পান। কাযী শামসুর রহমানের প্রিয় সাথী হিসেবে ছিলো একটা ছোট্ট রেডিও। তৎকালিন মুঠো ফোন আবিষ্কার না হওয়ায় মনে হতো ওটাই ওয়্যারলেস, কেননা তিনি ইসলামী আন্দোলনের নেতা হয়ে কিভাবে রাখবেন একটা রেডিও? যে রেডিওর মধ্যে আছে বিভিন্ন গান বাজনা যা ইসলামে হারাম? কিন্তু না, তিনি আমাদের মনের ভাষা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে মজা করে বলতেন, আপনারা হয়তো ভাবছেন এটা ওয়্যারলেস? না ভাইসব এটা ওয়্যারলেস নয়, ওটা মিনি রেডিও। একে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে অবশেষে কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। একে বলতে পারেন একজন পূর্ণ মুসলমান। কেন না, এ এখন আর আগের মতো গান হয়না, ভাটিয়ালী সুর বাজে না ওর কণ্ঠে। এ শুধু কোরআন তিলাওয়াত, তরজমা ও সময় মতো সংবাদ পরিবেশন করে। তিনি ছিলেন, একজন বিনয়ী নম্র স্বভাবের মানুষ। জ্ঞান অর্জনে প্রতিটি মিনিটও ছিল তাঁর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে

সবার কাছে তিনি ছিলেন যেন জিন্দা পীরের মতো। আমার ইসলামী আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎসও ছিলেন তিনি। অন্তিম কালেও তিনি ঢাকা সি.আর.পি হাসপাতালে ও তাঁর দারুস সালাম বাসভবনে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ও ফু দিয়ে দোয়া করেছেন অনেক বার। সে স্মৃতি আজও অম্লান।

ওনার রেডিওর ঐ অনুভূতি নিয়ে আমি আমার কম্পিউটার ল্যাপটপটি কিনে মরহুমের বড়ছেলের ঢাকাস্থ দারুস সালাম বাস ভবনে নিয়ে যাই, যেহেতু তাঁর পিতা কাযী শামসুর রহমান ছিলেন আমার ইসলামী আন্দোলনের অনুপ্রেরণার উৎস সেহেতু যোগ্য উত্তরসুরী হিসেবে কাযী সিদ্দিকুর রহমান ও কাযী সালেকের দ্বারাই ল্যাপটপটি উদ্বোধন করাই।

এই ক্ষণজয়ী কর্মবীর সাতক্ষীরায় প্রতিষ্ঠিত করে যান সাতক্ষীরা ইসলামী ব্যাংক, মোসলেমা কিন্ডার গার্টেন, সাতক্ষীরা ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতিসহ অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

আমার হৃদয়পটে ভাস্বর এই সাধককে দাফন করার সময় তার কদম মোবারক ধরে কবরে নামিয়েছি। আর আমার মন যেন আল্লহার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছে হে আল্লাহ মরহুমের এই শেষ সময় তুমি তাঁকে ক্ষমা করে দাও। মাইয়েতকে তোমার রহমতের কোলে উঠায়ে নাও। তুমি তাকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। আর তিনি তোমার সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করেছেন সে কাজে আমাকে, আমার পরিবারবর্গকে তথা সমগ্র মুসললিম জাতিকে কবুল করে নাও।

লেখক ঃ মালিক- মেসার্স নূর ফার্মেসী, হাসপাতাল গেট, শ্যামনগর।

ইসলামী ব্যাংক সাতক্ষীরা শাখার উদ্যোগে দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

চাচাজী ঃ আমার আদর্শ

মু. কামরুজ্জামান

তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যার কাছে আত্মীয় বা দলীয় পরিচয় পরিচয় ছিল গৌণ । তিনি মূল্যায়ন করতেন সততাকে, প্রাধান্য দিতেন নীতি- নৈতিকতা,আদর্শ ও সাম্য এবং ন্যায় বিচারককে। তার দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী আর ভাবনায় ছিল তাৎক্ষণিক লাভের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ ও সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি। এ সকল কারণে স্বার্থে আঘাত লাগলে মাঝেমধ্যে তার উপর ক্ষেপে যেতাম। ভাবতাম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সংগঠন করি। আর উনি দলের লোক না দেখে ন্যায্য বিচার করতে এসেছেন! কিন্তু আমার আব্বা, আলহাজ্ব হাবীবুল্লাহ মাষ্টার ছিলেন তার একনিষ্ঠ ভক্ত। কাযী সাহেব যা বলবেন সেটাই ঠিক। কেননা, কাযী সাহেবকে তিনি কাছ থেকে চিনতেন, জানতেন। পরে যখন বুঝতে শিখেছি তখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি তিনি কোন মাপের মানুষ। তার ত্যাগ, সাধনা আর পরিশ্রমের ফলে সাতক্ষীরাকে সবাই ইসলামী আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে জানে। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি আবেদ।

এতক্ষণ যার কথা বলছি তিনি সবার প্রিয় কাযী শামসুর রহমান। সবার কাছে তার পরিচয়, সাতক্ষীরার একাধিক বারের নির্বাচিত এমপি, জননেতা, জামায়াতের দায়িত্বশীল । আর আমার কাছে অতি প্রিয় 'চাচাজী'। আমার আদর্শ আর অনুপ্রেরণার ব্যক্তি। তার কথা স্মরণ করে এলাকার মানুষের জন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখি।

একটি ঘটনা : সালটা ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ১৯৯৬ এর শেষদিক। এক নিকট প্রতিবেশী আমাদের জমির ওপর দিয়ে তাদের বাড়ীতে বিদ্যুৎ লাইন নেবে। দাদা বেঁচে ছিলেন। তিনি বললেন, আমার জমির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন নিতে হলে আমার কাছে বলতে হবে। প্রতিবেশীর 'গো তারা অফিস, প্রশাসন ম্যানেজ করে লাইন নেবে। ঘটনা অনেক দূর গড়ালো। বিদ্যুৎ অফিসের কর্তাব্যক্তিরা এলেন। পয়সা ও ফোনের জোরে থানার দারোগা-পুলিশ নিয়ে এসে ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে গেল। আরও অনেক ঘটনা। সর্বশেষ মিমাংসার জন্য এলেন তৎকালীন এমপি কাযী সাহেব। গ্রামে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা। আমরা ধরেই নিয়েছি কাযী সাহেবের রায় আমাদের পক্ষে আসবে। কিন্তু তিনি সব জেনে শুনে সিদ্ধান্ত দিলেন বিদ্যুৎ লাইন যাবে। ক্ষোভে ফেটে পড়লাম আমরা। এ কি ধরনের কথা ? সংগঠনের জন্য জীবন বাজি রাখি আমরা। নির্বাচনের সময় দিনরাত পরিশ্রম আমাদের। অথচ কাযী সাহেবের রায় তাদের পক্ষে। এটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। বললাম জীবন থাকতে বিদ্যুৎ লাইন যাবে না। কাযী সাহেব আব্বাকে বললেন, এটা আমার নির্দেশ। আব্বা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিলেন। কাযী সাহেবের বুদ্ধিমত্তায় আমাদের ঐ প্রতিবেশীসহ গ্রামের অধিকাংশ এখন সংগঠনের সমর্থক।

এমপি বিদ্যুৎ লাইন যাওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়ায় আমাদের প্রতিপক্ষ প্রতিবেশী মহা খুশি। এরপর কাযী সাহেব তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ (সিনিয়র)কে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের দাবী পূরণ করেছি। এবার আমার কথা রাখতে হবে। অত:পর তিনি তাকে দাদার কাছে ক্ষমা চাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এতে আমরাও খুশি। তাঁর দক্ষতায় চমৎকারভাবে বিষয়টির সমাধান হল আর দুটি পরিবার রক্ষা পেল ভয়ানক রেষারেষি থেকে।

আর একটা ঘটনা : কাযী সাহেবের ছেলে কাযী সালেক আমার সমবয়সী। সাংগঠনিক ভাই হলেও বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই বেশী। সম্পর্ক তুই-তোকারী। একসাথে আড্ডা দিতাম। একবার কোথায় জানি যাব- মোটর সাইকেল দরকার। কাযী সাহেবের ইয়ামাহা মোটর সাইকেল সাংগঠনিক কাজে ছাড়া ব্যবহার করতেন না। আমাদের সেটা দরকার। কৌশল ঠিক করলাম আমি গিয়ে চাচাজীর সাথে গল্প করতে লাগলাম। আর সালেক মোটর সাইকেলটা ঠেলে বাড়ীর বাইরে নিয়ে আসল। তার সংকেত পাওয়ার পর আমি চাচাজীকে বললাম, 'সালেক আর আমি বেড়াতে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি এস। মোটর সাইকেলের বিষয়টি কৌশলে তাকে জানাইনি। ফেরার পর তিনি নাকি সালেককে খুব বকেছিলেন। আমাদের একদিন বললেন, সংগঠনের সবকিছুই তার কাছে আমানত। এমন আদর্শ মানুষ দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

এমপি থাকাকালীন ঢাকার শেরেবাংলা নগরের তার এমপি হোস্টেল বাসাটি ছিল সাতক্ষীরার আম জনসাধারণের একক ঠিকানা। যখনই গিয়েছি দেখেছি, দলমত নির্বিশেষে লোকে পরিপূর্ণ। আর সাতক্ষীরার সুলতানপুরের গোলপাতা ছাওয়া বৈঠক ঘরটির প্রতিটি ইট, বালুকণা, গোলপাতা কাযী সাহেবের অমলিন স্মৃতির স্বাক্ষী।

কাযী সাহেবকে যতই কাছ থেকে দেখেছি ততই তার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছে। কি বিনয়ী, অমায়িক, লোভ-লালসাহীন দৃঢ় চরিত্রের মানুষ তিনি। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আমাদের পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত চমৎকার। আব্বা, মুহাঃ হাবীবুল্লাহ মাষ্টারকে বলতে শুনেছি, তার মত (কাযী সাহেব) পরহেযগার মানুষ খুবই কম আছে। তিনি এমন মোখলেস ছিলেন যে, এক ওযুতে ৫ ওয়াক্ত নামায পড়তে তার অসুবিধা হত না। বাইরের কেউ কখনও নাকি তার শরীর দেখেনি। বেশিরভাগ সময় তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠে ওজু ও গোসল সেরে নিতেন। এতেই তার দিন চলে যেত। সবাইকে সমান চোখে দেখতেন বলে প্রথমদিকে তাকে সমালোচনা করতাম। পরে জেনেছি, আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ এ মানুষটি শুধু সংগঠনের স্বার্থে নয়, কাজ করতেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। একটা সেকেলে ইয়ামাহ মোটরবাইকে করে চষে বেড়িয়েছেন কলারোয়া থেকে শ্যামনগর সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সংগঠনকে করেছেন মজবুত। গড়ে তুলেছেন ইসলামী আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে। তার আবাদ করা যমিনের সঠিক পরিচর্যা করাই আমাদের এখন মূল কাজ।

হে আল্লাহ, তুমি চাচাজীকে উত্তম পুরস্কার দাও। তাকে বেহেশতের মেহমান করে নাও। হে আল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, তিনি একজন নির্মোহ এবং নির্লোভ মানুষ ছিলেন। তোমার সন্তুষ্টিই ছিল তার লক্ষ্য।

দীর্ঘ অসুস্থ্যতার পর ঢাকাতেই তার মৃত্যু হয়। সময়মত জানতে না পারায় তার জানাযায় শরীক হতে পারিনি বলে মনটা আজো কাঁদে। আল্লাহ, বেহেশতে চাচাজীর সাথে আমার মোলাকাত করিয়ে দিও।

লেখক : সাংবাদিক, কার্য নির্বাহী সদস্য, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিয়ন

একজন প্রিয় নেতার কথা

আজিজুর রহমান

সাতক্ষীরার কাযী শামসুর রহমান স্যার আমার প্রিয় নেতা। এমন আল্লাহ ভীরু, দ্বীনদার, সাহসী, সহজ-সরল, সদালাপী ও মানব দরদী মানুষের জুড়ি মেলা ভার। আমার সৌভাগ্য যে, জীবনে তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছিলাম আমি। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা, অনেক কথা আজও আমার স্মৃতিপটে অম্লান। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছি ঃ

১৯৭৫ সালের ১৪ আগষ্ট। বৃহস্পতিবার। দেশে শিকড় গেড়ে বসেছে আওয়ামী লীগের একদলীয় বাকশালী শাসন। ধর্ম নিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্র যার মূলমন্ত্র। ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ। একমাত্র সরকারী পত্রিকা ছাড়া আর কোন পত্রিকা নেই। ইসলামপন্থী নেতারা সব কারাবন্ধী। ইতোমধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার তরুন নির্বিচারে নিহত হয়েছে রক্ষীবাহিনীর হাতে। কারো জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। আর্মি, পুলিশ, বি.ডি.আর সহ সকল সশস্ত্র সদস্য বাধ্য হয়ে বাকশালের সদস্য হয়েছে। দারিদ্র ক্লিষ্ট অসহায় জনগনের দুঃখের সীমা নেই। হতভম্ব সবাই। আগামী কাল ১৫ আগষ্ট। শুক্রবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অভিষেক। আজীবন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনীত হবেন।

রাত ১২:৩০ মিঃ। ছাত্র সংঘের এক টি.এস. প্রোগ্রাম শেষে মেহমান হিসাবে স্যারের সাথে তাঁর বাড়ির ভেতরের বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছি। তরকারী-আলু আর ডাল। খাওয়ার মধ্যে দু'একটি কথা হচ্ছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান দিয়ে বললাম, দেশের যে অবস্থা ৫০ বছরেও মনে হয় পরিবর্তন হবে না। স্যার বললেন, 'আল্লাহ চাইলে এক রাতেই পরিবর্তন করে দিতে পারেন।' আমি চুপ হয়ে গেলাম।

ফজর বাদ। কালিগঞ্জের উদ্দ্যেশ্যে বাস ষ্ট্যান্ডে এসেছি। বাসেও উঠেছি। লোকভর্তি। বাস স্টার্ট দিয়েছে।ছেড়ে যাবে এক্ষুনি। হঠাৎ বাইরে হৈ চৈ। সকলের সাথে নেমে পড়লাম আমিও। সামনে পানের দোকানে মানুষের ভীড়। কড় কড় করে রেডিওর আওয়াজ হচ্ছে 'আমি মেজর ডালিম বলছি, খুনি মুজিব কে হত্যা করা হয়েছে।' সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর ক্ষমতার ওপর মুমিনের (স্যারের) কী আস্থা ! সেদিন সাতক্ষীরা হতে কালিগঞ্জ সকল মানুষের মধ্যে আনন্দ উল্লাস দেখেছিলাম।

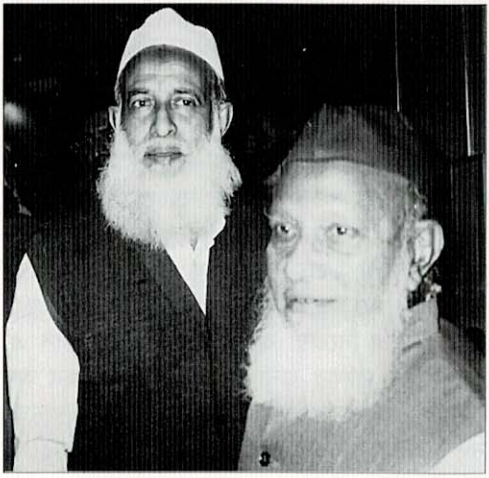

কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শামসুর রহমানের সাথে
কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

লেখক ঃ জেলা আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
যশোর জেলা শাখা

তাঁকে নিয়ে দু'টি কথা

শেখ আশরাফুল হক

কাযী শামসুর রহমান ১৯৭১ সালে পিচ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। কিন্তু কোন মানুষের জান মালের ক্ষতি করেননি বরং পাকিস্তান বাহিনীর কার্যকলাপের প্রতিবাদ করায় তাঁর জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। এজন্য মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে এলাকার লোক এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তিনি কয়েকবার জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েছেন। প্রতিবারই বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর হয়ে এই পদ লাভ করেন তিনি। জামায়াতে সংগঠনটি তারই প্রচেষ্টায় সাতক্ষীরাতে বেশ মজবুত। যার ফলে বেশ কয়েক জন সাতক্ষীরা থেকে নির্বাচিত হন। তারই প্রচেষ্টায় সাতক্ষীরায় ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে।

লেখক ঃ মেয়র, সাতক্ষীরা পৌরসভা

কাযী শামসুর রহমানের কর্তব্য নিষ্ঠা

আলহাজ্জ মোঃ দ্বীন আলী

১৯৭০ সাল। কাযী সাহেব আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনের একজন প্রর্থী। নির্বাচনী প্রচারনার অংশ হিসাবে বৈকারী ইউনিয়নের কাথন্ডা বাজারে এক জনসভা করলেন তিনি। বক্তব্য রাখলেন প্রধান অতিথির। আমি তখন বয়সে তরুন হলেও মাওলানা আব্দুল খালেকের সাথে ওঠাবসা করি। জনসভা শেষে আমরা দু'জন জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থক ফরম পুরণ করলাম। তারপর দু'জন এক সাথে কাযী শামসুর রহমানের হাতে দিলাম ফরম দুটি। তাঁর সাথে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তারপর দিনে দিনে নিবিড় সান্নিধ্যে এলাম তাঁর। খুব নিকট থেকে দেখলাম তাঁকে। তাঁর রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের অনেক স্মৃতি জমা হয়ে আছে আমার হৃদয় পটে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন খুবই কর্তব্য পরায়ন ও ওয়াদা পালনকারী। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে ঃ সন তারিখ স্মরন নেই। শুধু ঘটনাটি মনে পড়ে। শ্যামনগর সদরের এক মসজিদে কাযী সাহেবের এক সাংগঠনিক কর্মসূচি ছিলো। দিনটি ছিলো বর্ষন মুখর। সাতক্ষীরা থেকে শ্যামনগরের দূরত্ব প্রায় ৫০ কি.মি.। সকালে তিনি একটা বাইসাইকেল নিয়ে রওনা হলেন। সেই প্রচন্ড বর্ষার মধ্যে। তারপর অতি কষ্ঠে পৌছে গেলেন মসজিদ প্রাঙ্গনে। দেখলেন দায়িত্বশীলরা কেউ নেই। দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় ঘর থেকে কেউ বের হয়নি। সবাই ভেবে ছিলেন এই অবস্থায় উনি আসতে সক্ষম হবেন না। শেষ পর্যন্ত খবরটা পৌছে গেলো দায়িত্বশীলদের কানে। কাযী সাহেব মসজিদে বসে আছেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন মসজিদে। তাঁকে দেখে হতবাক সবাই। তাঁরা নিজেরা বলা লি করতে লাগলেন এই দুর্যোগ পুর্ণ অবস্থায় সাতক্ষীরা থেকে ওয়াদা ঠিক রাখার জন্য তিনি ছুটে এসেছেন অথচ আমরা কাছে থেকেও পারলাম না। একবার খোঁজখবরও নিলাম না। সকলেই অনুতপ্ত হলেন। তাঁরা তখন কাযী সাহেবের নেতৃত্ব ও আনুগত্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। এ কোন রাজনীতি? আর কেমন তার নেতা? ভাবতে অবাক লাগে।

লেখক ঃ সভাপতি বি.সি.ডি.এস.সাতক্ষীরা

স্মৃতির পাতায় প্রিয় নেতা

গাজী নূর মুহম্মদ

প্রায় দেড় যুগ ধরে কাযী শামসুর রহমানের সাথে আমার চলার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেক কাছ থেকে দেখেছি তাঁকে। একজন মমিনের আল্লাহর প্রতি তায়াক্কুল বা নির্ভরতা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে অনেক কথা শুনেছি। তিনি বলতেন, 'মুমিন ব্যক্তি দ্বীনের কাজে ঘর থেকে বের হলে সে ঘর পাহারা দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। আমরা আল্লাহকে সেই দায়িত্বটা দিয়ে দেখিনা কেন?' তার এই কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছি স্বয়ং আমি। দেখেছি আল্লাহর ওপর আস্থাশীল এক বান্দার বাড়ি- ঘর, জানমাল আল্লাহ কিভাবে রক্ষা করেছেন। ১৯৯৪ সাল। ইসলামী আন্দোলনের বিশ্ব বরণ্যে নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাতক্ষীরায় জনসভা করতে এলেন। হরতাল ডাকলো আওয়ামী লীগ। এতে তৎকালীন সরকারেরও সায় ছিলো। আওয়ামী লীগকে সাহায্য করলো সরকার পক্ষ। সে দিন বিশাল রণক্ষেত্রে পরিনত হলো সাতক্ষীরা। জন সভায় আগত ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর নেমে আসে অবর্ণণীয় অত্যাচার। শ্যামনগর থেকে আমরা কয়েকজন মটর সাইকেল যোগে এসে ছিলাম। মটর সাইকেল গুলোর নিরাপত্তার জন্য সুলতানপুর কাযী সাহেবদের মহল্লায় আমার এক আত্নীয়ের বাড়িতে রেখে জনসভায় যোগ দেই। জনসভা থেকে ফেরার পথে আওয়ামী লীগের রক্ত পিপাসু হায়েনাদের আক্রমনে কাযী সাহেবের বাড়ির বৈঠক খানায় গিয়ে আশ্রয় নেই। কাযী সাহেবের বাড়ির সেই বৈঠক খানাটি ছিলো এল প্যাটার্নের, ইটের দেওয়াল এবং গোলপাতার ছাউনি। বৈঠক খানায় ঢুকে দেখি আমার মতো আরো কয়েকজন সেখানে। তখন বেলা ৩ টা। ২৫/৩০ জন আওয়ামী যুবকের একটা দল কাযী সাহেবের বাড়ি আক্রমন করলো। রক্তপায়ী আওয়ামী লীগের সেই দলটি বাইরের সবকিছু এলো পাতাড়ী ভাঙতে ভাঙতে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। সামনে পেল একটা মটর সাইকেল। তারা সেটি বাহির নিয়ে গেল। ট্যাংকী থেকে পেট্রোল বের করে কাযী সাহেবের বৈঠক খানার চাল ভিজালো আগুন লাগাবে বলে। আমরা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে ওই ক্ষিপ্ত হায়েনাদের পৈশাচিক কান্ড দেখছিলাম। ওরা পেট্রোলে ভেজা ঘরের চালও মটর সাইকেলে আগুন লাগাবার জন্য চেষ্টা করতে লগলো, বারবার। আল্লাহর কসম! আমার দু'চোখ সাক্ষি-শত চেষ্টা করেও তারা মটর সাইকেল ও ঘরের চালে আগুন লাগাতে পারেনি। ঘরে লুকায়িত সবাই এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ফেললো। আল্লাহর কুদরতী হাতের হেফাজত পেলাম আমরা। এ ছাড়াও ওই দিন কাযী সাহেবের বাড়িতে আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল। আল্লাহর উপর নির্ভরকারীকে আল্লাহ কীভাবে সাহায্য করেন তার উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমরা।

লেখক ঃ সিনিয়র শিক্ষক কাঠালবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামনগর।

মামার স্মৃতি কথা

মিসেস আলম আরা

কাযী শামসুর রহমান আমার শ্রদ্ধেয় মামা। আমি স্কুল জীবনে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতাম। মামার বাড়িটা ছিলো পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছালো। বাড়ির সামনে ছিলো একটি ফুলের বাগান। মামা নিজ হাতে ফুলগাছের পরিচর্যা করতেন।

মামা খুব সৎভাবে সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিলো সাধারণ মানুষের সেবা করা। ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতিটি হুকুম মেনে চলতেন। রাষ্ট্রীয় জীবনেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্টার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেছেন।

অত্যন্ত অমায়িক ও উদার মানুষ ছিলেন মামা। তৃতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে মামা গ্রাম বাসীদের নিয়ে স্কুলের মাঠে একটি মিটিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য অনুমতি চাইলেন প্রধান শিক্ষকের কাছে। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। প্রধান শিক্ষকের এমনি আচরনে মামা মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তবু নির্বাচনে জয়ী হবার পর মামা প্রথমেই সেই স্কুল সংস্কারের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

লেখক ঃ এ.জি.এম. অগ্রনী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

কাযী শামসুর রহমানকে যেমন দেখেছি

মোঃ ইউনুস আলি

মহান আল্লাহ পাক যে সমস্ত ক্ষনজন্মা পুরুষদের মানবতার মঙ্গলের জন্য ধরা পৃষ্ঠে প্রেরন করেছেন কাযী শামসুর রহমান তাঁদের একজন। দীর্ঘ ৩৫ বছর যাবৎ তাঁর সাহচর্যে থেকে তাঁকে দেখেছি আমি।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে পদদলিত করে শত বিপদের ঝুকি নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন তিনি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে একজন সৎ ও ধর্মপরায়ন মানুষ হিসেবে দেখেছি। ইসলামকে পুরোপুরি অনুসরন করতে যত প্রকার ঝুকি এসেছে তিনি সেসব হাসিমুখে বরন করেছেন। নিজের পরিবারের সব রকম ক্ষয় ক্ষতিকে উপেক্ষা করে তিনি ইসলামী আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছেন সারা জীবন। তাঁরই অনুপ্রেরনায় ইসলামকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে পালন করা আমার জন্য সহজসাধ্য হয়েছে। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান- এটা তার কাছ থেকে শিখেছি। পীরের খানকায় গিয়ে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশী আল্লাহকে জানার শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, রাজনৈতিক-এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি আমার অনুকরনীয় ব্যক্তিত্ব।

লেখক ঃ সহকারী শিক্ষক (অব.) সাতক্ষীরা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়।

মামাকে স্মরন করে

প্রফেসর মোঃ গোলাম রসুল মিয়া

আমার মামা আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। তাঁকে যারা খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা সম্ভবত আমার সাথে একমত পোষণ করবেন। ইসলামী জীবনই ধর্ম-এ সত্য তিনি অন্তরে বিশ্বাস করেছেন এবং কাজেও তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আমরা অনেকেই ইসলামের মাহাত্যের কথা মুখে বলি, উপলব্ধি করি কিন্তু বাস্তবে প্রতিফলনে গাফেলতির পরিচয় দেই। আমার মামা অন্তরে যাহা বিশ্বাস করেছেন, কর্মক্ষেত্রে কঠোর ভাবে তা অনুসরন করেছেন। মানুষের কল্যানের জন্য কিভাবে কাজ করবেন, ইসলামী জীবন যাপনে কিভাবে মানুষকে উজ্জীবিত করবেন এই চেষ্টা ও চিন্তা সব সময় তাঁকে কর্ম ব্যস্ত রাখতো। ব্যক্তি জীবনের আরাম-আয়েশ, উন্নতি, অর্থ-সম্পদ কোন কিছুই তাঁর পুত-পবিত্র চরিত্রে রেখাপাত করেনি। তিন তিন বার জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়া সত্বেও অত্যন্ত সাধারন অবস্থায় অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। আমাদের সমাজে এ এক অসাধারন দৃষ্টান্ত। একজন সংসদ সদস্য হিসেবে যে মাসোহারা পেয়েছেন তা দিয়ে সংসারের প্রয়োজনটুকু কোনমতে মিটিয়ে গরীব ও অসহায় মানুষের সেবায় ব্যয় করেছেন।

বিভিন্ন সমাজ কল্যানমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি। সাতক্ষীরার অসহায়, বেকার ও অভাবী মানুষের সহায়তা করার জন্য তিনি একটি ট্রষ্ট গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন্। তার নাম দিতে চেয়েছিলেন আল-আমিন ট্রাষ্ট। এর গঠনতন্ত্র সদস্য, ফান্ড ইত্যাদি-নিয়ে আমার সাথে এবং যাঁদের প্রয়োজন মনে হয়েছে, তাঁদের সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুদূর পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনাদর্শই মানব জাতির কল্যান বয়ে আনতে পারে। তিনি সারা জীবন এই সত্য বিশ্বাস করেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা বাস্তবায়ন করার জন্য অপ্রান চেষ্টা করেছেন।

সাধারণ মানুষের বন্ধু

কাজী কামাল ছট্টু

কাযী শামসুর রহমান যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ তার সম্পুর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপকতায় নিবেদিত প্রাণ। আর আমি ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী। সম্পুর্ণ বিপরীতে রাজনৈতিক মেরুতে অবস্থান সত্বেও শামসুর রহমান সাহেব সম্পর্কে কিছু লেখার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। কারন ছাত্র জীবন থেকে আমি তাঁকে বিভিন্নভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তিনি একজন সদালাপী ও সত্যবাদী মানুষ ছিলেন। ছাত্র জীবনের পর শিক্ষকতা জীবনে তাঁর দায়িত্ব পালনেও তিনি সফলকাম। এ অঞ্চলের সকল গ্রামের সাধারন মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব। গ্রামের সাধারন খেটে খওয়া মানুষেরা কাযী শামসুর রহমান সাহেবকে নিজেদের বন্ধু বলে বিবেচনা করতো।

লেখক ঃ রাজনীতিক ও কলামীষ্ট।

স্মৃতির পাতায় তিনি

ড. আ.ছ.ম.তরীকুল ইসলাম

আমি তখন চট্টগ্রামে থাকি। অনেক দিন কাযী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত নেই। দু'একবার পত্রালাপ হয়েছে মাত্র। চিঠিতে তিনি বার বার বলতেন সাতক্ষীরার জন্য কিছু করুন। হঠাৎ পত্রিকার পাতায় চোখ আটকে গেল। চমকে উঠলাম খবরটা পড়ে। কাজী ভাই ষ্টোক করেছেন। মনটা বিষন্নতায় ভরে গেল। এরপর মাত্র একবার তাঁকে দেখতে যাবার সুযোগ হয়েছিল। দেশ ও জাতিকে নিয়ে যিনি ব্যস্ত থাকতেন তাকে বিছানায় পড়ে দেখে মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলাম। এরপর খোঁজ খবর রাখতাম বটে কিন্তু পাশে যাবার সময় পাইনি বলে নিজের কাছে খুবই খারাপ লাগে।

তাঁর কত শত কথা মনে পড়ে আজ। কত পরিশ্রম করতেন তিনি। দুনিয়াতে নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য নয়, আখেরাতে নাজাত পাওয়ার জন্য। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য।

লেখক ঃ সহকারী অধ্যাপক, দাওরাহ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

এক দিনের কথা

শেখ মিজানুর রহমান মিমু

হঠাৎ পকেট থেকে একটি রেডিও বের করলেন। তারপর বললেন ভাইসব বলুন তো এটা কি? সবার মুখে মৃদু হাসি। কানাঘুষা করছে সবাই। কেউ বললো ওয়ারলেস, কেউ বললো রেডিও আবার কেউ কেউ বললো মিনি টেপ রেকর্ডার। সে সময় মোবাইল ছিল না। তাই মোবাইল বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল না। অবশেষে কাযী সাহেব নিজেই বললেন। এটা রেডিও। কিন্তু এটা ইসলাম গ্রহন করেছে। শুধু তাই নয় এটা এখন জামায়াত করে। বিশ্বাস হচ্ছে না ? শুনুন তাহলে-যখন এটা বাইরে ছিল মানে আমার কাছে ছিল না, তখন যা খুশী তাই করতো। যেমন-পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি, আধুনিক গান এমন কি সিনেমার গানও শুনা যেত এর কণ্ঠে। এখন কোরআন তেলওয়াত করে আর মাঝে মাঝে সংবাদ পরিবেশন করে। এমনকি সংবাদের আগে যে মিউজিক দেয়, সেটাও ভুলে গেছে। তার মানে কাযী সাহেব শুধু সকালের কোরআন তেলওয়াত ও ঘন্টায় ঘন্টায় সংবাদ শোনেন। সে জনসমাবেশে আমিও উপস্থিত ছিলাম। এ কথা শোনার পর সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

লেখক ঃ গোপালপুর, নকিপুর, শ্যামনগর , সাতক্ষীরা।

প্রিয় বন্ধু কাযী সাহেবের স্মৃতি কণা

এ. কে. এম. আব্দুর রউফ

সহপাঠী, বাল্যবন্ধু মরহুম আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান সম্পর্কে দু'কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। আমার গভীর অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে।

'যে দেশে গুনীর সম্মান দেয়া হয় না-সে দেশে গুনীর জন্ম হয়না'- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর এ উক্তির যথার্থতা প্রমানের অপেক্ষা রাখেনা। সাধারনত সমাজে স্বজনদের কাছে গুনীজনের যথার্থ মূল্যায়ন হতে দেখা যায় না। কিংবদন্তীর নায়ক, সাতক্ষীরার গৌরব কাযী শামসুর রহমানের সালাতে জানাজার ঐতিহাসিক দৃশ্যই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্মরন কালের এ সুবিশাল জানাজাই প্রমান করে যে, আমরা সাতক্ষীরাবাসী তার জীবদ্দশায় তাঁকে চিনতে পারেনি। তাই তাঁর হক আদায়েও সমর্থ হইনি। তিনি যথাযথ মূল্যায়িত হননি।

শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক, রাজনীতিবিদ কাযী শামসুর রহমান তাঁর ৬৯ বছরের জীবন কালে সাতক্ষীরাবাসীর জন্য অনেক কিছু করেছেন। আরও অনেক কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন। সাতক্ষীরার জনগনকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালো বাসতেন বলেই এ স্বপ্নচারিতা।

কাজী শামসুর রহমানের স্মরণে

শেখ রেদওয়ান আলী

মরহুম আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান সাহেব এই সুলতানপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি আমার বয়সের ছোট হলেও তাঁর কাজগুলো ছোট ছিলনা, ছিলো বড় মাপের। তিনি ইসলাম ধর্মের বহুল প্রচারের জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেছেন যা পার্থিব জীবনে অতি বিরল। তিনি একজন ন্যায়পরায়ন, সৎ, মহৎ ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সব সময় মানুষের উপকার করতেন। সাতক্ষীরা জেলার মানুষ তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতো। যার জন্য তিনি পর পর তিনবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তার মৃত্যুর পর সাতক্ষীরা ও বিভিন্ন জেলার মানুষ তাদের প্রান প্রিয় ব্যক্তিকে শেষ বারের মত দেখার জন্য তাঁর জানাজায় শরীক হয়েছিলেন। জানাজায় এত বেশী লোক হয়েছিল যে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এটা তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচয়।

আমি তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতবাসী করেন।

লেখক ঃ সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।

আল্লাহর পথের সৈনিক

এ. বি. এম. জাহাঙ্গীর কবীর

কাযী শামসুর রহমান। ইসলামী আন্দোলনের একজন অনুসরনীয় ও অনুকরনীয় ব্যক্তিত্ব। যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল একজন মুমিনের জন্য অনুপ্রেরনা। আমি যখন সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র তখন প্রথম কাযী সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করি ও পরিচিত হই। প্রথম দিনেই তিনি আমার মনে দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়ে ছিলেন।

অন্যান্য দলের লোকেরাও তাঁকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে ভালো জানতেন। একদা এক আওয়ামী পন্থী বন্ধু আমাকে বললেন কাযী সাহেব নিজের সততা ও জন সমর্থনের জন্য পাশ করে থাকেন। আমি ১৯৮৬ সালে ঢাকায় আসি। তখন থেকে বিভিন্ন সময়ে উনার অনেক সহচর্য পেয়েছি। উনার সুন্দর আচার আচরন কখনো ভুলবার নয়, কেউ ভুলতে পারবে না ঈমান, ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। গর্ব, অহংকার এসব তাঁর মধ্যে এক বিন্দুও ছিল না। এমন খোলা মনের মানুষ খুব কমই দেখা যায়। যেখানে এমন মানুষ পাওয়া যাবে সেখানেই সাতক্ষীরার মতো ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার দেখা কাজী শামসুর রহমান

আব্দুর রহিম

সম্ভবত দু'হাজার সালের ঘটনা। আমরা কয়েক বন্ধু কাযী সিদ্দিকের খোঁজে গেলাম এম.পি. হোস্টেলের এক রুমে। একটু অন্যরকম মনে হচ্ছিল সে দিনকার পরিবেশ। সিদ্দিক বলল, 'আব্বা আছেন। বসেন। আব্বাকে পরিচয় করিয়ে দেই সবার সাথে।'

এম.পি. কাযী শামসুর রহমান সাহেব এলেন। সিদ্দিক 'আব্বা এঁরা আমার বন্ধু' বলে দু'পক্ষের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাম বল্লাম। তিনি নিজেও তাঁর নাম বললেন। আমরা অবাক হলাম। কেননা এর কোন প্রয়োজন ছিলনা তবু এটুকু সৌজন্য প্রদর্শনে তিনি কার্পন্য করলেন না। এরপর প্রত্যেকের খোঁজ খবর নিলেন। সবার কথা শুনলেন আন্তরিকতার সাথে। নিজের কথাও বললেন। যা সচরাচার দেখা যায় না। তার পর দেশের কথা সমাজের কথা, সাংবাদিকতার পেশা - এসব নিয়ে অনেক ক্ষন আলোচনা হলো তাঁর সাথে। তাঁর আন্তরিকাতায় আমরা খুব খুশী হলাম। তাঁকে এক ধরনের ভালো লাগা বোধ উদয় হলো আমাদের।

পরে ২০০৩ সালের প্রথম দিকে তাকে নিয়ে কিছু লেখলেখির জন্য আবার মুখোমুখি হলাম তাঁর। তখন তাঁকে দেখে কষ্ট পেয়েছিলাম। সেই শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রুমন্ডিত উদ্দীপ্ত মানুষটি কেমন যেন নির্জীব হয়ে গেছেন। চলাচলের শক্তি নেই। বিছানায় শুয়ে থাকেন সারাক্ষন। তবু স্মিত হাসির রেখা ফুটে আছে মুখে। হাসি মুখে কথা বল্লেন অনেক বিষয়ে। রাজনৈতিক, সমাজিক , ধর্মীয়-সব বিষয়ে। তরুন প্রজন্মের জন্য তাঁর দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ শুনে আমি আনন্দে আপ্লুত হলাম।

লেখক ঃ সাংবাদিক, গল্পকারও সংগঠক।

কাযী শামসুর রহমানের ন্যায়নিষ্ঠা

রফিকুল ইসলাম

জরুরী কাজে গিয়েছিলাম সাতক্ষীরার সুলতানপুরে। আমার সঙ্গে লেখক বদরুজ্জামান (বর্তমান কাযী শামসুর রহমান স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক)। কাজ মিটিয়ে কিছুদূর পায়ে হেঁটে আসছিলাম দু'জন। মুন্সী পাড়ার ভেতর দিয়ে। হঠাৎ চানাচুর মুড়ি খাওয়ার ইচ্ছে হলো। রাস্তার পাশের এক মুদীর দোকানে ঢুকলাম। দোকানদার আধা বয়সী মানুষ।

চেহারায় শিক্ষিতের ভাব পরিলক্ষিত হয়। তার কাছ থেকে চানাচুর মুড়ি কিনে দু'জনে খাওয়া শুরু করলাম। খাওয়ার মধ্যে দোকানদারের সাথে দু'একটি কথা হচ্ছে। এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ

'ভাই, আপনি কোন দল করেন ? সামনে তো সংসদ নির্বাচন। ভোট দিবেন কাকে ?'

'এতো দিন কাযী শামসুর রহমানকে দিয়ে এসেছি, কিন্তু এবার আর দিব না।' বললো দোকানদার।

'কেন ভাই ? কারন কি ? উনি তো আপনার একেবারে কাছের প্রতিবেশী।'

'হোক কাছের মানুষ। তবু ভোট দেবনা। কারণ উনার জন্য আজ আমার এই দোকানদারী করতে হচ্ছে। উনার শুধু একটি টেলিফোন প্রয়োজন ছিল। তাতেই আমি চাকরিটা ফিরে পেতাম। কিন্তু তিনি তা করেননি।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলামনা। একটু গুছিয়ে বলুন না।' বল্লাম আমি।

'শুনুন তা হলে।' বলতে শুরু করলো দোকানদার ঃ

আমি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। আমার স্কুলে একদিন শিক্ষা অফিসার এলেন। তিনি এসে প্রধান শিক্ষককে কয়েকটি অনিয়মের কারনে ভৎসনা শুরু করলেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক তাঁর এই ভৎসনা শোনার পাত্র ছিলেন না। তিনি চেয়ার থেকে উঠেই শিক্ষা অফিসারকে কিল-ঘুষি মারতে লাগলেন। অফিসার পড়ে গেলেন। তাঁর নাকমুখ দিয়ে দর বিগলিত ধারায় রক্ত বের হতে লাগলো। বেহুস হয়ে গেলেন তিনি। তিনি হুস ফিরে পেলেন অনেক্ষন পরে। এ ঘটনার পরে তিনি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করলেন। আর আমাকে বানালেন প্রধান সাক্ষী। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি রাজী হলাম না। তখন তিনি আমাকেও জুড়ে দিলেন সেই মামলায়। ফলে প্রধান শিক্ষকসহ আমাকেও সাময়িক ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

দিন যেতে লাগলো। বেকার জীবন যাপন করতে লাগলাম আমি। একদিন আমার এক পরিচিত ব্যক্তিকে (কাযী সাহেবের সাথে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল) সাথে নিয়ে কাযী সাহেবের কাছে গেলাম। লোকটি আমার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন, আমার জন্য কতৃপক্ষের কাছে একটু টেলিফোন করতে যাতে আমি চাকুরিটা ফিরে পাই। কাযী সাহেব চেয়ারে বসে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া শুনলেন। তারপর কিছু না বলেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন যেন তিনি কিছু খোঁজ করছেন। আমার সঙ্গী লোকটি জিজ্ঞেস করলেনঃ

'স্যার, কি খুঁজছেন ?'

'খুঁজছি আমার লাঠিখানা। এই বেয়াদবকে এক্ষুনি লাঠি পেটা করে বের করে দেব আমি। ও

বড় বেয়াদব, অবিবেচক ও মিথ্যুক। ওর স্কুলে শিক্ষা অফিসার এসেছেন। তিনি পদস্থ ব্যক্তি। অনিয়ম দেখলে তিনি তো তা ধরবেনই। আর সে কারনে তোমার হেড মাষ্টার তাঁকে মারলো। এর চেয়ে অপরাধ আর কি হতে পারে ? তারপর তোমাকে সাক্ষী মানলো। তুমি সত্যি সাক্ষীও দিতে পারনি। এখন আমাকে বলছো টেলিফোন করতে। এ অন্যায় আমি কখনো করতে পারবো না। যে অপরাধী তার শাস্তি হওয়া উচিত।' রাগত স্বরে বললেন কাযী সাহেব।

এরপর আর সেখানে থাকা নিস্ফল মনে করে আমার সাথীকে নিয়ে চলে এলাম। সেই থেকে আমি চাকরিচ্যুত। এরপরেও কি আপনারা আমাকে বলবেন তাঁকে ভোট দিতে ?

আমি দোকানদারের কথার কোন জবাব দিলাম না। আমি তখন ভাবছিলাম, কাযী শামসুর রহমান সাহেবের ন্যায়পরায়নতার কথা। মনে হচ্ছিল আমাদের দেশের প্রত্যেক সংসদ সদস্য যদি এমন ন্যায়পরায়ণ হতেন, তবে এ দেশের প্রতিটি নাগরিক ন্যায় বিচার পেত।

হঠাৎ বদরুজ্জামান স্যারের ডাকে চৈতন্য হলো ঃ

আর কতক্ষন বসবেন ?

চলুন যাই। বললাম আমি।

লেখক ঃ কালিগঞ্জ প্রতিনিধি, দৈনিক সংগ্রাম।

সেই দিনের সেই স্মৃতি

মাওলানা আব্দুল ওহাব সিদ্দিকী

মুহতারাম কাযী শামসুর রহমান তখন সাতক্ষীরার সংসদ সদস্য। আমার একটি ব্যক্তিগত কাজে তাঁর রেফারেন্স সম্বলিত একটি সার্টিফিকেট প্রয়োজন ছিল। তাই গেলাম তাঁর কাছে। এখন তিনি খুব কর্মব্যস্ত। তারপরে আমি কালিগঞ্জের মানুষ। তাঁর এলাকার ভোটার না। তবু তিনি বিষয়টি খুবই আন্তরিক ভাবে নিলেন। সমস্ত কাজ ফেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত প্যাডে নিজ হাতে আমার একখানা সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। তাঁর কাছে চির ঋনি করে রাখলেন আমাকে।

আজ বড্ড মনে পড়ছে তাঁর সেই মহানুভবতার কথা। সেই বিশেষ মুহুর্তটির কথা। সেই ছোট্র কাজটুকু অনেক বড় হয়ে ভেসে উঠে মানস পটে। আমার জীবনের অনেক স্মৃতি আছে কিন্তু সাতক্ষীরার প্রাণ পুরুষ কাযী শামসুর রহমানের সেই দিনের সেই স্মৃতি চির ভাস্বর হয়ে আছে আমার হৃদয় পটে।

লেখক ঃ আরবী প্রভাষক, নওয়াপাড়া সিদ্দিকীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা।

আমার দৃষ্টিতে মহান ব্যক্তিত্ব

রেজোয়ান খান মুন্না

কাযী শামসুর রহমান। একজন শিক্ষিত, মার্জিত, নম্র-ভদ্র ও সৎ মানুষের নাম। চেহারাও অতি সুন্দর ছিলো তাঁর। যে গুন গুলো থাকলে একজন মানুষ অন্য সব মানুষে হৃদয়-মন জয় করতে পারে সে সবই তাঁর মধ্যে ছিল। আর এ জন্যেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে জনগণ তাঁকে তিন তিন বার তদের নেতা বানিয়ে ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবন বেশ দীর্ঘ। এরই মধ্যেই ঘটে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যূদয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ছিলেন মানব দরদী একজন মানুষ। পাক হানাদার বাহিনীর সাথে সখ্যতা রেখে কিভাবে সাতক্ষীরার আপামর মানুষকে রক্ষা করা যায় সেটাই ছিলো তার মূখ্য উদ্দেশ্য।

রাজনীতিকে তিনি ধনী হবার হাতিয়ার না করে জনগনের খেদমতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাঁর শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান, শ্রম-সবই আল্লাহর রাহে ব্যয় করেছেন। আমার দৃষ্টিতে তাই তিনি মহান ব্যক্তিত্ব।

লেখক ঃ সাধারন সম্পাদক, বৃহত্তর খুলনা সমিতি, ঢাকা।

এ সৌভাগ্যের অধিকারী কজন ?

মোশাররফ হোসেন

ছাত্র জীবন থেকে তোমাকে দেখে এসেছি। তোমার মুখে সব সময় মিষ্টি হাসি লেগে থাকতো। সারাক্ষন কাজের মধ্যে থাকতে তুমি। বেশীর ভাগ মানুষের মতো শুয়ে বসে থাকা গল্প-গুজব করা তুমি পচ্ছন্দ করতে না। সমাজের সাধারন মানুষের বন্ধু ছিলে তুমি। তাদের জন্য কাজ করতে তুমি অবিরাম। সমাজের উচুঁ তলার মানুষেরা নেহায়েৎ প্রয়োজন ছাড়া তোমার কাছে ঘেঁষতো না। সাভারের হাসপাতালে তোমাকে দেখে ছিলাম শেষ বারের মতো। সেই থেকে অনেক ঘুম ছিলো না আমার। চোখ দুটো সব সময় ভিজে থাকতো। শুধু ভাবতাম- একী দেখলাম! এমন দৃশ্য দেখতে হলো আমাকে!

কতদিন, কতরাত ঘন্টার পর ঘন্টা তোমার সাথে কেটেছে। এতো দীর্ঘ দিন এতো নিবিড় সান্নিধ্য তোমার অন্য কোন বন্ধু পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না। সবাই তোমাকে বার রার নির্বাচিত এমপি হিসেবে জানে। কিন্তু তোমার ভেতরের মানুষটিকে আমার চেয়ে ভাল করে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছে কজন ? সারা জীবন আমি তোমাকে 'তুমি' বলেছি, তুমিও আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছো। এসৌভাগ্যের অধিকারী ক'জন ?

লেখক ঃ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ভালুক চাঁদপুর আদর্শ কলেজ, সাতক্ষীরা।

কাযী শামসুর রহমানের স্মৃতি

শেখ আতাউর রহমান

কাযী শামসুর রহমানের সাথে ঘনিষ্টতার প্রাক কালের কথা। তিনি মসজিদে নিয়মিত নামাজ পড়তেন। আমিও পড়তাম। বিশেষ করে ফজরের নামাজ বাদ যেতোনা কখনো। নামাজ বাদ কাযী সাহেব সবাইকে নিয়ে বসতেন। কিছু দ্বীনের কথা বলার জন্য। সবাই বসতো। আমিও। এভাবে নিয়মিত বসতে বসতে আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন হয়। একদিন মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় উনার বাসায় যাবার অনুরোধ জানালেন।

আমি গেলাম তাঁর সাথে। ঘরে ঢুকেই দেওয়ালের দিকে নজর গেল। নানা রকম নীতি লেখায় ভরা দেওয়াল। টেবিলে সাজানো ধর্মীয় পুস্তকাদি। পাশে আলমারীতেও শোভা পাচ্ছে বই পুস্তক। খুবই ভালো লাগলো আমার। কারন আমি এসব খুবই পছন্দ করি। তাঁকে দেখে মনে হলো পড়াশুনাই জীবনের মূল। আল্লাহ পাকের প্রথম অহি হলো 'পড়'। আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.) ও দ্বীন ইসলাম সম্মন্ধে জ্ঞানের জন্য পড়াই একমাত্র পথ। বস্তুত পড়া ছিলো কাযী সাহেবের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। তিনি পড়তেন, জানতেন আর মানুষকে জানাতেন।

আমার মামা- আমার শিক্ষক

হোসনে আরা (রানু)

আমার মামা কাযী শামসুর রহমান। একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সাথে শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি সকল স্তরের মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। আমারও শিক্ষক ছিলেন তিনি।

আমি তখন স্কুলে পড়তাম। বাড়িতে পড়া তৈরীর সময় মামার কাছে যেতাম। মামার স্নেহ-আদরে পড়া শিখেছি। তাঁর মাঝে যে আদর্শ দেখেছি তা আমার জীবনের পাথেয় হয়ে আছে। আজ আমি ঢাকা শহরের এটি নামকরা বিদ্যালয়ে সম্মানের সাথে শিক্ষকতা করছি। আমি মনে করি আমার মামার কাছে পাওয়া শিক্ষা আমার এ ভীত তৈরি করেছে। তাঁর অসংখ্য গুনগ্রাহী ছাত্রের মতো আমার কাছেও তিনি আদর্শ মানুষ, আদর্শ শিক্ষক।

দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় বেকারদের মাঝে রিক্সা ও ভ্যান বিতরণ করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

আমাদের পারিবারিক পীর ও রাজনৈতিক গুরু ঃ কাযী শামসুর রহমান

শহীদ হাসান

যখন ক্লাশ সেভেন/এইট-এ পড়তাম তখন আমার স্যার জনাব আব্দুল হামিদ (যিনি ছিলেন ১৯৬৯-৭০ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘ খুলনা মহানগরীর অফিস সম্পাদক) এবং আমার আব্বার মুখ থেকে মাঝে মধ্যে কাযী সাহেব ও মাওলানা সাহেবের কথা শুনতাম। আব্বা ও স্যার এক জায়গায় বসলেই কাযী সাহেব ও মাওলানা সাহেবের কথা অধিকাংশ সময়ই আলোচনা করতেন। তখনই মনে প্রশ্ন জেগেছিল তাহলে কি সারা সাতক্ষীরায় কাযী সাহেব ও মাওলানা সাহেব মাত্র একজন করেই আছেন? একদিন সাহস করে স্যারকে জিজ্ঞাসা করলাম স্যার কাযী সাহেব ও মাওলানা সাহেবদ্বয়ের পুরো নাম কি? স্যার মুচকি হেঁসে বললেন কাযী সাহেব মানে কাযী শামসুর রহমান আর মাওলানা সাহেব মানে অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক।

পরবর্তীতে বড় হয়ে অদ্যবধী তাঁদের সেই কাযী সাহেব ও মাওলানা সাহেব নাম দু'টি এলাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের এলাকায় কোন ব্যক্তিকে গ্রামের বাহিরে যেতে দেখলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় যাচ্ছেন? জবাবে যদি তিনি বলেন কাযী সাহেবের বাড়ী অথবা মাওলানা সাহেবের বাড়ী যাচ্ছি, তাহলে প্রশ্নকর্তা দ্বিতীয় কখনো জিজ্ঞেস করেন না, কারা ওই সাহেব দু'জন। যদিও আমাদের ইউনিয়নে কয়েক'শ মাওলানা আছেন। এরপরও মাওলানা সাহেব বলতে অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবকে বুঝানো হয়। আর সাতক্ষীরাতেও অনেক কাযী উপাধির লোক থাকলেও কাযী সাহেব বলতে শুধু কাযী শামসুর রহমান সাহেবকে বুঝানো হতো। আমি অনেক রিক্সাওয়ালার কাছ থেকে এর প্রমাণ পেয়েছি। সেই কাযী সাহেব সম্পর্কে (সাতক্ষীরার এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে কাযী সাহেবের পা পড়েনি) অনেক স্মৃতির মাঝ থেকে কয়েকটি বর্ণনা করছি ঃ

১৯৮৫ সালে সৈরাচারী এরশাদ শাহীর কারাপ্রকোষ্ট থেকে বের হওয়ার পর তাঁর কোন মটর সাইকেল ছিলো না। বিভিন্ন ইউনিয়নে সফর করতেন ধার করা মটর সাইকেল অথবা বাইসাইকেল চড়ে। ঠিক এমনি সময় ওই বছরই বৈকারী ইউনিয়নের কালিয়ানী জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি কাযী শামসুর রহমান সাহেব। অনেক বিরোধীতার মুখে মরহুম মাজিদুল ভাইয়ের নেতৃত্বে ইফতার মাহফিল সম্পন্ন হলো। রাতে কাযী সাহেব, মাওলানা সাহেব, মাজিদুল ভাই ও আমি মাজিদুল ভাইদের দোতলার বড় ঘরটিতে ঘুমালাম। সেহরীর সময় ঘুম থেকে জাগতে পারিনি (অবশ্য কাযী সাহেব সেহরীর বেশ কিছু আগে তাহাজ্জুদ পড়ে আবার ঘুমিয়েছিলেন)। ঘুম ভাঙে ফজরের আজান শুনে। ফজরের নামাজের পর কাযী সাহেবের সাতক্ষীরা ফেরার পালা। কোনো মটরসাইকেল পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ গতকাল কাযী সাহেব এসেছিলেন আলহাজ্ব দ্বীন আলী সাহেবের মটরসাইকেলে। দ্বীন আলী সাহেব তাঁর নিজ বাড়ীতে আসার সময় কাযী সাহেবকে নিয়ে এসেছিলেন। এখন কিভাবে কাযী সাহেবকে সাতক্ষীরা পৌছানো যায় তা নিয়ে আমরা খুব পেরেশানি অনুভব করছিলাম। এলাকায় তিন/চার জনের মটরসাইকেল

থাকলেও তারা কেউই মটরসাইকেল দিতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত কাযী সাহেব বললেন আমাকে একটা বাইসাইকেল দাও, তোমরা সাতক্ষীরা থেকে নিয়ে আসবে। আমরা ইতঃস্তত করতে থাকলে উনি মাজিদুল ভাইদের উঠানে রাখা বাইসাইকেলটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। অগত্যা আমি সাইকেলের ক্যারিয়ারে দু'টি কাথা বেঁধে রেডিমেট হেলিকপ্টার বানিয়ে তাকে নিয়ে চললাম। পথে অবশ্য কাযী সাহেব অনেক বারই বলেছিলেন তুমিও সেহরী খাওনি আমিও খাইনি। আমাকে দাও ভাগাভাগি করে দু'জনে চালাই। আমি রাজি নাহলে তিনি হযরত ওমর (রা.) -এর কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তাকে সাইকেল চালাতে না দেয়াতে উনি একবার সাইকেল থেকে নেমে হাঁটা শুরু করেছিলেন। এরপরও আমি তাঁকে সাতক্ষীরা বাস টার্মিনালে পৌঁছে দেই। টার্মিনাল থেকে মোসলেমা কিন্ডার গার্টেনে মিটিং-এ যাওয়ার পথে নারিকেল তলা মোড়ে রিক্সা উল্টে তাঁর পা ভেঙ্গে যায়। দু'দিন পর আমি দেখতে যেয়ে যখন বলেছিলাম আমি যদি মোসলেমা কিন্ডার গার্টেনে পৌঁছে দিতাম তাহলে এক্সিডেন্ট হতো না। কাযী সাহেব একথা শুনে রাগত কণ্ঠে বললেন মুনাফেকি কথা বলো না। কারণ যদি হলো মুনাফেকি কথা। তাঁর এই মহানুভবতা সারা জীবন স্মৃতির মনিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে গাঁথা থাকবে।

আর একদিনের ঘটনা ঃ

১৯৮৬ সালে সংসদ নির্বাচনের পর কাযী সাহেব আমাদের বাড়ীতে আসলেন সাতক্ষীরায় চাষী কল্যাণ সমিতির জন্য একটি জমি কেনার উদ্দেশ্যে। জমির মালিক আমাদের গ্রামের আলহাজ্ব তাছের আলী গাজী। সাথে মাওলানা সাহেবও আছেন। কাযী সাহেব স্বভাব বশতঃ আব্বার কাছে আমাদের আমাদের পরিবারের সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বড় ভাইকে না দেখে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম রাত থেকে বড় ভাইয়ের ডাইরিয়া হয়েছে। বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। পেশাব-পায়খানা ঘরের বারান্দায় গর্ত করে সেখানেই সারতে হচ্ছে। কাযী সাহেব বললেন কিছু তেল এবং এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো। তাঁর নির্দেশ পালিত হলো। তেল ও পানি তিনি নিজে পড়ে দিলেন। বললেন তেলটুকু মাথায় ও সারা শরীরে মালিশ করে গ্লাসের অর্ধেক পানি খেয়ে বাকি অর্ধেক পানি এক কলস পানিতে মিশিয়ে সেই পানি দিয়ে গসল করতে। বড় ভাই শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন (কারণ তখনও বড় ভাই অনৈসলামী রাজনীতির ধারক-বাহক ছিলেন) বললেন সকাল থেকে দু'তিন ডাক্তার ফেল। পানি পড়ায় কি হবে? এ কথা শুনে আব্বা খুব বকাবকি করলেন। একপর্যায়ে ভাবির পিড়াপিড়িতে বড় ভাই বললেন দে তোর পীরের তৎবির। কাযী সাহেবের নির্দেশনা মোতাবেক গোসল সম্পন্ন করলেন। আল্লাহর কুদরতে তার ডাইরিয়াও সেরে গেল। সেখান থেকে বড় ভাই কাযী সাহেবকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। আমি অনেকবার কাযী সাহেবকে কুকুরে কামড়ানো রুগীর জন্য খোলা পড়ে দিতে দেখেছি। ওই পানি পড়া দেয়ার সময় কাযী সাহেব আব্বাকে বলেছিলেন ভাই আপনি মাওলানা সাহেবের কাছ থেকেও তদবির নিতে পারেন। এরপর থেকে আমাদের পরিবারের সকল তদবির মাওলানা সাহেবের কাছ থেকে নেয়া হয়। কাযী সাহেব আমাদের পরিবারের একান্ত আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন। আমার আব্বা বলতেন সাতক্ষীরায় শ্রদ্ধা করার মতো পাঁচজন লোক আছেন। তাঁরা হলেন (১) কাযী শামসুর রহমান (২) অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক (৩) মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক (৪) মাওলানা আইয়ুব হোসাইন আনসারী ও (৫) হাফেজ মাওলানা রবিউল

বাশার। যার প্রেক্ষিতে আব্বার আবেদন মোতাবেক আমার প্রথম বিবাহ পড়ায়েছিলেন কাযী সাহেব। প্রথম স্ত্রীর জানাজার পর কাযী সাহেব আব্বার কানে কানে কি যেন বলেছিলেন। পরবর্তীতে মরহুমার ছোট বোনকে বিয়ে করার পর যখন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে স্বস্ত্রীক কাযী সাহেবকে দেখতে গিয়েছি পরিচয়ের পর উনি আমার স্ত্রীকে তার পিতার নাম জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্ত্রী যখন বললেন তাঁর পিতার নাম মাওলানা আইয়ুব হোসাইন আনসারী সাথে সাথে তিনি বললেন যাক ভাই (আমার আব্বা) আমার শেষ কথাটিও রেখেছেন।

আর একটি ঘটনা ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালিন সময়ে সাতক্ষীরা গেলে বাড়ি পৌঁছানোর আগেই শিবিরের জেলা সভাপতি এবং কাযী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেই বাড়ি যেতে হতো। ১৯৮৫ সালের কোন একদিন কাযী সাহেবের বাড়িতে গেলাম দেখলাম উনি গোলপাতার ঘরে একাকি বসে আছেন চোখে পানি টলমল করছে। জিজ্ঞেস করলাম কোন বিপদ হয়েছে কি না? উনি বললেন হ্যাঁ বিপদ হয়েছে তবে পারিবারিক নয়। আমি বললাম কি সে বিপদ আমি কি আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি? উনি বললেন সাতক্ষীরায় জামায়াতের অফিস করার জন্য একটি জায়গা (বর্তমানে যেখানে জামায়াতের জেলা অফিস) বায়না দিয়েছিলাম, আজ সকালে তাঁরা জমি দিবে না জানিয়ে বায়নার টাকা ফেরত দিয়ে গেল। সংগঠনের জমির জন্য তাঁর পেরেশানি আমাকে অবিভূত করেছিল।

কাযী সাহেবের সুদূর প্রসারি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন কিভাবে গরিব মানুষকে সাবলম্বী করা যায়। যেমন তিনি গরিব লোকদেরকে রিক্সা কিনে দিতেন। প্রতিদিন অন্যান্য রিক্সা ড্রাইভারদের মতো নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে বলতেন। জমানো টাকায় রিক্সার মূল্য পরিশোধ হয়ে গেলে রিক্সাটি ড্রাইভারকে দিয়ে দিতেন। এতে করে ওই পরিবারটি সাবলম্বী হয়ে যেতো। ১৯৯৬ সালে এম.পি হওয়ার পর উনার বক্তৃতায় একটি পয়েন্ট ছিল গরিব লোকদেরকে সাবলম্বী করতে হলে বকরি ছাগল কিনে দিতে হবে। শর্ত থাকবে ছাগলওয়ালা প্রথম বকরি বাচ্ছাটি আমাদেরকে দিবে এরপর ছাগল ও বাকি বাচ্ছা সবই মালিকের হয়ে যাবে। এ কথা শুনে আমাদের সংগঠনেরও অনেকে (যারা কাযী সাহেবকে মনে প্রাণে মহব্বত করেন) বিরূপ মন্তব্য করা শুরু করল। অথচ কাযী সাহেবের ঘোষিত পরিকল্পনায় দু'তিন বছর পর ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং দারিদ্র বিমোচনের জন্য ছাগল পালনের নির্দেশ দিলেন এবং ব্যাংক থেকে ছাগল চাষীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় কাযী সাহেবের পরিকল্পনা ছিল বাস্তবমুখী।

অর্থ ছাড়াও যে রাজনীতি ও সামাজিক কাজ করা যায়, নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়া যায় এটা শিখিয়েছেন কাযী শামসুর রহমান সাহেব। কাযী সাহেব যেবার প্রথম এম.পি. নির্বাচিত হয়েছিলেন সেবার (১৯৮৬) বৈকারী ইউনিয়নে মাত্র ৭০০ পোষ্টার লাগানো হয়েছিল। মাইকিং করার জন্য বাইসাইকেল ব্যবহার করা হতো। ভোটের দিন খরচের জন্য কোন অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর পথ অনুসরণ করে ২০০৩ সালে মাত্র ৩৭,৫০০/- (সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা ব্যয় করে আমি বৈকারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি।

মরহুম কাযী শামসুর রহমানের বক্তৃতা ও কলম থেকে-

১৯৯৮ সালের বন্যা প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে প্রদত্ত কাজী শামসুর রহমান সাহেবের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ

মাননীয় স্পীকার ঃ

মাননীয় সদস্য কাযী শামসুর রহমান! আপনাকে ৫ মিনিট সময় দিলাম। কারন আপনি আপনার দল থেকে কথা বলার জন্য তাদের রিকোয়েষ্ট করেছেন। বিরোধী দলের যে সময় তার চাইতে অতিরিক্ত ৫ মিনিট সময় দেয়া হল।

কাযী শামসুর রহমান (সাতক্ষীরা-২) ঃ

মাননীয় স্পীকার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিরোধী দলের পক্ষথেকে আমাকে যে সময় দেওয়া হয়েছে সেজন্য তাঁদের প্রতি মোবারকবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আল্লাহ পাক তাঁর মহান গ্রন্থে ঘোষনা করেছেন, 'আল্লহ পাক বলেন যে যার মধ্যে তোমরা অমঙ্গল দেখছ তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। আর যার মধ্যে মঙ্গল দেখছ তার মধ্যে অমঙ্গ আছে, আমি জানি, তোমরা জাননা।' কী মঙ্গল আছে এর ভিতরে রাব্বুল আল- আমিন সমগ্র জাতিকে বুঝাবার তৌফিক দিয়েছেন।

আপনি জানেন, বর্তমান সরকার জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে মাথায় পট্রি বেঁধে ক্ষমতায় এসেছিল। হজ্ব করে মাথায় পট্রি বেঁধে এই জাতির কাছে একদিন দাঁড়িয়েছিল এবং ক্ষমতায় এসেছিল। তাঁদের এটা রাব্বুল- আল আমিন জাতিকে বুঝবার তৌফিক দিয়েছেন। আমি বলি, রাব্বুল- আল-আমিন এই যে বুঝবার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার।

সরকারের ভবিষ্যতের চিন্তা করেই কাজ করতে হবে। সরকারের গঠনমূলক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে সারা দেশে আজ জলাবদ্বতা আর বন্যা। আমার কাছে স্পষ্ট সমগ্র জাতির কাছে, দুনিয়ার কাছে স্পষ্ট যে, সরকারের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার কারনে আজ বন্যা এবং জলাবদ্বতা সারা দেশে বিরাজিত এবং সমগ্র জাতি আজকে ধ্বংসের দিকে চলে গেছে। আমি মনে করি এবারকার বন্যা যে ভয়াবহতা নিয়ে এসেছে তা খুবই অর্থবহ। সকলের মুখে বন্যা আর বন্যা। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেছেন, এ বন্যায় গজব নেই- প্রকৃতির খেলা। আসলে প্রকৃতিই চলে আল্লাহর হুকুমে। মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে এই বিশ্ব পরিচালনার জন্য আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলে তবে এ প্রকৃতি মানুষের হুকুমে চলবেই। বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার মানসিকতা সম্পুর্ন হয়ে সরকার পরিচালিত হচ্ছেনা। মসজিদের পরিবর্তে মানুষের ছবি ছাপানো হয়েছে। টাকায় যেখানে মসজিদ ছিল সেখানে মানুষের ছবি ছাপানো হয়েছে। সমস্ত মানুষ আজকে ক্ষুব্ধ, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ ক্ষুব্ধ যে, মসজিদ সরিয়ে সেখানে মানুষের ছবি দেওয়া হচ্ছে। এটা দ্বারা সম্পুর্ন রুপে মানুষের পূজা করা হয়েছে। মানুষের ছবি উঠিয়ে দেয়া হয়েছে টাকায়। টাকা দেখলে সবাই বুঝতে পারবে নোটেই তার প্রমান। সেখানে পরিস্কার ছাপা হয়েছে, সমগ্র জাতির কাছে তা স্পষ্ট। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস, এনজিওদের অপতৎপরতা- এগুলো আজকে ক্রমবর্ধমান

হারে বেড়েই চলেছে।

জনাব স্পীকার ঃ

মাননীয় সদস্য একটু সংযত বক্তব্য রাখুন।

মাননীয় স্পীকার, এহেন পরিস্থিতিতে পবিত্র মক্কা-মদিনায় ধর্না দিয়ে এর কোন ফল কি আমরা পাব ? (বাধা প্রদান)

তাই আমি সহ আমাদের সকল জন প্রতিনিধিকে জাতির পক্ষ থেকে আজকে আত্ম সমালোচনা করতে হবে। প্রকৃতার্থে শেষ বারের মত তওবা করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। আর যে ত্রান কমিটি থানায় করা হয়েছে.....(বাধা প্রদান)

মাননীয় স্পীকার, এগুলোর অর্থ হয় না। আমার বক্তব্যে বাঁধা দেয়ার কোন অর্থ হয় না। আমি আপনার কাছে সেলটার চাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, থানায় যে ত্রান কমিটি করা হয়েছে,সেই কমিটি যাতে ঠিকভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য আমি আপনার কাছে আরজ করছি এবং সরকার যেন সে দিকে লক্ষ্য রাখে।

আপনাকে অনেক অনেক মোবারক বাদ।

সংগ্রহে ঃ কাযী সিদ্দীকুর রহমান।

সাতক্ষীরাবাসীর উদ্দেশ্যে

সরকারী কলেজে ১২.০৯.১৯৮৭-তে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে বক্তব্য

প্রাণপ্রিয় সাতক্ষীরাবাসী ভাইসব,

আমিসহ আপনাদের উপর মহান আল্লাহর অপার করুণার ধারা প্রসবনের মতো বর্ষিত হোক-এ কামনা নিয়ে আজ আমি দেরিতে হলেও সাতক্ষীরা সরকারী কলেজে গত ১২/৯/৮৭ তারিখে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন ইংরেজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার কারনে আমাদের তরুণ সমাজ ইসলামের সুমহান শিক্ষা তথা রসুলের (দঃ) সার্বিক জীবনধারা সম্বন্ধে ব্যপক ধারনা লাভ করতে না পারায় প্রচলিত ভাবধারায় গড়ে উঠেছে । এক আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রের হাতের ক্রীড়ানকে পরিনত হতে বাধ্য হচ্ছে। তারা তাদের মা-বাপের চোখের মনি হওয়ার পরিবর্তে ভীতির কারন হয়ে গড়ে উঠছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যেও আর এর কোন ব্যতিক্রম নাই। দেশের ছাত্র সংগঠন গুলি ইসলামের গঠনমূলক ধ্যান ধারনার বহির্ভূত জীবনাদর্শের ধারক বাহক হয়ে গড়ে উঠেছে। তারা ইসলামী ছাত্রশিবির নামে ছাত্র প্রতিষ্ঠানকেটিকে আদৌ সহ্য করতে রাজি নয়। গত ১৯৮৪ সালের মত এ বছরও তারা হঠাৎ করে এ ছাত্র সংগঠনটির প্রতি মারমুখো হয়ে উঠেছে। দেশের প্রায় সর্বত্র তারা শিবিরের সাথে জামায়াতকেও জড়িত করে নিয়েছে। গত ১২/৯/৮৭ তারিখে আমি কলেজে অধ্যক্ষ সাহেবের সাথে দেখা করতে যাই। উদ্দেশ্য ছিল এম.পি. হিসাবে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করি তেমনি ছাত্রাঙ্গনের সমস্যারও সমাধান করা। প্রয়োজন হলে পূর্বের মত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কলেজ কর্তৃপক্ষ

ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ বৈঠক ডেকে এ পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে আমি সেখানে যাই। ঐদিন পি.এ.স্কুলে প্রাইমারী শিক্ষকদের প্রমোশনের ব্যাপারে ইন্টারভিউ নেওয়ার সরকারী দায়িত্ব থাকায় আমি মাত্র ৫/৭ মিনিটের জন্য সেখানে ছিলাম কিন্তু এরই মধ্যে একজন ছাত্র অধ্যক্ষ মহাশয়ের ঘরের পাশে জামায়াত-শিবির বিরোধী শ্লোগান দিতে থাকে। আমি আমার প্রোগ্রামে চলে আসি ও পি.এন. স্কুল থেকে এম.পি. জনাব কামাল বখত ও ডি.সি. সাহেবকে বিষয়টি অবহিত করি। মনে হচ্ছে এরই কারনে ১২/৯/৮৭ তারিখে মারামারির ব্যাপারে তারা আমাকে জড়িত করে এক নম্বর আসামীতে পরিনত করেছে। তাদের ভাষায়-হ্যান্ডবিল পড়ে যা দেখলাম - আমি নাকি মারামারির পরে বিজয় উল্লাসে সেখান থেকে চলে আসি। আমার ছেলে সাইদ, একমাস আগে ঢাকায় তার মাদ্রাসায় চলে গেলেও, তার নামেও কেস করা হয়েছে। ছাত্রদের এ উচ্ছৃংখলতা আদৌ সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। তারাই আমাদের দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। তাদেরকে অবশ্যই তাদের নিজস্ব তাহজিব তামুদ্দুনের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু আমি দেখলাম অনেকেই এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকলেন। ফলে আমাকে জাতির দায়িত্বশীল পর্যায়ের সকলকে এ বিষয়ে অবহিত করা জরুরী বোধ করতে হলো। ১২ তারিখের পর থেকে এক তরফা ভাবে আক্রমন চল্ল নিরীহ জন- সাধারনের উপর। যাদের মাথায় টুমি, যাদের মুখে দাড়ি তারা সবাই জামায়াতে ইসলামী নয়ত শিবির নামে আখ্যায়িত হয়ে হয় কারাগারে বন্দী হতে লাগলো না হয় ব্যাপক হয়রানির শিকারে পরিনত হতে লাগল। লুৎফুর রহমান নামে এক ছাত্রের দাড়ি কেটে নিল নজরুল একাডেমীর কতিপয় যুবক, শিবির অফিসে আগুন ধরাল এক ছেলে, পথে আমার সাথে দেখা করতে মোটর সাইকেল যোগ আসা এক ব্যক্তিকে ইট মেরে নামাল এক ছেলে। এভাবে ক'দিন চলল। আমি লক্ষ্য করলাম তারা আমাকে টার্গেট করেই সবকিছু করছে। অথচ ব্যাপারটি ছিল ছাত্রাঙ্গনে অগনতান্ত্রিকতাকে কেন্দ্র করে। এখানে জনগনের কাছে আমার আকুল আবেদন - আপনারা এগিয়ে আসুন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গিতে ছাত্রদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করুন ও গত ১২/৯/৮৭ তারিখে সরকারী কলেজে যা ঘটেছে তার যুক্তিপূর্ন পরিসমাপ্তিতে আমাকে সহযোগিতা দিন। আমি ইতিমধ্যে ১৩/৯ তারিখে ডিসি. সাহেবকে ও পরে স্বরাষ্ট্র মান্ত্রী মহোদয়কে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে এ অবস্থার নিরসন ও বন্দীদের মুক্তিদানের আবেদন পেশ করেছি।

পরিশেষে, সাতক্ষীরায় দুঃখজনক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সুষ্ঠ বিচার করতঃ ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আরজ গুজার
কাযী শামসুর রহমান
এম. পি
সাতক্ষীরা-২

২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের প্রাককালে সাতক্ষীরার অপামর জনগণের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ

সম্মানিত সাতক্ষীরাবাসী!

আপনারা আমাকে ১৯৮৬, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ৩য়, ৫ম ও ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে বাংলার এই সবুজ জমীনে খোদার রাজ কায়েমের সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ সংগঠন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তিনি তিন বার নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদে পাঠিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি, আগামী ১ অক্টোবর ঐতিহাসিক ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও আমার ভাই প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেককে নির্বাচিত করে মহান জাতীয় সংসদে কুরআনের পক্ষে শান্তির পক্ষে জোর আওয়াজ তোলার জন্য আপনারা তাঁকে নির্বাচিত করবেন। আপনাদের কাছে এই আমার আবুল আবেদন।

দ্বীনদার, পরহেযগার, ইমানদার, ইসলাম প্রিয়, শান্তিপ্রিয় আমার সাতক্ষীরাবাসী!

গর্বে আর প্রশান্তিতে আমার বুকটা ভরে ওঠে যখন মনে পড়ে ১৯৯৪ সালের কথা যখন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা, ভাষা সৈনিক, কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার, মজলুম জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে জন্মগত নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার পর, আমাদের এই সাতক্ষীরার মাটিতে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রথম উন্মুক্ত ঐতিহাসিক সম্মেলনে বলেছিলেন, "সাতক্ষীরা হচ্ছে বাংলার মদীনা, সাতক্ষীরা জামায়াতে ইসলামীর জেলা, ইসলামের মুক্ত অঞ্চল। আরশের অধিপতি আপনাদেরকে সাতক্ষীরাবাসীকে তাঁর দ্বীনের জন্য কবুল করুন। কিয়ামত পর্যন্ত যেন সাতক্ষীরা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে, আজেয় ঘাঁটি হিসাবে কায়েম থাকে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনা করি।'

সম্মনিত সাতক্ষীরাবাসী!

আপনারা জানেন ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে নারী-পুরুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে সকলের জান-মালের মর্যাদা, নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। প্রিয় সাতক্ষীরাবাসী! আপনারা যখন ১৯৮৬ সালে আমাকে প্রথমবারের মত ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদে পাঠালেন, তখনকার কথা একটু স্মরণ করুন। মাত্র দেড় বছরের মাথায় স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য, গনতন্ত্রকে মুক্ত করার জন্য আমরা জামায়াতের ১০ জন সংসদ সদস্য সর্বপ্রথম জেনালের এরশাদের লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভনকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করে গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামের অংশ হিসাবে ৩য় জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করি।

নব্বই এ জেনারেল এরশাদের পতনের পর ৯১ সালে যখন ২য় বারের মত সংসদে পাঠালেন তখন সাড়ে তিন বছররের মাথায় কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংবিধানে সন্নিবেশ করার দাবীতে অব্যাহত গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে আমাদেরকে আবারও জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়।

সংগ্রামী সাতক্ষীরাবাসী!

বিগত ১৫টা বছর আল্লাহপাকের ইচ্ছায় আপনাদের ভোটে জাতীয় সংসদের একজন সদস্য হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে পৃথক পৃথক, তিনটি সরকারের খুব কাছ থেকে

প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিয়েছেন। এ তিনটি মেয়াদেই আমি ছিলাম জামায়াতের অর্থাৎ বিরোধী দলের একজন সদস্য। এ কারণে হয়তো সরকাগুলোর পূর্ণ সহযোগিতার অভাবে সাতক্ষীরাবাসীর জন্য সুষম উন্নয়ন করতে পারিনি। কিন্তু আন্তরিকভাবে আমি কতটুকু করেছি আর কতটুকু করতে পারিনি, কতটুকু চেষ্টা করেছি প্রাণ প্রিয় সাতক্ষীরাবাসী তার সাক্ষ্য দিবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক কারণেই জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ সব অভিযোগ করে থাকেন যে, তিন তিন বার নির্বাচিত হয়েও আমি সাতক্ষীরাবাসীর হক আদায় করিনি। আমার বিগত ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি যদি কোন ভুল-ত্রুটি করে থাকি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক আমার কোন কথা, কাজ ও আচরণে যদি কারো মনে কোন আঘাত দিয়ে থাকি তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিবেন।

প্রিয় সাতক্ষীরাবাসী!

গত বছরের প্রলয়ংকারী বন্যার সময় আমি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় ছিলাম। সে সময় যে সমস্ত অসহায় বনি-আদম মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। যাঁরা সে সময় বিপন্ন মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সর্বোত্তভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমার বড় ভাই সৈয়দ কামাল বখত সাকী ভাই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন প্রবিত্র মাহে রমজানে। আমি এই পবিত্র রজনীতে তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

প্রিয় সাতক্ষীরাবাসী!

জামায়াত, বি.এন.পি. ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টির একটি বড় অংশ ঐক্যবদ্ধভাবে এ দেশের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। চারদলীয় ঐক্যজোট ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী সরকার গঠন করবে ইনশাল্লাহ। তাই জামায়াতের ৬০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সরকারের অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

আশা করি মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবকে নির্বাচিত করে আগামী দিনের সরকারের একজন অংশিদার হওয়ার জন্য এবং সাতক্ষীরাবাসীও ইসলামের সেবা করার জন্য আপনারা তাঁকে ভোট দিবেন তথা ন্যায়বিচার, ইনসাফ ও শান্তির প্রতীক দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

প্রাণাধিক প্রিয় সাতক্ষীরাবাসী! জানিনা আবার আপনাদের সমনে কবে হাজির হতে পারবো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন আবার আগের মতো আপনদের সান্নিধ্য পাবো কিনা; আপনাদের জন্য ইসলামের জন্য, দেশের জন্য, শান্তির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য সর্বোপরি মানবতার মুক্তির জন্য আমার স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়নে কতদূর কি করতে পারবো তাও জানিনা। আপনারা আমার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। আমিও সব সময় তাঁর দরবারে আপনাদের জন্য দোয়া করি।

৪০ বছর ধরে স্বপ্ন দেখছি বাংলার এ সবুজ যমীনে আল্লাহর আইন চালু হবে, তামাম দুনিয়ায় কলেমা খচিত পতাকা পত পত করে উড়বে। জানিনা সে সোনালী দিন চোখে দেখে যেতে পারবো কিনা।

আপনারা সবাই জান্নাতের পথের পথিক হোন এই দোয়া করে শেষ করতে চাই।

পরিশেষে, আবারও মাহন আল্লাহর লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আপনাদের

সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। চারদলীয় ঐক্যজোটের শরীক দল বি.এন.পি. ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টি (নাফি) ও জামায়াত-শিবিরসহ সর্বপর্যায়ের জনগণ যারা দাঁড়িপাল্লার জন্য চারদলীয় ঐক্যজোটের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদেরকে হৃদয় নিংড়ানো শুভকামনা জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ সাতক্ষীরার সবগুলো আসনে চারদলীয় ঐক্যজোট প্রার্থীগণ বিজয়ী হবেন, সাতক্ষীরার সদর আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মাওলানা আব্দুল খালেক, আমার ভাই জয়ী হয়ে মহান সংসদে কুরআনের পক্ষে জোর আওয়াজ তুলবেন এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। আপনাদের কাছে আবারও দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আমার ভাই মুহতারাম আমীরে জামায়াত নিজামী ভাইকে বিনীত অনুরোধ করবো তিনি যেন খাস করে আমাদের ভাই এ্যাড. শেখ আনসার আলীর জন্য, আমার জন্য, আমার ভাই প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেবের জন্য, আমাদের সকলের জন্য, সারা বিশ্বের মানুষের জন্য দয়াময় আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আল্লাহ ইসলামকে রক্ষা করার তৌফিক দান করুন। আফগানিস্থান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, তুরস্ক বাংলাদেশেসহ সারা বিশ্বের বিপন্ন, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মজলুম মানবতাকে রক্ষা করুন। আমীন

১৯৯২ সালের রুকন সম্মেলনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মাঝে কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

কলম ও কথা থেকে

মরহুম কাযী শামসুর রহমান ছিলেন একজন বড় মাপের বিদ্বান, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইতিহাসবেত্তা। বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখনী ও বক্তব্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ সত্যের। মুহাম্মদ মিজানুর রহমান বিন রুহুল আমীনের সংকলন থেকে এখানে কিছুটা তুলে ধরা হলো।

-সম্পাদক

বৃটিশ আমলের কিছু কথা

পাক ভারতে ইংরেজ আমলে মুসলমানদের কাছ থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার পর তারা ইংরেজি ভাষায় তাদের শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে চালু করে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা প্রচার-প্রসার করতে সর্ব প্রকার কৌশল করল। সেই যুগের উলামায়েকেরাম সর্ব প্রথম বিষয়টি বুঝতে পেরে জনগণকে সতর্ক করেন। যার ফলে মুসলমানরা তাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে লাগল। আর সেই সুযোগে হিন্দুরা তাদের কাছে আসতে লাগল এবং মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির চিন্তায় কোন কোন মুসলমানও সেই পথ ধরল। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ মুসলমানদের দুরবস্থা দুর করার জন্য ইসলামী জ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষাকে একত্রে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিশ্ববিখ্যাত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যাতে মুসলমানগণ হিন্দু ও ইংরেজদের কবলিত হয়ে হারিয়ে না যায়। অতঃপর মুসলমানগণ যখন এই শিক্ষা দীক্ষায় কিছুটা অগ্রসর হল তখন বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর জন্ম হতে লাগল যারা পার্থিব জ্ঞান সাধনায় মগ্ন হল। সেই ইংরেজ আমলে বহু জ্ঞান সাধকদের মধ্যে রয়েছেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম ব্যক্তিত্ব প্রখ্যাত মুসলিম নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সাহেব মওদূদী সাহেবের নিকট থেকে ইসলামের আলোক প্রাপ্ত হন। তাই তিনি কংগ্রেস পার্টি ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য কায়েদে আজম ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা এবং মওদূদী সাহেব ছিলেন আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে এক উদ্ভাসিত আলোকবর্তিকা। এমন কোন দিক নেই যে ব্যাপারে কুরআন হাদিসের আলোকে আলোকপাত করেননি। মহানবী (সাঃ) এর একজন জিহাদী উম্মাত ছিলেন। আমার মনে হয় আমি যদি এসব জ্ঞান সাধকের জ্ঞানের আলো না পেতাম তাহলে অজ্ঞতার অন্ধকার তিমিরে হারিয়ে যেতাম।

কে জানে যে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে পরিচিত হতে পারত। ভারত বিভক্তি হওয়ার পর আমি পূর্ব পাকিস্তানেই ছিলাম।

১৯৪৭ সালে ইংরেজদের বিদায় লগ্নে আমি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। পূর্ব পাকিস্তানে লেখাপড়া করি। বৃটিশ শাসিত সেই যুগের শিক্ষা-দীক্ষা তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্ব আঙ্গন দখল করে ফেলে এবং সেই চিন্তাধারা ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পরও অনেক ক্ষেত্রে বিরাজমান ছিল এবং আমাকেও সেই চিন্তাধারা আচ্ছন্ন করে ফেলে। মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহ না হলে আমিও তাদের গোলাম হয়ে যেতাম। আলহামদুলিল্লাহ আমার পরম দয়াময় আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন।

মাওলানা মওদূদীর (রহ.) এর সাথে প্রথম সাক্ষাত

১৯৭০ সনে যখন মুনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক গভর্ণর ছিলেন তখন জামায়াতের পক্ষ হতে তিন জন এম.এল.এ ছিলেন। মরহুম আব্বাস আলী খান, মাওঃ এ.কে.এম. ইউছুফ

সাহেব ও জনাব শামছুর রহমান সাহেব। সেই আমলে মাওলানা আব্দুর রহীম, আব্বাস আলী খান এবং আরও কয়েকজন মাওলানা মওদূদী (রহ.) এর কাছ থেকে সরাসরি ইসলামী আন্দোলনের সাথী হতে পেরেছিলেন। সেই যুগে ইসলামী আন্দোলনের ধারা অব্যাহত ছিল। সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব ও অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাওলানা ছিলেন আমীর ও অধ্যাপক সাহেব ছিলেন কাইয়্যেম। ঠিক সেই সময় মাওলানা মওদূদী (রহ.) পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন কালে এদেশে সফরে আসেন। ঢাকাস্থ সিদ্দিক বাজারে তখন জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল। সেখানে আমরা যারা (এম.এন.এ) নির্বাচনে মনোনীত হয়েছিলাম তাদের সাথে এক পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী (রহ.) সাক্ষাত করেন। এটাই ছিল সেই মর্দে মুমেনের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত এবং তখনই সেই মুমেন বান্দাকে মনভরে দেখার সুযোগ হয়। তিনি ছিলেন সর্ব যুগের ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের মত গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন দ্বীনের চিন্তায় চিন্তিত এক মহান ব্যক্তিত্ব। মহান আল্লাহ পাক তাঁকে ক্ষমা ও রহমত দান করুন। আমীন।

নিজ গ্রাম থেকে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর একটি বিশেষ নেয়ামত। পবিত্র কুরআন পাকে মহান আল্লাহপাক বলেন, " হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের জন্য একটি ব্যবসার সন্ধান দেব কি? যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আজাব থেকে মুক্তিদান করবে। তাহলে তোমরা তোমাদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর, আর তোমাদের জন্য এটা খুবই উত্তম ছিল যদি তোমরা সে ব্যপারে অবগত থাকতে।" ১৯৬১ সালে এই জিহাদী আন্দোলনের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। আমার ধারণা অনুযায়ী বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এই নেয়ামতের সন্ধান পায়নি। তাই তারা আজ দিশেহারা। আল্লাহর অশেষ দয়া তিনি আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন আর আমি তা নিয়ে চল্লিশটি বছর বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছি। নিজ গ্রাম থেকে শুরু করে সারাটা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার মানুষের কাছে আমি এই দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য ছুটাছুটি করেছি। প্রিয় জন্মস্থান থেকে আল্লাহর রহমতে সুদূর আমেরিকা, লন্ডন, জাপান, কুয়েত, ভারত ও মক্কা-মদীনাতে সফর করার সুযোগ হয়েছে।

আল্লাহর পথে সাহায্য কখন আসে

আল্লাহর পথের পথিক যখন সে পথে চলতে থাকে তখন এক পর্যায়ে গিয়ে এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, বিপদ তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু যখন সেই মহান মালিক রাহমানুর রহীম তাঁর করুনার হাত প্রসারিত করেন তখন সব মুসিবত দূর হয়ে যায়। আর পথের পথিক যখন চলতে চলতে অসহায় হয়ে পড়ে তখন তিনি তাকে সাহায্য করেন। পথ ভূলে গেলে পথ দেখান। তেমনি তিনি আমাকে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন যার কারণে বাতিলের আক্রমন যত তীব্র হয়েছিল ততই যেন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর এজন্য আমি সৎ পথ হতে পিছপা হইনি। সব সময় মনে নিশ্চয়তা অনুভব করতাম। কারণ যার সাথে আল্লাহ আছেন তার আর ভয় কিসের। সাতক্ষীরাতে বিভিন্ন প্রকার অনৈসলামিক কার্যকলাপ যখন পরিশেষকে দূষিত করে ফেলতে চাইতো কেমন যেন একটা সাহায্যের পরশ আমাকে সাহায্য যোগাত। যখন শাসক চক্রের আক্রমন সাতক্ষীরার পরিবেশ ও জনগণকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলত। সেই মুহূর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি নিশ্চিন্তে তাদের মোকাবেলায় অগ্রসর হতাম।

জামায়াতে ইসলামীতে কেন এলাম এবং এসে কী পেলাম আমি নামমাত্র একজন মুসলমান ছিলাম

১৯৬১ সালে তখন আমি বি. এ. পরীক্ষার্থী। সে সময় অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব সাতক্ষীরাতে এলেন। তাঁর দেওয়া এক বৃক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়ে আমি জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরম পূরণ করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করলাম। এরপর যতই জামায়াতের সিলেবাসভূক্ত ইসলামী বইপত্র পড়তে লাগলাম ততই বুঝতে শিখলাম ইসলাম নামমাত্র ধর্ম নয় আর মুসলমানের ঘরে জন্মালেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায় না। বুঝতে পারলাম ইসলাম অন্য ধর্মের মত কোন রেওয়াজী ধর্ম নয়। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক চললেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায়। এভাবে ক্রমে ক্রমে জামায়াতে ইসলামী আমাকে কুরআন-হাদীস শেখাতে লাগল। বুঝলাম ইসলাম পৃকৃত পক্ষে মহান আল্লাহ পাকের প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থার নাম। আর এ জীবন ব্যবস্থা না মেনে যদি কেউ জীবন চালায়, তবে সে তাঁর কাছে মহাবিচারের দিন একজন হতভাগ্য বলেই বিবেচিত হবে। আরও শিখলাম এ কাজ না করে মুসলমান হওয়া যায় না। থাকাও যায় না। তখন থেকেই আমার চার পার্শ্বের মানুষকে দাওয়াত দিতে লাগলাম। ক্রমেই মানুষ আমার সাথী হতে লাগল। তারাও দাওয়াত দেওয়া শুরু করল। এভাবে সকলে বুঝতে পারল জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিতে হবে কেন। এখন আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যন্ত গ্রামঞ্চলেও উক্ত সংগঠনের কাজ ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আমার চারপাশের মানুষরা বুঝতে পেরেছে যে, আল্লাহর হাবীব ও স্বয়ং আল্লাহ পাক এর বিধানের প্রয়োজনীয়তা। দুনিয়ার এখন ইসলাম আছে কিন্তু মুসলমান কোথায়? ..... তাই আমি বলতে চাই সবাইকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করতে আর ইসলাম কী ও কেন তা শিখতে। কারণ সকলকে প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরে যেতেই হবে। এ জীবনের হিসাব দিতে হবে।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ৩য় জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করে সংসদ ভবন থেকে বের হয়ে আসছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি. (ডান থেকে ২য়) সহ জামায়াতের ১০জন এম.পি.

স্বদেশের প্রতি আমার ভালোবাসা

আমার জন্মভুমি সাতক্ষীরা ও বাংলাদেশকে আমি আন্তরিকভাবে ভালোবাসি যেমন আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) স্বদেশকে ভালোবাসতেন। তাই তো হিজরতের সময় তিনি তাঁর দুঃখের কথা উল্লেখ করে ছিলেন, ওহে আমার প্রিয় জন্মভূমি, "আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার দেশবাসী আমাকে এখানে থাকতে দিল না।"

একথা দ্বারা বোঝা যায় নিজ দেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। আমি বৃটিশ আমলে জন্ম গ্রহণ করেছি। দশটি বছর বৃটিশ হুকুমতের অধীনে জীবন যাপন করেছি। অতঃপর দেশ বিভক্তির পর দীর্ঘ তেইশটি বছর পাকিস্তানের আলো বাতাসে লালিত-পালিত হয়েছি। অতঃপর পাকিস্থান ২য় বার বিভক্ত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে অবস্থান করছি। এই বাংলাদেশ আমার কাছে অতি প্রিয়। এদেশের স্বাধীনতা আমার অতীব কাম্য। দোয়া করি, মহান আল্লাহ পাক যেন এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে চিরকাল বজায় রাখেন।

আর বর্তমান বাংলাদেশে দ্বীন ইসলাম অনুয়ায়ী ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত কিভাবে পরিচালনা হবে সেই আন্দোলন চলছে, আমি সেই আন্দোলনের একজন নীরব সৈনিক। আমি বাংলাদেশের সকল মুসলমানকে দাওয়াত দেব যে, সকলে যেন নিজেদের আপোষের মতানৈক্য ভুলে যেয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে একমত হয়ে এদেশে ইসলামী সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। যে দেশে শতকরা আশিভাগ মানুষ মুসলমান সে দেশের মানুষের আচার-আচরণে হিন্দুত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। এদেশে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলে সেখানে নাচ, গান-বাজনাই পরিলক্ষিত হয়। এগুলো কি মুসলমানদের সংস্কৃতি? এ সবের মূল কারণ হল আমরা এখনও কুরআন-হাদিস মোতাবেক পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারিনি। বরং নামে মুসলমান রয়ে গেছি। অতএব এ দেশকে প্রকৃত মুসলিম ও ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এদেশের সকল উলামা-মাশায়েখ, পীরে-বুযুর্গ ও সর্বস্তরের মুসলমানদের একত্রে "ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান"- এ সংগ্রামে নামতে হবে এবং এদেশকে বিশ্বের কাছে একটি আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পেশ করতে হবে।

আর আমি সর্বদা আল্লাহর তাওফীকে এদেশের মর্যাদা রক্ষার্থে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং এখনও সে জন্য দোয়া করছি।

সংসদে হক্ক কথা

সংসদে মাথা নিচু করে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ। তাই এই রীতি পালন না করার জন্য বারবার নোটিশ দিয়েছি। সংবাদ পত্রে লিখেছি। এমনকি যখন শিখা অনির্বান এর বিরুদ্ধে প্রত্র-পত্রিকায় লেখালেখি চলছিল, আমি তখন অন্যকিছু না করে সংসদে এ ব্যাপারে একটা নোটিশ দিয়ে ফেলি। যতদূর মনেপড়ে আমি সেখানে লিখেছিলাম যে, শিখা অনির্বান একটি প্রকাশ্য শিরক অগ্নিপূজায় গণ্য। জনগণের স্বার্থ ও অর্থের অপচয়। এই নোটিশ পাওয়ার সাথে সাথে তৎকালীন কয়েকজন আওয়ামী ও বি.এন.পি. নেতা ও সংসদ সদস্য চিৎকার করে প্রতিবাদ জানলেন এবং এক পর্যায়ে মাননীয় স্পীকার সাহেব আমার বক্তব্যকে কার্যবহি হতে মুছে ফেললেন। আমি চমকে গেলাম এবং পরের দিন দেখলাম যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার কার্যের সমর্থনে প্রশংসা করে লেখনী এসেছে এবং কেউ কেউ আমার এউ প্রতিবাদকে নমরুদের পুতুল ভাঙ্গার সাথে উদাহরণ দিয়েছেন। অবশ্য জাতীয়

সংসদে আমিও পুতুল ভাঙ্গার কথা বলেছিলাম।

জামায়াতের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একযোগে আমরা দশ জন এম.পি. সংসদ থেকে পদত্যাগ করি। এর আগের একটা ঘটনা স্মরণে পড়ে যে, ১৯৮৯ সনে নীলফামারী থেকে একজন সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, এরশাদ সাহেব আমাকে বলেছেন যে, তিনি আমাদের দশ জনকে ৫৫ (পঞ্চান্ন লাখ) টাকা দিবেন যদি আমরা পদত্যাগ না করি। আমি তখন বললাম, "এ কথাটা জনাব অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবকে গিয়ে বলেন"। সঙ্গে সঙ্গে তিনি থেমে যান। অতঃপর একযোগে আমরা দশ জনই পদত্যাগ করি। জাতি সেদিন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামীর এই পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছিল। এ ধরনের বহু ঘটনা আমার সংসদীয় জীবনে রয়েছে।

আমার ছেলেমেয়েদের দ্বীনি-শিক্ষা দান

আমার স্ত্রী একজন দ্বীনদার নামাজী পর্দানশীল মহিলা এবং ইসলামী আন্দোলনের একজন সদস্য। তার প্রচেষ্টায় সকল ছেলে-মেয়ে দ্বীনদার হয়ে উঠে। সালেক, শাহেদ, শাহিনুর ও সাইফুলসহ অন্য ছেলেমেয়েরা বাড়ির মসজিদে ও মাদ্রাসায় দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেছে। আমাদের বাড়িতে একজন হাফেজ সাহেবের মাধ্যমে সকলে কুরআন পাক শিক্ষা করেছে। তিনি আজও আমাদের বাড়ির মসজিদে ইমাম হিসাবে আছেন। আর আমার ও গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় একটা হাফিজিয়া ফুরকানিয়া মাদ্রাসা চালু করা সম্ভব হয় এবং উল্লেখ্য ইমাম সাহেব সেখানে পড়ান। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার মেঝো ছেলে সেখান থেকে কুরআন হেফজ করেছে এবং পাশের এক মসজিদে নামাজও পড়ায়। আমি ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন কাজের চাপে তাদের প্রতি তেমন খেয়াল করতে পারিনি। তবুও তারা আল্লাহর রহমতে সকলে নামাজী ও দ্বীনদার। বড় ছেলে সিদ্দিক সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল পর্যন্ত পড়েছে। অতঃপর ভার্সিটিতে অধ্যয়ন করেছে। সে দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছে। সে পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের সেবা-যত্ন এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমিও সারাটি জীবন ইসলামী জীবনধারা ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনে অতীব আগ্রহী ছিলাম। ইসলামকে আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে ব্যক্তি জীবন হতে রাজনৈতিক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ে কায়েম করার জন্য আমার প্রিয় সংগঠনের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছি।

জাতি কি চায় ঃ আমার দৃষ্টি ভঙ্গি

আমার দেশ বাংলাদেশ কোনদিনই বেইনসাফি চায়নি, চায়না। আর যে ইনসাফ চায় তা আল্লাহ পাকের বিধান অনুযায়ী মাহনবী (দঃ) তথা বিশ্বনবীর প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত ইনসাফ। আরও বলি, সে ইনসাফ বিশ্বের চির কালের মানুষেরা চেয়েছে। কখনও কিছুটা পেয়েছে। আর আজও তাই চায়, ভবিষ্যতে তাই-ই চাইবে। এ এক ও অভিন্ন চিন্তাধারা। শুধু বুঝবার পার্থক্য, বুঝাবার পার্থক্য, মানবার ও প্রতিষ্ঠার দৃঢ় চিত্তের অভাব। পৃথিবীর সকল মানুষ স্বীকার করে যে, বিশ্বনবী (দঃ) কোন একটি সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কর্মধারা স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহর বিধান। তাই তা অবশ্যই সব মানুষের কাম্য হবে।

এবার লক্ষ্য করুন দুনিয়ার দিকে কোট কাচারী আছে, জেলখানা আছে, প্রশাসন আছে, অর্থ-বিত্তশালী লোক আছে, রাজনৈতিক দল আছে, সরকার আছে, সেনাবাহিনী আছে কিন্তু এত আছে সত্ত্বেও কিছুই যে নেই সেটাই লক্ষ্যণীয়। অবিচার, অনাচার, ব্যভিচারের বন্যা বয়ে

চলেছে। এভাবে যদি দেখি তাহলে চোখে ধরা পড়বে নিকট ও দূর অতীতে এ দেশের রাষ্ট্র দায়িত্বে যারা এলেন তাদের কার্যক্রমের কারনেই জাতি তদের প্রত্যাখান করেছে। এদেশের দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত যারা হবে তাদেরকে মহান আল্লাহর অভিপ্রেত অনুযায়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে হবে। এ জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন, জাতির সামাজিক পরিবেশ, জাতির অতীত অভিজ্ঞতা, জাতির চিন্তাধারা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক মান সম্বন্ধে সম্যক ধারনা থাকতে হবে এবং জাতিকে সাথে নিয়েই জাতির চাহিদা পূরনের বিষয়টা সাব্যস্ত করতে হবে। এ চাহিদা পূরনের দুটি দিক আছে– একটা সহজ অপরটি সুকঠিন। একটি ঘুষ, সুদ, দেহদান, সন্ত্রাস- এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। তবে তার মধ্যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অনন্তকালের ভয়াবহ পরিনাম যার চিত্রও বিবরন যেমন আল কুরআনে বিধৃত হয়েছে তেমনি অপর পথটি জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি তাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে সে মহাগ্রন্থে। বর্তমান বিশ্বে এ দুটি টানাপোড়েনের মধ্যে আছে মানুষগুলো। ঈমান ও কুফর এ দু'টি তাকে অহরহ আকর্ষন করছে। সে কোন দিকে যাবে ? প্রায়ই প্রশ্ন হয়-সব দল এক হয়ে যায় না কেন? এর সহজ উত্তর কোন দিনই তা হয়নি। তা হয় না। এ পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকেই এ পরিক্ষা চলছে। একদল আল্লাহর বিধান মেনে নিয়েছে। তারা কিছুতেই সহজ পথটা গ্রহন করে না। অপর দলটি কিছুতেই কঠিন পথটা গ্রহন করতে চায় না। আর একটি দল আছে আপোসকামী। এদের সংখ্যাই সব সময় বেশী। গোটা মানব-সমাজেই এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে ও থাকবে। এখন আপনি বুঝে নেন জাতিকে যে যে দিকে চাইবে সেই দিকেই নিয়ে যাবে। পৃথিবী এভাবে চলেছে, চলবে। তবে আপোসকামীগন সহজ পথে চলতে ও আহবানকারীদের সাথে আছে বলে ধরে নেয়া যায়। এ জন্য এদের সংখ্যা সব সময়ই বেশী দেখা যায়। এখন কঠিন পথের আহবায়ক দলকে অপর দুটি দলের মাঝে কাজ করতে হবে নিরন্তর প্রচেষ্টা চলতে হবে। কারন এই পথই আল্লাহর পথ। এই পথই দুনিয়া ও আখেরাতের পথ। বর্তমানে বাংলাদেশে এ আহবায়ক দলগুলো কাজ করে চলেছে।

আসুন আমরাও সে আহবানে সাড়া জাগাই। এখন জানতে হবে ইসলাম কেন ও তা কিভাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। প্রথমে ইসলাম কুরআনের ভাষায় আল্লাহ বা সকলের সৃষ্টি কর্তার একমাত্র জীবন বিধান। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান, যে কোন প্রয়োজন মিটাবার জন্যই ইসলাম। আর তা যদি মেনে চলা যায় অবশ্য চলাই মানব জাতির প্রধান কাজ, তখনই কেবল আসবে অশান্ত অস্থির এ পৃথিবীতে শান্তির পরিবেশ। আর এরই ফলে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের মুক্তি ও অনন্ত শান্তি। এটা কেবল বিশ্বাসের বিষয়। যারা বিশ্বাস করবে তা পরিপূর্নভাবে তারাই আল্লাহর দল বলে বিবেচিত। অপর পক্ষে তার সাথে বিন্দুমাত্র দ্বিমত পোষন যে বা যারা করবে তারা তাঁর বিরোধী দল বলে বিবেচিত। এখন আসুন কিভাবে এ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে তা একটু আলোচনা করা যাক। এ পৃথিবীতে বসবাসকারী চিন্তশীল নাগরিকের অধিকাংশই যে আমার চিন্তার সাথে ঐক্যমত পোষন করবেন, সে ব্যপারে আমি নিশ্চিত। তা হলো মহানবী (সাঃ) জান ও আদর্শ অনুসরন যতদুর সম্ভব সে ধারায় চালাতে হবে ব্যক্তি ও দলীয় জীবন ধারা। কোনক্রমেই তার এতটুকু ব্যতিক্রম করলেই বিরোধী দলভুক্ত হতে হবে। আল-কুরআনের সূরা কাফেরুনসহ বিভিন্ন অংশ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা প্রমানিত হবে। আর বাস্তবে রুপদান করতে চেষ্টা করলে পৃথিবীর সেই খন্ড আলোক উদ্ভাসিত হবে সন্দেহ নেই। প্রয়োজন শুধু কার্যকর করা

আপোস না করা। মহান সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আজকের ভাবনাকে এই ধারায় প্রধাবিত করুন। আমীন।

২৬.০৭.১৯৯৬ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত। - সম্পাদক

মুসলমান হিসাবে যা দায়িত্ব ছিল

রহমানুর রাহীমের তাওফীকে চল্লিশটি বছর ইসলামী আন্দোলনের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করার সুযোগ হয়েছে। সাতক্ষীরা সহ দেশের অন্যান্য এলাকার জন সাধারন বিভিন্নভাবে আমার খেদমত লাভ করেছে। ইসলামের যে সুমহান শিক্ষা রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর একজন সংগঠক হিসাবে (আলহামদুলিল্লাহ) যতদূর সম্ভব পালন করার চেষ্টা করেছি। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব পালন সহ দেশের কয়েকটি জেলার সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ লাভ হয়েছে। সাতক্ষীরা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ প্রভৃতি অঞ্চলের জামায়াতের দায়িত্ব পালন করতে পেরে সেই মহান সৃষ্টি কর্তার অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। নিজ ভুল-ত্রুটির জন্য তাঁর নিকট সর্বদা ক্ষমার ভিকারী হয়ে আছি। আমার প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) যে কাজ এই উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা হচ্চে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানো এবং এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের সর্বাধিক পছন্দীয় কাজ। আমি একজন নগন্য বান্দা হিসাবে যতটুকু পেরেছি সেই কাজে সারাটা অন্তর দিয়ে অংশগ্রহন করার চেষ্টা করেছি। আমার সাংগঠনিক নেতাগন এ দেশটাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্ররুপে দেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এ কাজ করতে করতে করতে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমিও বিদায় নেব তবে দৃঢ় আশা যে , এ দেশে একদিন ইসলাম পরিপূর্ণরূপে কায়েম হবে। আমি সেই মহান মালিকের দরবারে সর্বদা সেটাই মুনাজাত করছি।

রাসুল (সা.) এর রেখে যাওয়া শিক্ষার প্রয়োজন

গত ২৪ জুলাই আকস্মিক ভাবে আমি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য ভ্রমনের সুযোগ পাই। আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর এ দুটি ভূখন্ডের মানুষের সাথে তিনবার মিলিত হওয়ার সুযোগ দেন। আমেরিকার নিউইয়র্ক, জাতি-সংঘ ভবন, ইসলামিক সার্কেল অফ নর্থ আমেরিকার সম্মেলন, ওয়াশিংটন, নিউজার্সি, হল্যান্ড, লন্ডন হয়ে দিল্লী বিমান বন্দর থেকে গত ২৯ জুলাই স্বদেশে ফিরে এসেছি। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিনত করার জন্য ব্যাকুল করে তুলেছে। পৃথিবী যেন আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সমকালীন পৃথিবীতে পরিনত হয়েছে। সে দিন মহানবীর (সা.) মত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়েছিল জাহেলিয়াতকে মিটাতে আর আজ প্রয়োজন রয়েছে তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষার বাস্তবায়ন।

সমগ্র পাশ্চত্য জগত আজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সে দিনের যে দিন আংশিক ইসলামের অনুসারীরা পূর্ণ ইসলামের আহবানকে স্বাগত জানাবেই। আমি বাংলাদেশের সাথে সাথে পৃথিবীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো ভ্রমনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতঃ নিজ দেশে আল্লাহর রাজ কায়েম করতে আমার প্রিয় দেশবাসীকে সকল দিক দিয়ে মজবুত করতে আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা করছি। (আমীন)

বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও ইসলাম

আমাদের দেশ একটি মুসলিম দেশ। এ দেশ ইসলামের নামে ভারতবর্ষ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দেশে না ইসলাম কায়েম হল না ইসলাম বোঝে এমন

কোন দেশ প্রধান পাওয়া গেল। আমাদের দেশ মুসলিম দেশ কিন্তু আমাদের নেতারা ইসলাম বোঝেনা বরং ইসলাম সম্পর্কে খুব ভালো ধারনাও রাখেনা। কারন ইসলাম বুঝলে সেই অনুযায়ী চললে অসৎভাবে ভোগ বিলাসের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা সর্বদা ইসলামকে সমালোচনা করে থাকে।

আমরা আল্লাহর বান্দা। আমাদেরকে আল্লাহর দ্বীন ইসলামের প্রেমিক হতে হবে। তাই আমরা যে দেশে থাকি না কেন, যারা ইসলামকে ভালোবাসে তারাই প্রকৃত দেশ প্রেমিক। তারাই দেশের জন্য নিজের জীবন দিতে পারে। আর যারা নিজের স্বার্থের জন্য, গদি দখলের জন্য দেশ প্রেমিক হতে চায় তারা প্রকৃত দেশ প্রেমিক নয়। তাই আমরা যদি প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশকে ভালোবাসতে চাই, তাহলে ইসলামকে ভালোবেসে এদেশে ইসলামী আইন ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যারা ইসলাম বোঝে ও মানে তাদেরকে নেতা বানাতে হবে।

মৃত্যু একমাত্র তাঁরই এখতিয়ার

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ রহমতে আমি এখন সুস্থ। আল্লাহ বিভিন্ন বিপদ মুসিবতে ফেলে তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নেন। তিনি তাঁর এ নগন্য বান্দাকেও পরীক্ষার মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা সংগ্রহের সুযোগ করে দিলেন। ১৯৯৯ সালের ২২ জুনের শেষ রাতে হঠাৎ অস্বস্থি অনুভব করি। না পারছিলাম ঘুমাতে না পারছিলাম বসতে। বড় ছেলে সিদ্দিক এসে ডাঃ শহীদ উদ্দীন সাহেবকে ফোন করেন। কিছুক্ষন পর তিনি গাড়ী নিয়ে এসে, দেরী না করে আমাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের জাতীয় হৃদরোগ ইনষ্টিটিউটে নিয়ে গেলেন। ওখানে আমার দশদিন কাটলো । পূর্ন বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি চলে এলাম এমপি হোষ্টেলে। কিন্তু থাকতে পারলাম না। সাতক্ষীরার জনগনের ভালবাসার টানে ছুটে গেলাম। কিন্তু শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।' কথাটি আমার বেলায় ঠিক হলোনা। এজন্যই ১৪ আগষ্ট ৯৯ আবার ভর্তি হতে হলো হাসপাতালে। হাসপাতাল হতে আবার এম.পি. হোষ্টেল হতে হাসপাতাল। এভাবে কাটালো কয়েক দিন। ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিলেন এনজিওগ্রাম করার। ইতিমধ্যে আমার প্রিয় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও আমীরে জামায়াত পরামর্শ দিলেন চিকিৎসার জন্য সউদী আরব যেতে। কিন্তু প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শেঠী ঢাকায় এলে তার পরামর্শে অবশেষে ২৮ ডিসেম্বর ৯৯ আমার বড় ছেলে সিদ্দিককে নিয়ে চলে এলাম ভারতের বাঙ্গলোর। ওখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো রেষ্ট হাউসে শান্তি নিকতনে।

বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ৩১ ডিসেম্বর '৯৯ এনজিওগ্রামের জন্য মনিপাল হার্ট ফাউন্ডেশন-এ ভর্তি হলাম। রহমানুর রাহীম এর মধ্যে আমাকে সে বিষয়ে স্বপ্নে দেখিয়ে দিলেন। আমি উপলব্ধি করলাম এনজিওগ্রাম কিভাবে করবো, আমি উপলব্ধি করলাম সুরা আত্তাকাছুররের মর্মার্থ। কিভাবে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে, কবরে নামানো হবে, আলমে বরযখে থাকতে হবে। শুধু সেই জানতে পারবে অথচ কিছুই বলতে পারবেনা। সিদ্দীক আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করলো। আমি কিছুই বুঝলাম না। এনজিওগ্রাম হয়ে গেলো। একদিন হাসপাতালে থাকতে হলো। তারপর ডাঃ শেঠী দেখলেন আমার হার্টের ক্যাসেট। বললেন, এই দেখুন আপনার হার্ট দুইটি ব্লক, এখন কি করবেন ? আমি বল্লাম হোয়াট ইউ লাইক বেষ্ট, তিনি ডেট দিলেন ১০ তরিখে অপারেশন করা হবে । তার হাসপাতালে আবার

ভর্তি হয়ে গেলাম ৫ তারিখে। ১০ তারিখে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পন করে দিলাম সেই মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে। বল্লাম তারই কথা, "ওয়ামা কানা লে নাফসেন আন তা'মুত ইল্লা বে ইউনিল্লাহ"। মৃত্যু কখনও আল্লাহর হুকুম ব্যতিত কারো কাছে আসবে না।৪/৫ ঘন্টা আমি দুনিয়ার কিছুই জানতে পারেনি। তারপর চোখ মেলে দেখলাম আমি আল্লাহ পাককে ডাকতে পারছি। এ গোনাহগারকে তিনি যখন বাঁচিয়েই রেখেছেন তখন তাঁকে বল্লাম এ জীবনের বাকি দিনগুলো যেন তাঁর সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ গুলো করার তৌফিক দেন। দেখলাম কয়েক দিনের মধ্যে আমার মাথায় অনেক গুলো নতুন চিন্তা তিনি দিয়ে দিলেন বুঝলাম এ গুলো তাঁরই দেয়া। আমাকে দিয়ে তিনি এগুলো করাবেন ইনশাল্লাহ।

পাক কোরআনের আয়াতগুলো চোখের পাতায় ভাসতে লাগলো। সকল চিন্তা তিনি দূরীভূত করে দিলেন। সুরা রহমান, সুরা হামিম আস সিজদা, সুরা আসর, সুরা নিসা- ১১০ আয়াত - এসব আয়াতগুলো শুধু স্মরনে আসতো, আর সারা জীবনের যত গোনাহরাশি তার জন্য মাফ চাওয়ার কথা, এ আয়াতগুলো বার বার মনে পড়ত। তাঁর দয়া লাভের জন্য শর্ত হচ্ছে সুরা সফের আয়াত ১০-১৩ নম্বর এর বাস্তব অনুসরন। আমি সহ সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য রহমানুর রাহিমের দরবারে এটাই আমার কাম্য। দেশবাসী শুভানুধ্যায়ীদের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার বিষয়টি চিন্তা করেই কথাগুলো পূর্বাহ্নে লিখলাম। আমি যেমন আল্লাহ পাকের দয়ায় নতুনভাবে জীবন চালাবার চিন্তা রাখি এবং সে মোতাবেক সকলের সামনে হাজির হতে চাই তেমনি তারাও যেন আমাকে পুর্বের মত পান এটাই সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমার কামনা।

সংবাদ ভাষ্য

কাযী শামসুর রহমানের জীবন সরনী দীর্ঘ উন সত্তর বছরের। মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ, শোকবার্তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। সে সব সংবাদ-কলমে তাঁর সুবর্ন স্মৃতি, ইসলামের আলোকে উজ্জল কর্মময় জীবন ও আদর্শের কথা উচ্চকিত হয়। পাঠক-পাঠিকার জন্য তা ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করা হলো। -সম্পাদক

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

কাযী ভাইয়ের উদ্দেশ্যে

মাওলানা আব্দুল খালেক

আ-আল্লাহর পথে বিলায়েছ তব জীবনের সবটাই
ল-লহো, লহো, মোর সালাম খানি ওগো, প্রিয় কাযী ভাই।
হা-হায় মোরা বুঝিতে পারিনি তব জীবনের রথ,
জ-জয়ী হইলে ইহ-পরকালে ধরি মাওলার পথ।

কা-কাটায়েছ তুমি সারাটি জীবন গভীর দুঃখ মাঝে,
জী-জীবনে কখনো লওনি আরাম সকলি কিবা সাঁঝে।

সা-সারাটি জীবন কেটেছে তোমার দ্বীন কায়েমের তরে,
ম-মরমে মরমে বুঝিনু মোরা এ কথা এতদিন পরে।
ছু-ছুটিতে দেখেছি সারাক্ষন তব বই-খাতা-ব্যাগ লয়ে,
র-রইনিকো বসে কখনো গো তুমি থাকনি অলস হয়ে।

র-রহিবেনা তুমি চিরদিন তবু রহিবে তব কাজ
হ-হইয়া ভাস্বর জ্বলিতে থাকিবে সর্বদা জগত মাঝ।
মা-মাবুদ সকাশে তব তরে মোরা দোয়া করি দিবারাত,
ন-নয়নের জলে ভিজায়ে গন্ড তুলিয়া দু'খান হাত।

কবি ঃ ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, আগরদাঁড়ি কামিল মাদরাসা
এবং সাবেক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য।

সাতক্ষীরায় নিজ বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

কাযী শামসুর রহমান স্মরণে

গাজী নজরুল ইসলাম

কাযী ভাই চলে গেছ সীমানার ওপারে
আমরা তো পড়ে আছি জীবনের এপারে।
জীবন তো জীবন আর মরণের বন্ধু,
বুঝেছিলো কাযী ভাই জিহাদের সিন্ধু।
দুনিয়াটা ক্ষণিকের আখিরাত চির ঠাই,
এটা ছিল তোমার যে আমলের দিকটাই।
সারাদিন সারাক্ষণ লা-শারীক আল্লাহ,
মুখে জপ-জিহ্বায় আলহামদুলিল্লাহ।
সত্যের সদালাপে সারাক্ষণ হাস্য,
সাথীদের জিহাদের প্রেরণার উৎস।
বাতিলের সাথে নেই আপোষের সন্ধি,
হক পথে আজীবন ছিলে অপ্রতিদ্বন্দী।
আমরা তোমার সাথে সাড়া দিয়ে সার্থক,
মালিকের মুলুকে খলিফার সমর্থক।
জীবনটা সংগ্রাম সাধনার নেই শেষ,
এ নীতির অনুসারী আমরাও সারাদেশ।
আজ তুমি চলে গেছ কাযী শামসুর রহমান
লাখ লাখ জনতার হৃদয়েতে বহমান।
যামানার মুজাহিদ এলাকার গৌরব,
তব নাম দিকে দিকে ছড়িয়েছে সৌরভ।
হাসিমুখে শ্বেত বাস বেহেশতি-বাসীটা,
দেখে শুধু মনে হয় চির চেনা সাথীটা।
দোয়া করি দয়াময়! জান্নাতি বিছানা,
কাযী ভাই বন্দো তব করে দিও নিশানা।

কবি ঃ সাবেক এম.পি

সে দিনের স্মৃতি

মোঃ আতাউর রহমান

ঘুম-ঘোরে ডাক শুনতে পেয়ে
চমকে উঠে দেখি
বর্ষা ভেজা ভাইটি আমার
দাঁড়িয়ে আছে একি!
বাদলা দিনে কেমনে এলেন
সুদূর রাহা ঠেলে ?
ভাবনা জাগে মনটিতে মোর
চিন্তা জাগে দীলে
বহুত দূরের ভাদিয়ালী গ্রমে
ইফতার মাহফিল,
পথের কথা চিন্তা করে
মনে লাগে খিল।
ঝুম ঝুমা ঝুম বর্ষা ঝরা
বাদলা ভেজা দিন,
ভর দিবসে ঝরছে বাদল
নাইকো বিরামহীন।
দূর গাঁয়ের ঐ দুর্গম পথে
যাইতে কাযী ভাই,
কষ্ট কঠিন রাস্তা ঠেলে
এলেন আঙ্গিনায়।
তাকিয়ে দেখে বিস্ময়েতে
আমি হতবাক
ভাইয়ের কথা স্মরন করে
মোর ফোটেনা বাক।

সাতক্ষীরার প্রাণপুরুষ তিনবার নির্বাচিত এমপি মরহুম
কাযী শামসুর রহমানের রূহের মাগফিরাত কামনা করি

President
Satkhira Zila Jano Samity
Dhaka

Lions District Governor
2004-2005
Lions Clubs International

Vice Chairman
2003-2004
Bangladesh Lions Foundation

Sk. Anisur Rahman
Executive Director

BARAT GROUP
House-35, Road-2, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone : 88-02-8617180, Fax : 88-02-8611498
E-mail : baratgroup@gmail.com
Mob : 01711 520383

Sister Concern of
BARAT GROUP
Barat Packages Ltd.
Barat Fabrics Ltd.
Barat Telecom
Silver Star Telecom

কাযী শামসুর রহমান

কাজী মুজাহিদুল আলম

কাযী শামসুর রহমান
আল্লাহ তায়ালার মহান দান।
সাতক্ষীরাতে পাঠালেন রহমান,
করুনাময় আল্লাহ মহান।
থাকতো কাছে তাঁর আল-কুরআন,
বলতেন, 'ইহাই শান্তির বিধান।'
বাংলাদেশের সংসদে তিনি যান,
আছে তাঁর কতই অবদান।
বলতেন,'মানুষের মতবাদে নেই শান্তি,
আল্লাহর আইনে আছে মুক্তি।
মানুষের তৈরি করা মতবাদ,
মানুষের জীবন করছে বরবাদ।
কিযে এক মায়ার টানে,
ছুটে যেতাম তাঁর সম্মুখ পানে।
হাস্যোজ্জল সুন্দর চেহারা তাঁর
আপন করে নিতেন যত হোক পর।
মানুষের কথা হৃদয় দিয়ে শুনতেন,
দ্বীন কায়েমের তরে উল্কার মতো ছুটতেন।
মানুষের সুখ-দুঃখের তিনি ছিলেন সাথী,
চলে গেলেন রেখে বহু স্মৃতি।
আল্লাহর কাছে করি মুনাজাত,
নাজাত দাও তাঁকে, দাও জান্নাত।

পরিচিতি ঃ
কবি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি
কালিগঞ্জ উপজেলা শাখার নায়েবে আমীর

ধূসর আলপনা

দ্বীনদার সাদী

চারিদিকে অভিশাপের ঘন কুয়াশা
পথ-প্রান্তরে মানুষের হাহাকার
বাতাসে অশ্লীলতার কুৎসিত গন্ধ
পৃথিবী দাঁড়িয়ে। আগামীর প্রতীক্ষায়।
ধুসর গুমোট আবরন ভেদ করে এলে তুমি,
মুসাফির বেশে।
সভ্যহীন সমাজে বোবা কান্নার গোঙানি
তীক্ষ্ণ কামড় বসাল তোমার হৃদয়ে
কংক্রীটের মতো শক্ত হলো কোমল দেহটি
অঞ্জলি ভরে পান করলে কলংকের সুধা।
তৃপ্ত হলো, অতিতৃপ্ত
কাটল মরিচীকার বাঁধ
অঙ্কুরিত হলো আলপনার আঁচড়ে-
একটি চেতনা
একটি শপথ
একটি শ্লোগান
কাঁপা হাতে ধরলে নিঃশেষ প্রায় নিশানটি
বুকের উত্তাপ দিলে কোলের শিশুর মতো
নেতিয়ে পড়লো ও
তারপর.....
কালের গতিতে
নিয়তীর নিশ্চিত আহবানে সাড়া দিলে তুমি।
তখন চেতনা হলো জাতির
খুঁজতে লাগলো তোমাকে
স্মৃতির মুক্ত বাতাবরণে।

কবি ঃ সম্পাদক, দুর্বার, সাহিত্য পাত্রিকা

একটি ফুল

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন

সাতক্ষীরারই ফুলবাগানে
ফুটিল ফুল কত,
একটি ফুলই পাগল করলো
ভ্রমর শত শত।
সকাল-বিকাল গভীর রাতে
সেই ফুলেরই পাশে,
দূর-দুরান্ত থেকে কত
পাখ পাখালী আসে।
নদী মাতৃক বাংলাদেশটা
সবুজ ছায়ায় ঘেরা,
হাজার দা'য়ীর মাঝে যেন
তিনিই মোদের সেরা।
শত ভাবনার মাঝে আমি
তাহার কথা ভাবি,
তাহার ছবি হৃদয় মাঝে
আপন মনে আঁকি।
এই জনমে জানি তোমায়
পাবো না আর ফিরে,
তবু তোমার দাওয়াতী কাজ
রবে হৃদয় ঘিরে।

কবি ঃ বাড়ি-বালিথা, সাতক্ষীরা।

শামসুর রহমান

বেদুঈন মোস্তফা

সাতক্ষীরাবাসীর হৃদয়ের মনি হে শামসুর রহমান,
তোমার স্মৃতি চির জাগরুক আছে সদা বহমান।
স্বচ্ছ সলীলে বহিছে সদা হৃদয় ফল্গুধারা,
তোমার বিহনে সাতক্ষীরাবাসী হয়ে আছে পাগলপারা।
তুমি ছিলে হিরা আলোকে সত্য পথের বীর,
মিথ্যার কাছে নোয়াওনি কভু তব উন্নত শীর।
জেল জুলুম রক্ত চক্ষুর করণিক কভু ভয়,
তুমি দেখায়েছ সত্যের কাছে মিথ্যার পরাজয়।
বাতিলের কাছে পেয়েছি আঘাত মলিন হয়েছে মুখ,
তোমার শান্তনার পরশ পেয়ে ভুলেছি সকল দুখ।
আজি ভেবে ভেবে হয়ে যাই সারা তোমার স্মৃতিখানি,
চিরজাগরুক হয়ে আছে আজো তোমার মুখের বাণী।
ভয় নাই ওরে ভয় করোনাক সত্যের হবে জয়,
ধরণার বুকে সারাটি জীবন মিথ্যার হয়ে ক্ষয়।
তোমার দেখা পথ বুকে নিয়ে আজি আমরা বেঁচে আছি,
তুমি চলে গেছ জান্নাত পানে ছিড়ে ধরণীর কাছি।
নিজের জীবন আমাদের তরে করে গেছ তুমি দান,
তোমার জন্য শারাবান হাতে দাঁড়িয়ে আছে গেলেমান।
সাতক্ষীরাবাসী দু'হাত তুলে দোয়া চাহে দয়াময়,
তৌহিদের বীর তোমার যেনগো বেহেস্ত নসীব হয়।

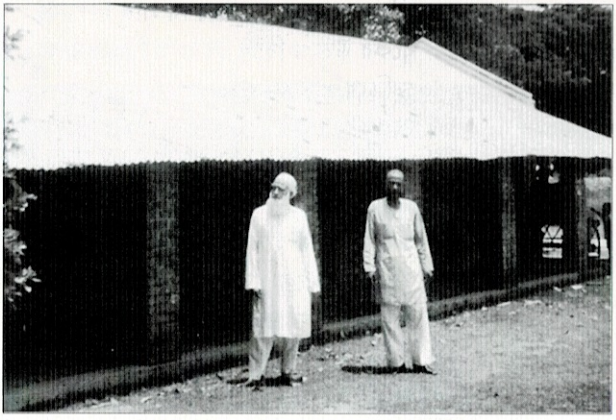

সাতক্ষীরায় নিজ নির্বাচনী এলাকায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

কে এল ?

মোঃ আতাউর রহমান

সত্য-ন্যায়ের মশাল হাতে
দ্বার ঠেলে কে মারল উকি ?
উঠল জ্বলে আলোর শিখা
মোর জীবনের সব দিকে।
আঁধার নেশে রাতের শেষে
পূর্ব গগনে উঠলো ভানু ,
ইসলামের ঠিক দিকটা চিনে
চলতে আমি তাই পারিনু।
কোন সে জনার মুখের ছবি
মন কাননে উঠলো ভেসে ?
হৃদয় কমল ফুটলো ঝিলে
উঠলো বিলে শাপলা হেসে।
বন্ধ ঘরের রুদ্ধ তালা
করল কে বা মুক্ত আজি।
জাহেলিয়াতের বাষ্প বিষে
ভর্তি যখন সাতক্ষীরাটা,
সেই সময়ে কোরআন হাতে
জ্বাললো কে বা অহির ছটা ?

তোমাকেই মনে করে

মুহাম্মদ বালার্ক

ঘোর অমানিশায় এসেছো তুমি হয়ে এক বিন্দু আলো,
ছড়াতে সে আলো ঘর থেকে ঘর সে আলোর প্রদীপ জ্বালো।
সুমহান সেই স্রষ্ঠার দেয়া আদেশ করতে পালন,
বিপ্লবী তুমি, অগ্রজ তুমি, পুণ্যই তব চয়ন।
যে আদেশ মোদের দিয়েছেন খোদা সঠিক পথের তরে,
জীবন বাজি ধরেই তুমি সে আদেশ প্রচারে।
কত চড়াই-উৎরাই মাড়িয়েছো সে পথে করেছো কারাবরণ,
সত্য পথের পথিক তুমি, তোমায় করি স্মরণ।
তাওহীদের বানী করতে প্রচার, নিরলস তুমি কর্মবীর,
ইসলামের এক সৈনিক তুমি, চির উন্নত তোমার শির।
নেতৃত্বের সৎ গুনাবলীতে তুমি ভূষিত হয়েছো বারং বার,
মোরা করব স্মরণ, পথ চলতে খোদার
তোমার মতই সৎ মানুষ হবার।

কবি ঃ ঢাকা কলেজ, অনার্স প্রথম বর্ষ।

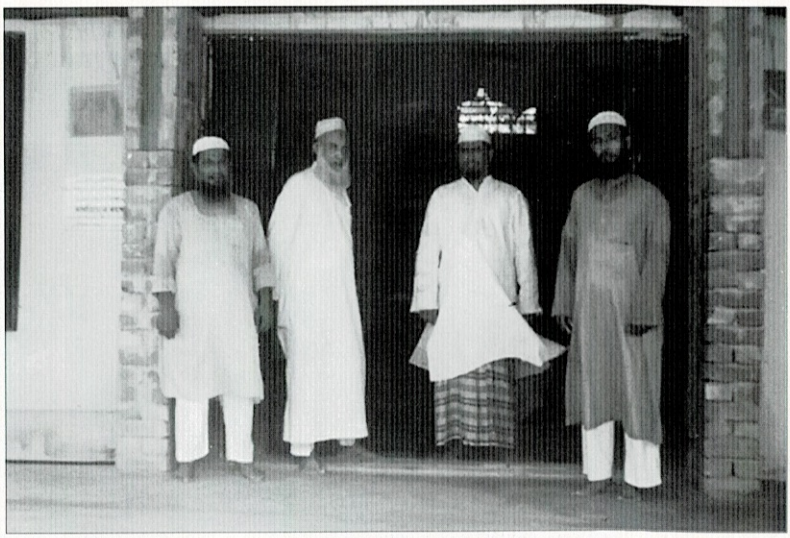

পাটকেলঘাটা আল-আমিন মাদ্রাসা পরিদর্শন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

ফুলের জন্ম

মোঃ আব্দুর রহমান

একটি ফুলের জন্ম
নব যুগান্তে
ইসলামেরি খাদেম তিনি
পথ প্রান্তে।
হক কথা সঙ্গী যাঁর
হক কথা বলতেন,
মিথ্যাচারকে নির্মূল করতে
রাজনীতি করতেন।
সাতক্ষীরাতে জন্ম তাঁর
সঠিক পথের জন্যে,
ইসলামেরি খাতিরে
জামাত করতে বলতেন।
নবীগনের সরদার আমার
পেয়ারে নবী (সা.),
তাঁর আদর্শের প্রতিফলন
শামসুর রহমানের জীবন ছবি।
যুগ যুগান্তে ফুটবে ফুল
ছড়াবে সুঘ্রান,
ইসলামেরি এমন ফুল
প্রভু আরো করো দান

কবি ঃ মেসার্স নাসীর ফার্মেসী
বি.এল.এস. রোড,
মংলা, বাগের হাট।

বীর সেনানী কাযী শামসুর রহমান

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

আল্লাহর পথে জীবন যাঁর কেটেছে দিবাযামী
সত্যের পথে নিজেকে রেখেছেন সদাই অনুগামী
তিনি হলেন অকুতোভয় বীর সেনানী
কাযী শামসুর রহমান
রাসুলের সাহাবার জীবন চরিত তাঁর মাঝে বহমান।
আমরা দেখেছি উদিত সূর্য, চন্দ্র তারার মত
আমরা দেখেছি সত্যের সন্ধানে নির্ভিক অবিরত
আমরা দেখেছি আলোর মশাল দ্বীন কায়েমের তরে।
পাইনিকো কোথাও অলস হতে কিংবা অবসরে।
পূর্বাকাশে সন্ধ্যা তারা আর পূর্ণিমারই চাঁদ
তেমনি ছিল ঈমান তোমার মজবুতও নিখাঁদ।

কবি ঃ উপাধ্যক্ষ,
বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশানাল ক্যাডেট মাদরাসা।

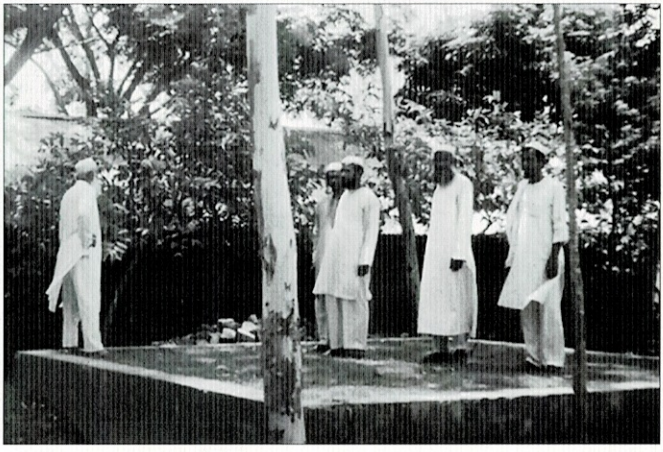

সাতক্ষীরায় নিজ নির্বাচনী এলাকায় একটি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

তোমারই স্মরণে

মোঃ বাবর আলী সরদার

শামসুর রহমান ফুলের সমান
ধরায় জন্ম নিলে,
সেই ফুলেরই গন্ধ ছাড়িয়ে
পাগল বানিয়ে দিলে।
আল্লাহর রাস্তায় মানুষ গড়ার
তুমিই কারিগর,
জ্বেলেছো আলো সাতক্ষীরাতে
তোমার প্রতিভার।
কারো থেকে নাওনি কিছু
দিয়েই শুধু গেছ,
মরেও তোমার ভক্তের কাছে
অমর হয়ে আছো।
স্মরনীয় বরণীয়
তুমি সাতক্ষীরার,
দু'হাত তুলে দোয়া করি
তোমারই আত্মার।

কবি ঃ স্বভাব কবি
তারালী, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

সাতক্ষীরার উজ্জ্বল নক্ষত্র

এম.এ. রাজ্জাক মদিনাবাদী

সেই মানুষটি আর আসবে না কখনো কাছে
জীবন যে বিলিয়ে গেছে সমাজেরই কাজে।
যা কিছু ছিল তা দিয়ে গেছে সবার মাঝে
দ্বীনের পথে কান্ডারী হতে হাতে ধরেছে হাল
বীর কর্মী হিসাবে অটুট ছিল যে মনোবল।
এলাকার কাজ করে রেখে গেছে যে বহু স্মৃতি
মৃত্যু অন্তে মানুষের অন্তরে জ্বলছে সেই বাতি।
কাযী শামসুর রহমান আর না কহিবে কথা
সে কথা ভেবে মনে পাই যে বড় ব্যথা।
ভেবে দেখ ভাই তার কথা সাতক্ষীরা এলাকা ঘুরে
জ্ঞানের প্রদীপ শিক্ষা জ্বলছে যে ঘরে ঘরে।
রাস্তা, কালভার্ট, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কত হয়েছে বল
সাতক্ষীরা এলাকা ভাই একবার ঘুরে আসি চল।
সাতক্ষীরার উজ্জল নক্ষত্র ইছামতিতে গেল হারিয়ে
জীবন সন্ধ্যায় চলে গেল এলাকাবাসীকে কাঁদিয়ে।

সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

বিশ্লেষণ

মিসেস সুলতানা রনজু

কাননের মধ্যে তুমি গোলাপ মধ্যমনি
জীবনের স্রোতে বহমান সত্যের বজ্র ধ্বনী।
শান্ত তব অবয়ব ধর্মের উজ্জল জ্যোতি,
মননে তোমার বিকশিত পূর্ণ ন্যায়ের দীপ্তি।
ছুটির ঘন্টার মতই তুমি কাম্য মোদের কাছে,
রত্ন তুমি মানবতায় দুঃখী নিপীড়িতদের মাঝে।
রনাঙ্গনে তুমি খোদার বীর সিপাহ সালার,
হটিয়ে দাও যারা শত্রুতা করে আল্লাহ তা'আলার।
মানুষের মিছিলে তুমি সত্য ন্যায়ের দিশারী,
তা স্মরন করব চিরদিন আমরা তোমারই অনুসারী।

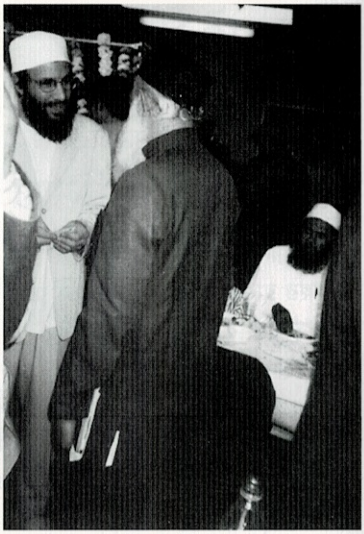

লন্ডনে প্রবাসীদের সাথে
কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ফুলকুঁড়ি আসরের খুলনা বিভাগীয় লিডারশীপ ট্রেনিং ক্যাম্পে বক্তব্য রাখছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

অমনিশার তারা

জি. এম. নজরুল ইসলাম

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক
বিশ্ব মানবতা হচ্ছিল ভূলুণ্ঠিত
গুমরে গুমরে কাঁদছিল সত্যের বানী
অকটোপাশের মত জাপটে ধরেছিল
মিথ্যার নগ্ন থাবা।
ঠিক সেই সংকট সন্ধিক্ষনে তুমি
ধ্রুবতারার মত উদিত হলে
বঙ্গ মায়ের কোল আলোকিত করে।
অশিক্ষা আর অপসংস্কৃতির অভিশাপ
থেকে জাতিকে দিলে পরিত্রাণ
আমরণ তুমি দেখিয়ে গেলে
ইসলামের আলোর পথ
বিলিয়ে দিলে জীবনের সবটুকু।

কবি ঃ ইসলামিক ষ্টাডিজ
তৃতীয় বর্ষ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়।

আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান

মোহাম্মদ আলী

আল্লাহর নাম স্বরণ করে ধরিলাম কলম লিখব বলে,
লইলাম শপথ ৮৯ সালে বিবেক বুদ্ধি তোমার ছিল বলে।
হাজার রুকন সাতক্ষীরাতে আজ তোমার কথা স্বরণ করে,
জাহিলীয়াতের কবর দিয়ে তারা যে অজ জামায়াত করে।
কালের আবর্তনে সাতক্ষীরা বাসী পেয়েছে তোমাকে এ সুন্দর ভূবনে,
জীবনের সাফল্য পাওয়ার পথ পেয়েছি আমরা তোমার চরণে।
শান্তির ফলগুধারা সারা সাতক্ষীরা বাসী পাবে চির দিন,
মানুষের মত মানুষ হয়ে যেন পরিশোধ করতে পারি তোমার ঋণ।
সুরত সেকেল পাল্টে গেচে সাতক্ষীরা সহ সুন্দর বন,
রহমান যিনি বসে আছেন শান্তি দিবেন তোমাকে সর্বক্ষণ।
রত্ন তুমি, স্বপ্ন তুমি, আদর তুমি, সোহগ তুমি উন্নয়নের রুপকার,
হাজার কাজের সন্ধান তুমি দিয়েছ মোদের বারংবার।
মানুষের মাঝে পরিচিতি আছে তুমি ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার,
নতুন প্রজন্ম জানবে যেমন ছিলে তুমি কারা বরণ কারী, তেমনী ছিলে এম.পি. বারবার।
সাধারণ মানুষের মত সাতক্ষীরাতে তুমি কখনও ছিলে না,
বেহেসাব সময় ব্যয় কখনও তুমি জীবনে করতে না।
কলেজ জীবন থেকে তুমি যেমন ছিলে নিরলশ সমাজ কর্মী,
এমনি ভাবে বেরিয়ে আসুক নুতন প্রজন্ম থেকে অসংখ্য কর্মী।
মানবতার দুঃখ কষ্ট ব্রথা বেদনা লাঘব হবে দুনিয়া ও আখেরাতে
পিয়াও আল্লাহ অমৃত সুধা কাজী ভাইকে দুনিয়া ও জান্নাতে।

কবি ঃ সাবেক আমীর, সাতক্ষীরা সদর, পূর্ব শাখা।

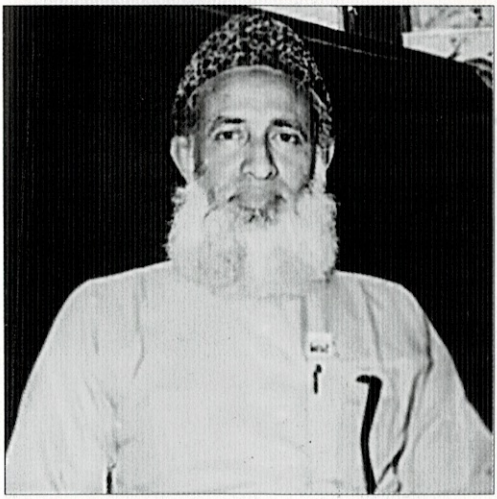

প্রতীক্ষার প্রহর

কানিজ বিনতে রজব

সাতক্ষীরার এক গৌরব গাঁথা তুমি
আলহাজ্জ কাযী শামসুর রহমান
তোমার কথা, কাজ ও আদর্শ
হয়ে থাকবে চির অম্লান।
তোমারই পরশে জেগে ওঠেছিল
অজ্ঞতার অন্ধকারে আবদ্ধ
বিপথগামী মানব কুল।
অতি সাধারণের মাঝে তুমি
এক অসাধারণ উপহার
শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমরা
তোমার সকল মানবহিতকর অবদান।

আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান স্মরণে

একটি ইসলামী গজল

কাযী শামসুর রহমান
খোদার দ্বীনের এক নিবেদিত প্রাণ (২)
তুমি ছিলে নির্ভিক
সত্যের সৈনিক (২)
সাতক্ষীরার কৃতি সন্তান
কাযী শামসুর রহমান
খোদার দ্বীনের এক নিবেদিত প্রাণ (২)
তোমার ঈমান ছিল শক্ত
রেখে গেছ শত শত ভক্ত (২)
প্রেমের বাঁধন ছিল খোদার সনে
ইসলামী হুকুমাত আন্দোলনে (২)
কাযী শামসুর রহমান
খোদার দ্বীনের এক নিবেদিত প্রাণ (২)
প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে
তুমি শুধু কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে (২)
এমন জীবন তুমি করেছ গঠন
মরণেও হেসেছ তুমি কেঁদেছে ভুবন (২)

কবি ঃ মাওলানা রবিউল ইসলাম
সাবেক শিক্ষক, মুসলেমা আদর্শ একাডেমি

অম্লান তুমি

আশরাফুল হক রাজ্জাক

দিবস আসে আর যায় যে চলে
দিবা মিশে যায় রাতে,
আলো বিলায় দিনে দিবাকর
চন্দ্র ছড়ায় নিশিতে।
ফুল কাননে আজ যে পুষ্প
কাল সে ছিলো কুঁড়ি,
দিবস ভরে ছড়িয়ে সুবাস
যাবে আবার ঝরি।
তুমিও তেমন এসেছিলে ধরায়
আলোক শিখা লয়ে।
ছড়িয়ে ছিলে সে আলো
অবিরাম ছুটে ছুটে।
পেয়েছে মানুষ দ্বীনের আলো
আঁধার গেছে টুটে।
তাই মানুষের হৃদয় থেকে
কবু মছবে তব নাম
অম্লান রহিবে চিরকাল।

অসহায় বিধবা মহিলাদেরকে সেলাই মেশিন দিচ্ছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

সিপাহসালার

সরদার মুহা. সাইফুল্লাহ

দ্বীন কায়েমের সিপাহসালার
করতে দ্বীনের কাজ,
ব্যস্ত ছিলে সারাটা দিন
সকাল বিকাল সাঁঝ।
দু'চোখ ভরা স্বপ্ন ছিল
নিয়ত পরিপাটি,
সাতক্ষীরাতে গড়তে হবে
আন্দোলনের ঘাঁটি।
আন্দোলনের মাঠে তুমি
ছিলে সদা দৃঢ় চেতা,
কষ্ট, ক্লেশ, চেষ্টা তোমার
তাই যায়নি বৃথা।
উথাল গাঙে বাইতে তরী
তুমি শক্ত মাঝি,
ন্যায় বিচারক ছিলে তুমি
নামটি তোমার কাযী।
জীবন নদীর ভাটির টানে
কোথায় গেছো তুমি ?
তুমি ছাড়া বিস্বাদ লাগে
সাতক্ষীরার এই ভূমি।

কবি ঃ গ্রামঃ খানপুর
উপজেলাঃ শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

বীর মুজাহিদ

ডাঃ মোঃ আব্দুল জলিল

বাংলা মায়ের কৃতি ছেলে
সাতক্ষীরা জেলার গর্ব,
চলে গেলে ভাই নিয়তির ডাকে
নসিব হোক স্বর্গ।
সংসদ সদস্য হয়েছো তুমি
পর পর তিন বার,
জন সমক্ষে অবদান তোমার
তুলনা যার নাই আর।
ইসলামের আদর্শে নিবেদিত প্রান
উৎসর্গ করেছো জীবন,
ইসলামের বীর মুজাহিদ তুমি
রাখব মোরা স্মরন।

অনবদ্য উপমা

সালাহ-উদ্দীন আহমেদ

হে নির্ভীক নিশ্চায়ক !
তোমাকে সকল উপমার উর্ধ্বে রেখেছি
তুমি দূর থেকে দুরান্ত-
সীমা শেষে সীমাহীন.....
উপমায় বাঁধতে তাই অন্তর কাঁপে

কবি ঃ সহকারী সম্পাদক, দুর্বার সাহিত্য পত্রিকা।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের
সাথে কাযী শামসুর রহমান

আমার দৃষ্টিতে ঃ কাযী শামসুর রহমান

মোঃ মোজাম্মেল হক (আবু শাহানা)

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে সাতক্ষীরা জেলায়
তোমার জন্ম, হে কাযী শামসুর রহমান।
হেথায় জন্মিয়া সাতক্ষীরাকে করিয়াছ ধন্য,
আরও দশ জনের মধ্যে তুমি এক অনন্য।
কতই না গ্রামের মাঝে কেটেছে তোমার সারাটি জীবন।
যাহার মধ্যে জানা নাই
তোমার বাল্য জীবন।
তোমার চিন্তায় ছিল মানুষকে কিভাবে সত্যিকার মানুষ বানানো যায়।
কি করে সকলকে এক সাথে আল্লাহর সান্নিধ্যে নেওয়া যায়।
কত মানুষ আছে যারা দ্বীন বোঝে না তাদেরকে দেখায়েছো তুমি সঠিক পথের ঠিকানা
হে কাযী শামসুর রহমান, তুমি সাতক্ষীরা সহ সারা দেশের সম্মান।
সাতক্ষীরা উন্নয়নে তোমার ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা কতই না স্বপ্ন ছিল, এই সাতক্ষীরাকে নিয়ে।
সাতক্ষীরার রাস্তা-ঘাট ব্রীজ কালভার্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার আর খেয়াঘাট।
সবই তোমার চিন্তায় হয়েছে সাজানো সাতক্ষীরার উন্নয়নে তোমার অবদান মোরা ভুলবনা কখনো।
তোমার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত ব্যয় করিয়াছ দেশ ও দশের জন্য তুমি শুধু সাতক্ষীরা নও
সারা বাংলা তোমার জন্য ধন্য।
তুমি ছিলে একজন ন্যায় বিচারক তোমার নীতির কাছে ভয় পেত প্রশাসক।
তোমার সমগ্র কর্ম জীবনটা ছিল যেন নব নব অভিযান।
বলিষ্ট নেতৃত্ব দিয়ে করেছো শত সমস্যার সমাধান
সাতক্ষীরা বাসীর কাছে তুমি কতই না প্রিয়, মোদের ভালবাসা আর ছালাম খানি নিও।
তোমার স্বপ্ন ছিল সাতক্ষীরায় ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতি করা।
বাস্তবে আজ তাহা সকলের কাছে সমৃদ্ধে ভরা।
তোমার প্রচেষ্টায় সাতক্ষীরায় এসেছিল ইসলামী ব্যাংক।
মোসলেমা কিন্ডার গার্টেনের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য তোমকে থ্যাঙ্কস্
তোমার জীবনের কিছু অংশ বিদ্যা পিঠে করিয়াছ শিক্ষাদান।
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে পেয়েছে উচ্চাসন।
তোমার মত শিক্ষকের কাছে লভিয়াছে যারা জ্ঞান,
ভুলিবে না কখনো তোমার স্মৃতি করিবে সদা সম্মান।
সারা বাংলার মধ্যে তুমি এক ভিন্নধর্মী সংগঠক।
সকল কাজের তোমায় দেখছি তুমি একজন বলিষ্ঠ কর্মঠ।
তুমি দক্ষিণ বাংলার অবকাঠামো উন্নয়নের রুপকার দিয়েছ অনেক বুভুক্ষ মানুষের জীবিকা
যারা ছিল বেকার।
তুমি বিশিষ্ট সমাজ সেবী ইসলামী চিন্তাবিদ।

ইসলামী চর্চায় দেখায়ে দিয়েছ নানান তাজবীদ।
তোমার সব চেয়ে বড় পরিচয় তুমি একজন নন্দিত নেতা, তুমি সারা বংলার না হও হয়েছ সাতক্ষীরাবাসির পিতা।
একধারে তিন তিন বার হয়েছ সংসদ তোমাকে জানাই প্রাণ ঢালা ছালাম ও মুবারকবাদ।
অসুস্থতা তোমাকে বন্দি করেছে সকল কাজের এই তো অবসান।
মন হয়তো মানেনা বন্ধি জীবন, তবু মেনে নিতে হবে এটাই আল্লাহর বিধান।
ময়দানে এখন শরিয়তের খেলাফ চলছে অবিরাম।
তা থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তোমাকে হয়ত দিয়েছে পরিত্রাণ।
তোমার জীবনের কতই কল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি আজো।
সেই মর্ম বেদনা ভুলে গিয়ে আজ মহান স্রষ্টার স্মরণে সার্বক্ষণিক মজো।
আমরা রয়েছি তোমার হাতে তৈরী ইসলামী বীর সৈনিক।
দোয়া করো মোদের জন্য যেন মোরা তোমার স্বপ্ন গুলির বাস্তবায়ন সময় দেই দৈনিক।
প্রার্থনা করি, হে প্রভূ দয়াময়, তোমার মহিমা বোঝা বড় দায়।
মোদের নন্দিত নেতাকে, দিও আখেরাতে চির সুখের জান্নাতের রায়।

শিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি বর্তমান ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর রফিকুল ইসলাম খানের সাথে কাযী শামসুর রহমান

নিজ বাসভবনে ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন কাযী শামসুর রহমান

জীবনে যা দেখলাম -ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৮৪-১৯৯৩)

অধ্যাপক গোলাম আযম

সাবেক এম.পি. ও সাতক্ষীরা জেলার সাবেক আমীর কাযী শামসুর রহমান দীর্ঘ ছয় বছর রোগভোগের পর ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ শুক্রবার সকালে চিরবিদায় নিলেন। ৬৯ বছর বয়সে তাঁর বহুমুখী কর্মময় জীবনের অবসান হলো।

১৯৬১ সালে তিনি আমার হাতেই জামায়াতের সংগঠনভুক্ত হন। সে হিসেবে তিনি ইসলামী আন্দোলনে আমার ৪৫ বছরের ঘনিষ্ঠ সাথী। সদা হাসিমুখ এ সাথীর সাথে দেখা হলে প্রায়ই বলতেন, 'আপনার হাত ধরেই আমি এ পথে এসেছি'।

তাঁর মতো কর্মবীর মানুষ কমই দেখা যায়। ইসলামী দাওয়াত ও সংগঠনের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি এলাকার উন্নয়ন, জনগণের খিদমত ও সমাজসেবামূলক কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। এ কারণেই তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন। সাতক্ষীরা জেলার সদর আসন থেকে ১৯৮৬, '৯১ ও '৯৬ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০১ সালেও জামায়াত তাঁকেই নমিনি করতে চেয়েছিল। তাঁর অসুস্থতার দরুন তা সম্ভব হয়নি।

যে ছয় বছর তিনি অসুস্থ ছিলেন, সুস্থ থাকলে সে বছরগুলোতে আরো অনেক কাজ করতে পারতেন। আমার আফসোস হয় যে, এ কর্মপাগল মানুষটি স্বাস্থ্যের প্রতি সামান্য যত্নবানও ছিলেন না। হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে; কিন্তু সুস্থ থাকার দায়িত্ব আমাদের। স্বাস্থ্যবিধি আল্লাহরই তৈরি। তা অমান্য করলে এর জের পোহাতেই হয়। হার্টের বাইপাস অপারেশনের পরও তিনি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রাম না নিয়ে কর্মব্যস্ত থাকতেন বলে তাঁর বড় ছেলের কাছে শুনেছি। আমি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র.)-এর নসীহত অনুযায়ী সবাইকে পরামর্শ দিই যে, স্বাস্থ্য আল্লাহর সেরা নিয়ামত। এর যত্ন ঠিকমতো করা আমাদের দায়িত্ব।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল নেক আমল কবুল করুন এবং তাঁর দীর্ঘ রোগযন্ত্রণাকে সকল ভুল-ত্রুটির কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁকে তাঁর রহমতের পাত্র বানিয়ে নিন।

জানাযার পূর্বে খাটিয়াতে তাঁর চেহারা দেখে এত সুন্দর লাগল যে, ভালোবাসার টানে কপালে চুমু দিতে বাধ্য হলাম। রাসূলও (সঃ) প্রিয়জনের কপালে চুমু দিতেন।

আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ঃ

গ্রামের কাগজ

সাতক্ষীরার বারবার নির্বাচিত এমপি কাযী শামছুর রহমান আর নেই

কাজী দুলাল, সাতক্ষীরা থেকে : সাতক্ষীরার কৃতি সন্তান একাধিকবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান আর নেই। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর শুক্রবার সকাল ৬ টা ৪০ মিনিটে ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী কাযী শাসছুর রহমান ১৯৮৬, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ এর ১২ জুনের নির্বাচনে সাতক্ষীরা সদর আসনে

স্কুল, সাতানি-ভাদড়া হাইস্কুল, সাতক্ষীরা পল্লী মঙ্গল হাইস্কুল, সাতক্ষীরা নাইট হাইস্কুল এবং কালিগঞ্জ হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, কুয়েত, ভারত, নেদারল্যান্ড, সৌদি আরবসহ বহুদেশ সফর করেন। আলহাজ কাযী শামছুর রহমান রাজনৈতিক কারণে একাধিকবার কারাবরণ করেন। তিনি ১৯৯৯ তে হৃদরোগে এবং ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে একাধিকবার ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ভারত এবং ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সৎ ও নির্লোভ ব্যক্তি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী চামেলী খাতুন ৬ পুত্র ও ৪ কন্যাসহ বহু আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ঢাকায় একাধিক নামাজে জানাযার পর মরহুমের মরদেহ শুক্রবার রাতে তাঁর নিজস্ব বাস ভবন সুলতানপুর গ্রামে আনা হয়। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টায় মরহুমের নামাজের জানাজা শহরের পিটিআই মোড় সংলগ্ন পি.এন হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। ইমামতি করবেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ।

উল্লেখ্য কাযী শামছুর রহমান দৈনিক গ্রামের কাগজের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি কাজী দুলালের মামা। এদিকে তার মৃত্যুতে শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবার এবং শোকাহত সাতক্ষীরাবাসীকে সমবেদনা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আমানউল্লাহ আমান সাতক্ষীরা সদর আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক ,তালা-কলারোয়া থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব হাবিবুর ইসলাম হাবিব, আশাশুনি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলানা এ এম রিয়াছাত আলী, দেবহাটা-কালিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কাজী আলাউদ্দীন, শ্যামনগর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম এবং সাতক্ষীরা সদর এমপির ব্যক্তিগত সহকারী ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামছুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী মুহাঃ নজিবুল্ল্যাহ।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

কাযী শামসুর রহমান ছিলেন একটি জীবন্ত সংগ্রামের ইতিহাস

মরহুম কাজী শামসুর রহমান ছিলেন ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার। তিনি জীবনে যা কিছু করে গেছেন সবই ছিল কল্যাণকর। তিনি ছিলেন একজন পুরোপুরি মুমিন। স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত মরহুম কাযী শামসুর রহমানের স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি উপরোক্ত কথা বলেন। ঢাকাস্থ বৃহত্তর খুলনা ফোরাম এবং কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন গত ২৮ এপ্রিল এ সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক এমপি শেখ আনসার আলী। বক্তব্য রাখেন- মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, মুফতি আব্দুস সাত্তার এম.পি, মোশাররফ হোসেন, ডা. মতিয়ার রহমান, ডা. আতিয়ার রহমান, ড. গোলাম রসুল মিয়া, শেখ শাহজাহান উদ্দিন, কাযী সিদ্দিকুর রহমান, শেখ আল আমিন, অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, ড. মাওলানা আব্দুল আজিজ, হোসনে আরা প্রমুখ।

কামারুজ্জামান বলেন, মরহুম কাযী শামসুর রহমান ছিলেন একটি জীবন্ত সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি ছিলেন খুলনা অঞ্চলের ইসলামি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৎ। উল্লেখ্য মরহুম কাযী শামসুর রহমান তৃতীয় পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন।

দৈনিক সংগ্রাম

কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকাল

স্টাফ রিপোর্টার : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য সাতক্ষীরার অবিসংবাদিত জনদরদী নেতা সাবেক সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমান আর নেই। গতকাল শুক্রবার সকল ৬ টায় ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে তিনি ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমানের বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি স্ত্রী, ৬ পুত্র, ৪ কন্যাসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা মহানগরীর মীরপুরে অবস্থিত ফুরফুরা শরীফের দারুস সালাম মসজিদ প্রাঙ্গনে মরহুমের ১ম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক। নামাজে জানাযায় শরীক হন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডিপুটি স্পীকার আকতার হামিদ সিদ্দিকী, জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর মাওলানা এ কে এম ইউসুফ, নায়েবে আমীর মকবুল আহমেদ, অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লা, প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা সরদার আবদুস সালাম, মাওলানা নজরুল ইসলাম এডভোকেট, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, এডভোকেট শেখ আনছার আলী, দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ, সাইফুল আলম খান মিলন, ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, নায়েবে আমীর এডভোকেট জসীমউদ্দিন সরকার, সহকারী সেক্রেটারী নূরুল ইসলাম বুলবুল, মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় মজলিস শূরার সদস্য ও অফিস সেক্রেটারী অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম প্রমুখ।

নামাযে জানাযার পূর্বে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ডেপুটি স্পীকার আখতার হামিদ সিদ্দিকী বলেন, মরহুম কাযী শামসুর রহমান সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনবার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি দেশ ও জাতির খেদমতে বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন, যা জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তার মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক জরদরদী নেতাকে হারালো। তার এই শূন্যতা সহজে পূরণ হবারনয়।

অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনকে মজবুত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। তাঁর এ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মুজাহিদ সাতক্ষীরায়

ঢাকায় গতকাল নামাযে জনাযা শেষে মরহুমের লাশ তার জন্মস্থান সাতক্ষীরা শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮ টায় সাতক্ষীরার সুলতানপুর পিএন হাই স্কুল মাঠে মরহুমের দ্বিতীয় নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। এতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ শরীক হবেন। নামাযে জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

মরহুম কাযী শামসুর রহমান ১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারি সাতক্ষীরা শহরের সুলতানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে বিএড পাস করে কালীগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে এম.এড পাস করেন এবং ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৬১ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালে রুকন হন।

তিনি ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে পর পর তিনবার সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বৃহত্তর খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও পরবর্তীতে সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাংগঠনিক কাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে মরহুমের বিরাট অবদান রয়েছে।

শোকবাণী

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে পরপর তিনবার নির্বাচিত সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজহিদ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তাঁরা বলেন, মরহুম কাযী শাসসুর রহমান আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তিন তিনবার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে সাতক্ষীরার জনগণের বিরাট খেদমত করে গিয়েছেন। তিনি স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন।

মরহুম একজন বলিষ্ঠ সংগঠক হিসেবে সাতক্ষীরা অঞ্চলে জামায়াত ইসলামীর সাংগঠনিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বিরাট অবদান রেখে গিয়েছেন। তাঁর অবদানের জন্য তিনি সাতক্ষীরাবাসীর নিকট স্মরণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকবেন। তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। তাঁরা মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

জামায়াত ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক এমপি কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন খুলনা মহানগর জামায়াতের নেতৃবৃন্দ। বিবৃতিদাতারা হলেন, খুলনা মহানগরী আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি, সেক্রেটারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, নায়েবে আমীর অধ্যাপক আঃ মতিন, শফিকুল আলম, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী এ্যাডঃ শেখ আঃ ওয়াদুদ, মোঃ আহাদ আলী, এডভোকেট শাহ আলম, শেখ রেজাউল হক, খন্দকার আঃ খালেক প্রমুখ।

শ্রমিক কল্যাণের শোক

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সংবাদপত্রে এক যুক্ত বিবৃতিতে সাবেক এমপি কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকাল গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, মরহুম কাযী শামসুর রহমান ছিলেন আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন নির্ভিক সৈনিক। দ্বীন কায়েমের জন্য তিনি যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে দ্বীনের আদর্শ মানুষ হিসেবে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ বার বার সাধারণ মানুষ তাকে এমপি নির্বাচিত করা। নেতৃবৃন্দ বলেন, তিনি সাধারণ মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমরা মরহুমের দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে আল্লাহ তায়াল যেন কবুল করে জান্নাতবাসী করেন এই দোয়াই করছি। নেতৃবৃন্দ মরহুমের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং দ্বীনি ভাইদের ধৈর্য্য ধারনের তাওফিক কামনা করেন।

জেলামন্ত্রী এমপিদের শোক

তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে নির্বাচিত সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য কাযী শামছুর রহমানের মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবার ও শোকাহত সাক্ষীরাবাসীকে সমবেদনা জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছেন সাতক্ষীরা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী আমানউল্ল্যাহ (আমান) এম.পি. সাতক্ষীরা সদর আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক, তালা-কলারোয়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবীব, আশাশুনি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মাওলনা এ এম রিয়াছাত আলী, দেবহাটা-কালীগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কাজী আলাউদ্দীন, শ্যামনগর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম এবং সাতক্ষীরা সদর এমপির ব্যক্তিগত সহকারী ও সাবেক সংসদ সদস্য কাযী শামছুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী মুহাম্মদ নজিবুল্যাহ। তারা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

জেলা জামায়াত নেতৃবৃন্দের শোক

জামায়াতের ইসলামী সাবেক সাতক্ষীরা জেলা আমীর ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে তার শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন এবং মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করে বিবৃতি দিয়েছেন সাতক্ষীরা জেলা আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, জেলা নায়েবে আমীর অধ্যাপক মইনুল হক, মুহাদ্দিস মাওলানা রবিউল বাশার, জেলা সেক্রেটারী নুরুল হুদা, জেলা চাষী কল্যাণ সমিতি ও ইসলাম প্রচার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা রফীকুল ইসলাম, জেলা প্রচার সেক্রেটারী অধ্যক্ষ আলতাফ হুসাইন, বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল বারী, সেক্রেটারী মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান, আদর্শ শিক্ষক পরিষদের জেলা সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম মুকুল, সেক্রেটারী অধ্যক্ষ মুরাদুল হক, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এডভোকেট আজীজুল ইসলাম, সেক্রেটারী আব্দুল আজীজ, জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য মাহবুবুল আলম, ডাঃ নুরুল আমীন,

জামশেদ আলম, আবু গালিব, তালা আমীর ডাঃ মাহমুদুল হক, পাটকেলঘাটা আমীর অধ্যাপক গাজী সুজায়েত আলী, কলারোয়া থানা আমীর মাওঃ ওমর আলী, কলারোয়া পৌর আমীর মাওলানা কুরবান আলী, সদর পশ্চিম আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল গফফার, সেক্রেটারী মাওলানা শাহাদাত হুসাইন, সদর পূর্ব আমীর মাওলানা শফিকুল ইসলাম, সেক্রেটারী আব্দুল ওয়ারেছ, শহর আমীর অধ্যক্ষ নাসির উদ্দীন খান, সেক্রেটারী ফখরুল হাসান লাভলু, সহকারী সেক্রেটারী অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ ও মাওলানা আজীজুর রহমান, আশাশুনি আমীর অধ্যাপক আব্দুস সবুর, দেবহাটা আমীর আসাদুজ্জামান মুকুল, কালিগঞ্জ আমীর জি এম আব্দুল গাফফার, শ্যামনগর আমীর মাওলানা আব্দুল রাবী, জেলা অফিস ইউনিটের মাওলানা মোহাম্মদ আলী, আবু হাসান, মনজিল হুসাইন ও জেলা জামায়াতের প্রচার সহকারী মোঃ জহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

কাযী শামসুর রহমানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য অধ্যাপক শাহেদ আলী, ফরিদপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর দেলাওয়ার হোসাইন, নায়েবে আমীর মোহাম্মদ খালেছ ও সেক্রেটারী শামসুল ইসলাম রবার্টি এক শোক বাণী প্রদান করেছেন। শোক বাণীতে তারা মরহুমের রূহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকালে চট্টগ্রাম জামায়াত নেতৃবৃন্দের শোক

সাতক্ষীরার সাবেক এমপি ও জামায়াত নেতা কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকালে শোক প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম ও সেক্রেটারী ডাঃ মুহাম্মদ রফিক। নেতৃদ্বয় শোক বিবৃতিতে বলেন কাযী শামসুর রহমান ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল। তাঁর মৃত্যুতে জামায়াতে ইসলামী একজন যোগ্য নেতা হারালো। তাঁরা মরহুমের রূহের মাগফিরাত এবং শোকাহত পরিবারকে ধৈর্য্যধারণ করার ক্ষমতা দেয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন।

এদিকে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা জামায়াত আমীর জাফর সাদেক, নায়েবে আমীর মুহাম্মদ ইসহাক ও সেক্রেটারী অধ্যাপক মুহাম্মদ নুরুল্লাহ এক শোক বিবৃতি দিয়েছেন।

কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকালে শোক

জামায়াতে ইসলামীর সাবেক কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য সাতক্ষীরার অবিসংবাদিত নেতা সাবেক সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকালে বিভিন্ন সংগঠন শোক প্রদান করেছে। কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকালে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে এক শোকবাণী প্রদান করেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও সেক্রেটারী জেনারেল মুহম্মদ জাহিদুর রহমান।

শোকবাণীতে নেতৃদ্বয় বলেন, শামসুর রহমানের মতো একজন ন্যায়বান ও জনদরদী নেতাকে হারিয়ে আমরা গবীরভাবে শোকাহত। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের একজন অভিভাবক ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমরা আমাদের একজন অভিভাবককে হারালাম যা কখনো পূরণীয় নয়। মরহুম শামছুর রহমান সাতক্ষীরা থেকে তিন তিনবার সংসদ সদস্য

হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এলাকার জনগণের জন্য যে কল্যাণকর কাজ করেছেন জনগণ এ জন্য তাকে চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

নেতৃদ্বয় বলেন, আমরা মহান আল্লাহর দরবারে তার রূহের মাগফিরাত ও পরিবারের পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই এবং আল্লাহ যেন তাকে সমস্ত নেক আমলের বিনিময়ে চির জান্নাতবাসী করেন এ দোয়াই করছি।

কাযী শামসুর রহমানের ইন্তিকালে বাংলাদেশ লেবার পর্টির সভাপতি এস এম আবদুল্লাহ মহাসচিব ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইরান ও সাংগঠনিক সম্পাদক হামদুল্লাহ আল মেহেদী শোক প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন জনাব রহমানের ইন্তিকালে জাতি একজন সৎ নির্ভীক ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে হারাল। নেতৃবৃন্দ মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা ও তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

দৈনিক সংগ্রাম

সাবেক সংসদ সদস্য জামায়াত নেতা মরহুম কাযী শামসুর রহমান স্মরণে আলোচনা

বৃহত্তর খুলনা ফোরাম ঢাকা ও কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে সাতক্ষীরার জননন্দিত রাজনীতিবিদ, জামায়াতে ইসলামী থেকে ৩ বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য মরহুম কাযী শামসুর রহমান স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা গত শুক্রবার বিকেলে হোটেল সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক সাংসদ সদস্য ও সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী শেখ আনসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের আহ্বায়ক কাযী সিদ্দিকুর রহমান। বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের সভাপতি প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, এডভোকেট আব্দুস সালাম (রেজা), ডা. মাওলানা আব্দুল আজিজ, মাওলানা আব্দুস সাত্তার এমপি, মরহুমের ভাগ্নি শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা হোসনে আরা, মরহুমের বন্ধু সাতক্ষীরার ভালুকা চাঁদপুর আদর্শ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং আশাশুনি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, খুলনা ফোরামের সহ-সভাপতি ডাঃ মতিয়ার রহমান, পিজি হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ আতিয়ুর রহমান প্রমুখ।

মাওলানা সাঈদী বলেন, তিনি ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন। ষাটের দশকে আমার সাথে পরিচয়। তার সাথে কাছাকাছি থেকে কাজ করেছি। আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম তাকে সালাম দেয়ার পর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে ছিলেন। একজন মুমিনের লক্ষণ আমি তার মধ্যে দেখেছি। কাযী শামসুর রহমানকে কেবল স্মরণ এবং শুধু দোয়া করলে হবে না। আল্লাহ বলেছেন সৎ পথে সৎ ব্যক্তিদের সাথে থাকো। এ জন্য কাযী শামসুর রহমান যে পথে ঝিলেন সে পথে থাকলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তার ইন্তিকালে শুধু সাতক্ষীরাবাসী কাঁদেনি কেঁদেছে গোটা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ঠ মানুষরা। বিশেষ অতিথি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, তিনি শুধু খুলনার জন্য নয়, গোটা জাতির জন্যই অবদান রেখেছেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

আমি কাযী শামসুর রহমানের মধ্যে মুমিনের লক্ষণ দেখেছি – মাওলানা সাঈদী

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : বৃহত্তর খুলনা ফোরাম ঢাকা ও কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে সাতক্ষীরার বিশিষ্ট জননন্দিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃত স্থপতি তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম কাযী শামসুর রহমান স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা ২৮ এপ্রিল বিকেলে হোটেল সুন্দরবন, ঢাকা বলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, সুপ্রীমকোর্ট ঢাকার আইনজীবী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের আহ্বায়ক কাজী সিদ্দিকুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের সভাপতি প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, এডভোকেট আবদুস সালাম (রেজা), ড. মাওলানা আবদুস আজিজ, মাওলানা আবদু সাত্তার এমপি, মরহুমের ভাগ্নী শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা হোসনে আরা, মরহুমের বন্ধু সাতক্ষীরার ভালুকা চাঁদপুর আদর্শ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং আশাশুনি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মোশারফ হোসেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক খুলনা ফোরামের সহ-সভাপতি ডাঃ মতিয়ার রহমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক পিজি হাসপাতালের পরিচালক জনাব মোঃ আতিয়ুর রহমান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক বহু গ্রন্থপ্রণেতা জনাব আলহাজ্ব ড. গোলাম রসুল মিয়া, আহসানিয়া মিশন ঢাকার মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব এ কে এম আব্দুর রাজ্জাক, মরহুমের ভাগ্নে প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিঃ এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শেখ শাহজাহান উদ্দিন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মরহুমের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশনের মহাসচিব বিশিষ্ট সমাজ সেবক সাতক্ষীরা ফোরাম ঢাকার সদস্য সচিব এবং ব্যাংকার কাজী সিদ্দিকুর রহমান।

প্রধান অতিথি মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেন, তিনি ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন। ষাটের দশকে আমার সাথে পরিচয়। তাঁর সাথে কাছাকাছি থেকে কাজ করেছি। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "আমি জীবন মৃত্যু দিয়েছি তোমাদের মধ্যে কে বেশী কল্যাণকর কাজ করতে পারে" মরহুম কাযী শামসুর রহমান সে কাজ করে গেছেন। আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম তাকে সালাম দেওয়ার পর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে ছিলেন। একজন মুমিনের লক্ষণ আমি তার মধ্যে দেখেছি। কাযী শামসুর রহমানকে কেবল স্মরণ শুধু দোয়া করলে হবে না। আল্লাহ বলেছেন, সৎ পথে সৎ ব্যক্তিদের সাথে থাকো। এ জন্যে কাযী শামসুর রহমান যে পথে ছিলেন সে পথে থাকলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তাঁর ইন্তেকালে শুধু সাতক্ষীরাবাসী কাঁদে নাই। কেঁদেছে গোটা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ট মানুষেরা।

বিশেষ অতিথি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, কাযী শামসুর রহমান একটি নাম, একটি জীবন্ত সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা কেবল খুলনার জন্য নয়

গোটা জাতির জন্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি খুলনা অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি ছিলেন।

মুক্ততথ্য

কাযী শামসুর রহমান একটি জীবন্ত সংগ্রামের ইতিহাস

সাতক্ষীরার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাযী শামসুর রহমান স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভায় বক্তারা বৃহত্তর খুলনা ফোরাম- ঢাকা ও কাযী শামসুর ফাউন্ডেশন উদ্যোগে সাতক্ষীরার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম সভা ২৮ এপ্রিল ঢাকার একটি হোটেলে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়।

এ্যাডঃ শেখ আনছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামরুজ্জমান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের সভাপতি প্রকৌঃ শেখ আল আমিন, ডাঃ মাওলানা আব্দুল আজিজ, আব্দুস সালাম রেজা, আব্দুস সাত্তার এমপি, মরহুমের ভাগ্নী হোসনে আরা, মোশারেফ হোসেন, এ কে এম আব্দুর রাজ্জাক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ডাঃ মতিয়ার রহমান, ডাঃ গোলাম রসুল মিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বিশেষ অতিথি কামরুজ্জামান বলেন, কাযী শামসুর রহমান একটি নাম, একটি জীবন্ত সংগ্রামের ইতিহাস তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা কেবল বৃহত্তর খুলনার জন্যে নহে, জাতির জন্যে অবদান রেখে গেছেন। তিনি বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি। তাঁর মতো আমাদেরও সুনাম সুখ্যাতির সহিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রধান অতিথি আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেন- তিনি আমাদের একজন আপনজন ছিলেন। কাছাকাছি থেকে কাজ করেছি। কাযী শামসুর রহমানকে কেবল দোয়া করলে হবে না। আল্লাহ বলেছেন সৎ পথে সৎ ব্যক্তিদের সাথে থাকো। কাজী শামসুর যে পথে ছিলেন সে পথে থাকলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তাঁর ইন্তেকালে শুধু সাতক্ষীরাবাসী কাঁদে নাই। কেঁদেছে গোটা দেশের ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ঠ মানুষরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মরহুমের জ্যেষ্ঠপুত্র কাযী সিদ্দিকুর রহমান।

দৈনিক দৃষ্টিপাত

কাযী শামসুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত বায়তুল আমান জামে মসজিদ

শহর প্রতিনিধি : সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম কাযী শামসুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত সাতক্ষীরা শহরের বায়তুল আমান জামে মসজিদটি দেশ স্বাধীনের অনেক পরে নির্মিত হলেও দিনে দিনে এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। শহরের রাজারবাগান কলেজ রোডে অবস্থিত বায়তুল আমান জামে মসজিদ, মোসলেমা আদর্শ একাডেমী ও অসহায় দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই মরহুম কাযী শামসুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। তিনি এই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। উল্লেখ্য যে আনুমানিক ১৯৮১ সালে জামায়াত ইসলামীর সাবেক আমীর গোলাম আযমের প্রস্তবনায় তালা ইসলামকাটির বর্ণাঢ্য পরিবারের সন্তান ইঞ্জিনিয়ার ফজলে এলাহী দ্বীন ও ইসলামের কথা ভেবে তার নিজ ক্রয়কৃত আড়াই বিঘা জমি আল-আমিন ট্রাষ্টের নামে দান করেন। যেটা মরহুম কাযী শামসুর রহমানের সার্বিক

তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেখানে মসজিদ তৈরির কাজে হাত দেন। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে ১৯৮২ সালে মুসলিম দেশ কুয়েতের একটি দাতা সংস্থার কাছ থেকে তিনি ৫ লক্ষ টাকার অনুদান পান যেটা দিয়ে তিনি পাঁচ তলা ফাউন্ডেশন সহ একটি একতলা বিশিষ্ট সুন্দর জামে মসজিদ নির্মাণ এবং নাম দেন বায়তুল আমান জামে মসজিদ। নির্মাণের কাজ শেষ হয় আনুমানিক বাংলা ১৩৯০ (হিজরী ১৪০৩) সালে। মসজিদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রথম যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তখন তিনিই তার সভাপতি ছিলেন। সহ-সভাপতি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ফজলে এলাহী, সেক্রেটারী ছিলেন মাষ্টার নুর মোহাম্মদ প্রমুখ। তিনি শুধু মসজিদ নির্মাণ করেই ক্ষ্যান্ত হননি সেখানে আরও দুটি প্রতিষ্ঠানও তিনি তৈরি করে গেছেন। তারই সততার গুণে ও সার্বিক প্রচেষ্টায় এবং মুসল্লীদের আর্থিক সহযোগিতায় বর্তমানে মসজিদটি দ্বিতলা বিশিষ্ট হয়েছে। মরহুম কাযী শামসুর রহমান তার কর্মজীবনে যে মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এটা তারই একটা উজ্জ্বল প্রমান। তিনি ইসলামী আন্দোলনের একজন অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন। তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তার এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন না করতে পারায় বর্তমান কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। বর্তমানে মসজিদ কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন অধ্যক্ষ নাসির উদ্দীন খান, সহ সভাপতি মুজিবর রহমান, সেক্রেটারী শফিকুল আলম প্রমুখ। মসজিদটি বর্তমানে কমিটির লোকজন ও মুসল্লীদের অনুদানে পরিচালিত হয়। শুক্রবার আসলেই মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য প্রচুর মুসল্লীর সমাগম হয়।

দৈনিক যুগান্তর

জামায়াত আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে – দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

যুগান্তর রিপোর্ট : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বলেছেন, যে জামায়াতের অস্তিত্ব থাকার কথা ছিল না, সেখানে জামায়াত আজ মরীরুহে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবির সেই প্রমাণ রেখেছে। তিনি গতকাল স্থানীয় একটি হোটেলে জামায়াত নেতা মরহুম কাযী শামসুর রহমান স্মরণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষনে একথা বলেন। কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। ফাউন্ডেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, প্রকৌশলী শেখ আল আমীন, অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম, ফাউন্ডেশনের মহাসচিব কাযী সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। পরে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি।

আমার সংসদীয় জীবনের সাথী
মরহুম কাজী শামসুর রহমান (সাবেক এম. পি.)

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সাবেক এমপি) ও সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারী সাতক্ষীরায় জন্মগ্রহণ করে ২০০৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

সুদীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর দুনিয়ার এজীবনে মরহুম কাযী শামসুর রহমান দ্বীনের একজন মুখলেচ মুজাহিদ হিসেবে কাজ করে গেছেন। ১৯৬১ সালে জামায়াতে যোগ দেয়ার জবান শক্তি সহ যতদিন সক্রিয় ছিলেন প্রায় ৪০ বছর যাবৎ এ খেদমত তিনি করে গেছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁর এ বান্দাহর জীবনের ভুলত্রুটিগুলো মাফ করেন এবং ভাল আমলগুলো কবলু করে তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেন।

তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের ধৈর্য ধরার তৌফিক দেন এবং মরহুমের শূন্যস্থান পূরণের জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার তৌফিক দেন। আজকে আমি মরহুম কাযী শামসুর রহমান-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কলম ধরেছি-আগামী কালকে আমার মৃত্যুর জন্য হয়তো অন্য কেউ কলম ধরবে। আমাকে আমার মৃত্যুর জন্য এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে। অনেক পাঠক এ লিখা আজকে পড়ছেন- কালকে জীবন যখন চলে যাবে তখন অন্যরা খবর জানবে দোয়া করবে, চোখ দিয়ে হয়তো দু'এক ফোটা পানি ফেলবে। কিন্তু এসব দৃশ্য ও কার্যাবলী অল্পদিনই চলবে। প্রকৃতপক্ষে আমল হবে জীবনের সাথী। বাপ-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কেউ সাথী হবে না। নিজের আমল একমাত্র সাথী হবে।

হাদীসে এসেছে- কবর পর্যন্ত তিনটি জিনিস সাথে যায়, দু'টি ফিরে চলে আসে একটি সাথে থেকে যায়- সে দুটো ফিরে আসে তা হল আত্মীয় স্বজন ও খাটিয়া কোদাল। যা থেকে যায় তা হল আমল। তাই আসুন আমরা সকলে আখেরাতের সাথী- বানানোর কাজে এগিয়ে যাই- ফজরের আজানের ঘন্টা খানেক আগে উঠে বিছানা থেকে পিঠ আলাদা করি-চোখের পানিতে জায়নামায ভিজিয়ে নিজের জন্য, পিতামাতার জন্য, মৃত আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব (মরহুম কাযী শামসুর রহমানসহ) সকলের জন্য প্রাণঢালা দোয়া করি। বিগত জীবনের গুণাহ খাতার জন্য মাফ চাই, (আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন সাররে মা আমিলতো আমিন সারের মা লাম আ'মাল) তোমার কাছে পানাহ চাই-সামনের দিনগুলোতেও যাতে খারাপ আমল থেকে বাঁচতে পারি সেই তওফীক তুমি দান করো। হে আল্লাহ তাকে মাফ করো, তাকে রহম করো। দুনিয়ার বাড়ীঘরের চেয়ে উত্তম বাড়ীঘর তাকে দান করো, উত্তম সাথী সঙ্গী তাকে দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, কবর ও জাহান্নামের আজাব থেকে তুমি তাকে রক্ষা করো-আমীন।

দৈনিক দৃষ্টিপাত

ধন্য জীবন মরহুম আলহাজ্ব কাযী ও গাজী শামসুর রহমানের

আলহাজ্ব মাওলানা আফছারউদ্দীন

জনন্দিত ও জনপ্রিয় নেতা মরহুম আলহাজ্ব কাযী ও গাজী শামসুর রহমান সাহেবের ঐতিহাসিক জানাযায় ধন্য জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত কিছু লিখতে নিয়ত রাখি বাকী আল্লাহ পাকের ইচ্ছে। সকালের সাতক্ষীরায় ঐতিহাসিক নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হলো গতকাল ইং ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮ টা ৪০ মনিটের সময় ঐতিহ্যবাহী সাতক্ষীরা পিএন হাইস্কুলের ময়দানে মরহুম আলহাজ্ব কাযী ও গাজী শামসুর রহমানের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নামাজে জানাজায়ে জেলা জামায়াতের ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে নামাজে ইমামতি করেন মরহুমের সুযোগ্য পুত্র হাফেজ কাযী ছাইয়েদুর রহমান। তিনি সাতক্ষীরার

কৃতি সন্তান, তিনিই ছাদকায়ে জারিয়ার দাবীদার তার প্রমাণ করলেন হাফেজ কাযী ছাইদুর রহমান ও বড় ভাই কাযী সিদ্দীকুর রহমানের প্রাঞ্জল বক্তৃতায়। ঐ সময় হাজার হাজার মানুষের চোখে পানি এসে যায়। তিনি একজন কর্মবীর ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জীবন আজ স্বার্থ হয়েছে। বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী সাতক্ষীরা সদর আসনের তিনবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য মরহুম কাযী শামসুর রহমান দীর্ঘদিন কঠিন রোগে ভোগার পর গত শুক্রবার সকাল ৬ টা ৪০ মিনিটে ঢাকায় ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন ইন্না..... রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। মরহুম কাযী শামসুর রহমান ছদাকায়ে জারিয়া হিসেবে রেখে গছেন সুযোগ্য ৬ পুত্র ও ৪ কন্যা। সর্বস্তরের মানুষ তাঁর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য এবং সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় জননেতা মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানের সেই হাসীমাখা নুরানী চেহারাখানা এক নজরে দেখার জন্য আবেগ ভরা মন নিয়ে পাগলের ন্যায় ছুটে আসছিলো। তিনি ৬৯ বছর বয়সে প্রমাণ করে গেলেন যা কবিদের ভাষায় বলা যায় এমন "জীবন তুমি করিবে ভাষায় বলা যায় এমন জীবন তুমি গঠন মরনে হাসিবে তুমি কাদিবে ভুবন"। ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে তিনি হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন। বিশাল জন সমুদ্রের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের মুখেই একই কথা মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান একজন ভাল মানুষ ছিলেন। তার প্রমাণ আজ এই ঐতিহাসিক নামাজে জানাজা। তিন বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াও সুযোগ থাকা সত্বেও বাড়ি ঘর কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই পুরাতন খোলা ও টিনের ছাউনির বাড়ি বয়েছে। তবে তাঁর জীবনের পরিবর্তন এসে ছিলো। ষ্টেজ থেকে প্রানঞ্চল ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আসছিল প্রত্যেকের বক্তব্য আকর্ষণীয় ছিল। বিশেষ করে মরহুমের দুই পুত্রের বক্তব্যে সবাই আকৃষ্ট হয়েছেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মজাহিদ সাহেবের বক্তৃতায়। তিনি বলেছেন "দোষে গুনে মানুষ" যদি তাঁহার কিছু দোষত্রুটি থেকেও থাকে তবে তা দীর্ঘদিনের রোগভোগের কারণে আল্লাহ্ পাক তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন এবং মাসুম শিশুদের মতো আল্লাহ পাক নিস্পাপ করে উঠায়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাত নসিব করুন। বিশেষ করে তাঁর জীবনে বড় আশা ছিলো শুক্রবার যেন মৃত্যু নসিব হয়। আল্লাহ তাই কবুল করেছেন। ঐতিহাসিক নামাজে জানাজায়ে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন জেলার বড় বড় দায়িত্বশীল খাছ করে বহু অভিজ্ঞ প্রবীন আলেম ওলামা পীর মাশায়েক থাকা সত্বেও মরহুমের সুযোগ্য পুত্র হাফেজে কোরআন কাযী সাঈদের পিতার জানাজা পড়ানোটা সকলে সন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ পিতার জানাজার ইমামতির হকদার শরীয়াতের দৃষ্টিতে তার সুযোগ্য সন্তানেরা। মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যু বা জানাজা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি আমার জানাজা আমার ছেলেদের হক বহু আলেম ওলামা পীর মাশয়েখ আছেন যাদের একটা ছেলেও পিতার জানাজায় ইমামতির যোগ্য তৈয়ার করতে পারে নাই। মরহুম আলহাজ্ব কাযী ও গাজী শামসুর রহমান সাহেব একজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ হয়েও আলেম ওলামাদের সেই ছাদকায়ে জারিয়ার দায়িত্ব পালন করে গেলেন। আসুন আমরাও আজ থেকে নিয়ত করি আমাদের ছেলেদেরকে দ্বীনদার বানাই- দ্বীনি শিক্ষা দেই, হাফেজে কোরআন বানাই- যেন তারা কাযী শামসুর রজহমানের সুযোগ্য হাফেজ পুত্রের ন্যায় আমাদের পুত্রদেরও আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের ছিনার কাছে

দাঁড়িয়ে জানাজা নামাজের ইমামতি করতে পারে। আসুন আমরা পরকালীন জীবনের জন্য হাদিসের মর্মে ছাদাকায়ে জারিয়ার কাজগুলি এখন থেকে করার চেষ্টা করি যা মরনের পরেও ভোগ করা যাবে। সেটা হলো প্রিয় নবী (সঃ) বলেন "মানুষ মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার আমলের পথ বন্দ হয়ে যায়। তিনটি রাস্তা খোলা থাকে যা কোন সময়ের জন্য বন্ধ হবে না যথা (১) সু-সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে। (২) ছদকায়ে জারিয়া এবং (৩) এমন শিক্ষা বা এলেম দ্বারা সে উপকৃত হতে পারে। (সহীহ মুসলিম)। সাথে সাথেই আমরা রোজ হাশরে আল্লাহ পাকের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর জেনে রাখি হযরত আব্দুল্ল্যাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, রোজ হাশরে আল্লাহ পাকের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদম সন্তানের কেহই একপা পর্যন্ত নড়াচড়া করতে পারিবে না। (১) জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, উহা কিসে ব্যয় করিলে (২) যৌবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে উহা কিসে নিঃশেষ করিলে। (৩) মাল (ধন-দৌলত) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হাইবে যে উহা কিরুপে উপার্জন করিয়াছ এবং (৪) কোথায় খরচ করিয়াছ (৫) যাহা জানিতে সে মত আমল করিয়া ছিলে কিনা- (তিরমিজি)। আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের জন্য মৃত্যুর কোন ভয় নেই- মৃত্যুর ভয় তাদের জন্য যারা দুনিয়াকে আবাদ করে আখেরাত বরবাদ করে ফেলেছেন আর যারা আখেরাতকে আবাদ করে দুনিয়াতে বরবাদ করেছে তাদের জন্য মৃত্যুর কোন ভয় নেই। প্রিয় নবী (সঃ) অন্য হাদীছে এরশাদ করেন- অনতি বিলম্বে আমার উম্মতেরা ৫টি জিনিষকে ভালবাসবে এবং পাঁচটি জিনিষকে তারা ভুলে যাবে। (১) তারা দুনিয়াকে ভালবাসবে আর আখেরাতকে ভুলে যাবে। (২) মালকে ভালবাসবে হিসাবের কথাই ভুলে যাবে। (৩) স্রষ্টাকে তারা ভুলে যাবে সৃষ্টিকে ভালবাসবে। (৪) গোনাহকে তারা ভালবাসবে এবং তওবাকে তারা ভুলে যাবে। (৫) তারা দালান কোঠাকে ভালবাসবে এবং কবরের কথা একেবারেই ভুলে যাবে। পক্ষান্তরে আখেরাতের সফরে কেটে যাবে এক লক্ষ বিশ হাজার বছর। কবরে ৪০ হাজার বছর, হাসরের ময়দানে ৫০ হাজার বছর, পুলছিরাতের উপর ৩০ হাজার বছর মোট ১,২০,০০০ বছর। আসুন আমরা আখেরাতের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। নিম্নের লেখনি গুলি এমামুত তরিকাত হযরত হাজি ইমদাদুল্ল্যাহ মুহাজিরে মক্কা (রহঃ) এর নির্জন কক্ষে লাগানো ছিল। (১) দুনিয়ার জন্য এতটুকু পরিমান মেহনত কর যে সময়টুকু তোমাকে সেখানে থাকতে হবে। (২) আখেরাতের জন্য ঐ পরিমান মেহনত কর যে পরিমান তোমাকে সেখানে থাকতে হবে। (৩) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঐ পরিমান চেষ্টা কর যে পরিমান তুমি তার কাছে মুখাপেক্ষী। (৪) গোনাহ ঐ পরিমানে কর যে পরিমান আযাব ভোগ করার ক্ষমতা তোমার আছে। (৫) শুধুমাত্র ঐ সত্বার কাছেই চাও-যিনি কারোর কাছে মুখাপেক্ষী নন। (৬) যখন তুমি গোনাহ করবে তখন এমন স্থানে যাও সেখানে আল্লাহ তোমাকে না দেখেন। প্রিয় নবী (সঃ) বলেন নিশ্চই মৃত্যু ব্যক্তির কবরের ভিতরে জলমগ্ন সাহায্য প্রার্থীর মত। সেখানে সে স্বীয় পিতা-মাতা, সন্তান ও বন্ধুগনের নিকট হতে সাহায্য পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। যদি এরুপ কোন সাড়া সে পায় তবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সর্বস্ব প্রাপ্তি হইতে অধিক খুশী হয়। দুনিয়ায় বসিয়া যদি কেহ কবরবাসীর জন্য দোয়া করেন আল্লাহপাক ঐ সওয়াবকে পাহাড়তুল্য করিয়া কবরবাসীর নিকট হাজির করেন। মৃত্যুগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাই মৃত্যুগণের প্রতি জীবীতগনের উপঢৌকন স্বরূপ। হুজুর (সঃ) এরশাদ করেন পিতামাতা ইন্তেকালের পর

সন্তান সন্ততির উপর পাঁচটি জিনিস জিম্মায় এসে যায় তাহলো (১) জানাযার নামাজের মাধ্যমে তাদের জন্য দোয়া করা (২) তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) ওসিয়াত করিলে তাহা আদায় করা (৪) তাদের জন্য আত্মীয় সম্পর্ক রক্ষা করা (৫) তাদের বন্ধু ও বান্ধবীর সহিত সম্পর্ক রাখা ও সম্মান করা। (বায়হাকী)। আজ আল্লাহপাক মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানসহ সকল কবরবাসীকে ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের সকলকে কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামী জীবন গঠন করে জান্নাতী হিসাবে কবুল করি নিন। আল্লাহম্মা আমীন।

দৈনিক কাফেলা

কাযী শামসুর রহমানের স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : বৃহত্তর খুলনা ফোরাম ঢাকা ও কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে সাতক্ষীরার বিশিষ্ট জননন্দিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাতক্ষীরা ইসলামী আন্দোলনের প্রতিকৃত স্থপতি তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম কাযী শামসুর রহমান স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা গত ২৮ এপ্রিল বিকালে হোটেল সুন্দরবন, ঢাকা হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক সাংসদ সদস্য সুপ্রীম কোট ঢাকার আইনজীবী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের সেক্রেটারী কাযী সিদ্দীকুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের সভাপতি প্রকৌঃ শেখ আল আমিন, এ্যাড. আব্দুস সালাম (রেজা) ডাঃ মাওলানা আব্দুস আজিজ, মাওলানা আব্দুস সাত্তার এমপি মরহুমের ভাগ্নে শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা হোসনে আরা, মরহুমের বন্ধু সাতক্ষীরার ভালুক চাঁদপুর আদর্শ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং আশাশুনি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোমাররফ হোসেন, বিশিষ্ঠ চিকিৎসক খুলনা ফোরামের সহ-সভাপতি ডাঃ মতিয়ার রহমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক পিজি হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ আতিয়ুর রহমান, বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ সমাজসেবক বহুগ্রন্থ প্রণেতা আলহাজ্ব ড. গোলাম রসুল মিয়া, আহছানিয়া মিশন ঢাকার মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক বিশিষ্ট সমাজ সেবক এ কে এম আব্দুর রাজ্জাক, মরহুমের ভাগ্নে প্রগতি ইন্সুরেন্স লিঃ এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ শাহজাহান উদ্দীন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। মরহুমের জেষ্ঠ্য পুত্র কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশনের মহাসচিব বিশিষ্ট সমাজসেবক সাতক্ষীরা ফোরাম ঢাকার সদস্য সচিব এবং ব্যাংকার কাযী সিদ্দিকুর রহমান। প্রধান অতিথি আল্লামা দেলোয়ার হোসাইন সাইদী এমপি বলেন যে, তিনি ইসলমী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহ সালার ছিলেন। ষাটের দশকে আমার সাথে পরিচয়। তার সাথে কাছাকাছি থেকে কাজ করেছি। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন "আমি জীবন মৃত্যু দিয়েছি তোমাদের মধ্যে কে বেশী কল্যাণকর কাজ করতে পারে" মরহুম কাযী শাসমুর সে কাজ করে গেছেন। আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম তাকে সালাম দেওয়ার পর তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত

করতে ছিলেন। একজন মুমিনের লক্ষন আমি তার মধ্যে দেখেছি। কাযী শামসুর রহমানকে কেবল স্মরণ ও শুধু দোয়া করলে হবে না। আল্লাহ বলেছেন সৎ পথে সৎ ব্যক্তিদের সাথে থাকো। এজন্যে কাযী শামসুর রহমান যে পথে ছিলেন সে পথে থাকলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তার ইন্তেকাল শুধু সাতক্ষীরাবাসী কাঁদে নাই। কেঁদেছে গোটা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্ট মানুষেরা।

দৈনিক পত্রদূত্র

কাযী শামসুর রহমান স্মরণে ঢাকায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বৃহত্তর খুলনা ফোরাম ঢাকা ও কাজী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে সাতক্ষীরার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাতক্ষীরা ইসলামী আন্দোক্ষনের প্রতিকৃত স্থপতি তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য মরহুম কাযী শামসুর রহমান স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা ২৮ এপ্রিল বিকালে হোটেল সুন্দরবন, ঢাকা হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সুপ্রীম কোর্ট ঢাকার আইনজীবী বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ আনসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের সেক্রেটারি কাযী সিদ্দিকুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা ফোরামের সভাপতি প্রকৌঃ শেখ আল আমিন, এড. আব্দুস সালাম, ডাঃ মাও আব্দুল আজিজ, মাও. আব্দুস সাত্তার এমপি মরহুমের ভাগ্নী শহীদ আনোয়ার গার্লস স্কুলের শিশিক্ষকা হোসনে আরা মরহুমের বন্ধু সাতক্ষীরার ভালুক চাঁদপুর আদর্শ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং আশাশুনি উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক খুলনা ফোরামের সহ-সভাপতি ডাঃ মতিয়ার রহমান, বিশিষ্ট চিকিসক পিজি হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ আতিয়ুর রহমান, বিশিস্ট শিক্ষাবিদ সমাজ সেবক বহুগ্রন্থপনেতা আলহাজ্ব ড. গোলাম রসুল মিয়া, আহসানিয়া মিশন ঢাকার মানবসম্পদ বিভাগের সহকারি পরিচালক বিশিষ্ট সমাজসেবক আব্দুর রাজ্জাক, মরহুমের ভাগ্ননা প্রগতি ইন্সুরেন্স লি. এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ শাহজাহান উদ্দিন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মরহুমের জেষ্ঠ পুত্র কাযী শামসুর রহমান ফাউন্ডেশনের মহাসচিব বিশিষ্ট সমাজসেবক সাতক্ষীরা ফোরাম ঢাকার সদস্য সচিব এবং ব্যাংকার কাযী সিদ্দিকুর রহমান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক যুগের বার্তা

আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান এর জানাযা নামাজ সম্পন্ন ॥ পরিবারিক কবরস্থানে দাফন

স্টাফ রিপোর্টার : সাতক্ষীরার সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ জননেতা সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান এর জানাযা নামাজ গতকাল সকাল সাড়ে ৮ টায় পিটিআই সংলগ্ন পিএন হাইস্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় অংশগ্রহণ করতে ভোর থেকে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন আসতে শুরু করে। অনুষ্ঠিত নামাজের জানাযায় বিপুল সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করে। হাজার হাজার শোকাহত সর্বস্তরের জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হয় এ জামাতে। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয়

সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। জেলা আমীর আলহাজ্ব মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক এর পরিচালনায় সমাবেশে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী মরহুমের স্মৃতিচারণ করে বলেন, কাযী শামসুর রহমান এর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সাতক্ষীরা তথ্যা দেশবাসী ইসলামী আন্দোলনের এক নেতাকে হারাল। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ ইজ্জত উল্লাহ, অধ্যক্ষ শাহ রুহুল কুদ্দুস এমপি, অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরোয়ার এমপি, জেলা বিএনপির সভাপতি হাবিবুল ইসলাম হাবিব এমপি, অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল খালেক এমপি, গাজী নজরুল ইসলাম এমপি, কাজী আলাউদ্দীন এমপি, জেলা প্রশাসক মোঃ ইলিয়াস, ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা মোজাম্মেল হক, জাতীয় সংসদ সদস্য সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ, যশোর জেলা আমীর মাওলানা আজিজুর রহমান, বাগেরহাট আমীর মাওলানা মশিউর রহমান, সাবেক সাংসদ এ্যাডঃ নুর হোসাইন, মাওলানা রফীকুল ইসলাম, মরহুম কাযী শামসুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাযী সিদ্দিকুর রহমান, পৌর চেয়ারম্যান শেখ আশরাফুল হক, সাবেক জেলা বিএনপির সেক্রেটারী এ্যাড. সৈয়দ ইফতেখার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি ইমামুল ইসলাম শরীফ, আওয়ামী লীগ নেতা আবু নাছিম ময়না, মাওলানা হাসান খানপুরী (পীর সাহেব), মরহুমের ভাগ্নে শেখ জামশেদ উদ্দীন, সাংবাদিক কাজী দুলাল, এ কে এম শামসুর রহমান, মাওলানা আব্দুল জলিল, মাও. মোস্তাফিজুর রহমান বিটিএমসি'র ডিজিএম আবুল কালাম আজাদ, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল গফ্ফারসহ অনেকে। জানাযা নামাজের ইমামতি করেন মরহুমের দ্বিতীয় পুত্র হাফেজ কাযী সাইদুর রহমান। গত শুক্রবার রাতে মরহুমের লাশ সাতক্ষীরা পৌঁছালে জেলা জামায়াত অফিস ও মরহুমের বাসগৃহে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণ হয়। সকাল সাড়ে ৯ টায় নামাজ শেষে কফিন নিয়ে পারিবারিক কবরস্থানে নিয়ে গেলে কান্নায় ভেঙে পড়ে মুসলল্লীরা। পরে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

এদিকে, মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মহিলা নেত্রী বেগম শামসুন নাহার নিজামী ও বেগম রোকেয়া আনছার এমপি, খুলনা মহিলা বিভাগীয় পরিচালিকা বেগম তাহেরা সাঈদ, আয়শা জামিলা জেলা শুরা ও কর্মপরিষদ নেত্রীরা।

কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠনের শোক প্রকাশ

জামায়াত ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, সাবেক সংসদ সদস্য, সফল রাজনীতিক কাযী শামসুর রহমান এর মৃত্যুতে সাতক্ষীরার বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভীর শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। সাতক্ষীরা জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুর রউফ সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি প্রদান করেছেন।

জেলা জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করা হয়েছে। সাতক্ষীরার প্রাক্তণ স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পিএন বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এর পক্ষ থেকে একই রকম বিবৃতি প্রদান এবং গতকাল উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। প্রথিতযশা একজন সংগঠকের এই মৃত্যুতে ভালুকা চাঁদপুর আদর্শ কলেজের পক্ষ থেকেও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক

ও ধুলিহর ইউপি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোদাচ্ছেরুল হক হুদা অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করেছেন, শহরের সুলতানপুরে জামে মসজিদ ও হাফেজিয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা কমিটি এবং কুশখালী জামায়াত নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেও শোক প্রকাশ করা হয়েছে। অপর দিকে শহরের বেতনা ট্রেডার্স এর পক্ষ থেকে অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে।

দৈনিক কাফেলা

মন্ত্রী এমপি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে প্রবীণ জননেতা এমপি মরহুম কাযী শামছুর রহমানের জানাযা সম্পন্ন

প্রেস বিজ্ঞপ্তি : সর্বজন শ্রদ্ধেয় অসংবাদিত প্রবীন জননেতা, সাতক্ষীরা সদর থেকে তিনবার নির্বাজিত এমপি মরহুম কাযী শামসুর রহমান এর জানাযা নামাজ গতকাল সাতক্ষীরা পি এন হাইস্কুল ময়দানে সকাল ০৮-৩০ মিঃ সম্পন্ন হয়েছে। সাতক্ষীরার ইতিহাসে স্মরণাতীত কালের সর্ববৃহৎ জনসমাগম ঘটে এজনাযায়। হাজার হাজার শোকাভুত সর্বস্তরের উপচেপড়া জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাজীর হয়ে ছিলেন এ জানাযায়। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও মাননীয় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ প্রধান অতিথি হিসাবে জানাযা পূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ অনুষ্ঠানটি পরিচালণা করেন সাতক্ষীরা জেলা আমীর মুহাদ্দিস আব্দুস খালেক। এছাড়া আরোও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জতউল্লাহ, মোঃ গোলাম পরোয়ার এমপি, অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল কুদ্দুস এমপি, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক এমপি, গাজী নজরুল ইসলাম এমপি, মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব এমপি, আলহাজ্ব কাজী আলাউদ্দীন এমপি, বিভিন্ন জেলা আমীরদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-মাওলানা মোজাম্মেল হক, যশোর-মাওলানা আজীজুর রহমান, বাগেরহাট-মাওঃ মশিউর রহমান এছাড়া আরোও বক্তব্য রাখেন শার্ষা উপজোর প্রাক্তন এমপি এ্যাড. নূর হুসাইন, অধ্যাপক মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মরহুমের বড়ছেলে কাযী সিদ্দিকুর রহমান, বিএনপির ইমামুল ইসলাম শরীফ, আওয়ামী লীগের আবু নাসিম ময়া, পৌর চেয়ারম্যান শেখ আশরাফুল হক, মাওলানা হাসান খানপুরী, সৈয়দ ইফতেখার আলী, ভাগ্নে শেখ জামশেদ উদ্দীন, কাজী দুলাল, এ কে এম শামছুর রহমান, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল গফফার, মৌলভী আব্দুল জলীল, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান সহ আরো অনেকে। জানাযা নামাজে ইমমামতি করেন মরহুমের মেজ ছেলে কাযী সাইদ।

এর পূর্বে গতকাল শুক্রবার রাত ১১ টায় মরহুমের লাশ অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহর তত্বাবধানে প্রথমে জেলা জামায়াত অফিস এবং পরে মরহুমের সুলতানপুস্থ বাড়িতে পৌছালে এক করুন হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হয়।

এছাড়া আজ জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম সামছুন নাহার নিজামী, বেগম রোকেয়া আনছার এমপি, খুলনা মহিলা বিভাগীয় পরিচালিকা বেগম তাহেরা সাইদ, সাতক্ষীরা জেলা মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারী আয়েশা জামিলাসহ জেলা শুরা ও কর্মপরিষদ নেত্রীরা মরহুমের বাড়িতে তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সান্তনা দিতে আগমন করেন। মরহুমের লাশ সুলতানপুরস্থ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ভালুকা চাঁদপুর কলেজে শোক সভা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরা জেলার কৃতী সন্তান সাতক্ষীরা সদর আসনে পরপর তিনবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী, ভালুকা চাঁদপুর আদর্শ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানের মৃতুতে অত্র কলেজ ক্যাম্পাসে কলেজের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত শোক সভায় মরহুমের বর্ণাঢ্য কর্মময় ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলেকাপাত ,রেন অত্র কলেজের সহকারী অধ্যাপক রেজাউল করিম, শরফি আহমদ, সসহকারী অধ্যাপক বিজন মিত্র, সহকারী অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক শহিদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক সালেহা আক্তার, প্রভাষক ওবায়দুল হক, মোসলেম হোসনসহ অন্যান্যরা। সভায় তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। আলোচনান্তে এক দোওয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দোওয়া পরিচালনা করেন কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মুরাদুল হক।

শোক জ্ঞাপন

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে তিন তিনবার নির্বাচিত প্রাক্তণ সাংসদ কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে জাতীয় পার্টি সাতক্ষীরা জেলা শাখা ও সকল অঙ্গ, সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। সাথে সাথে তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা।

আবু ছালেক ॥ সাতক্ষীরা সদর আসনের সাবেক এমপি আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে বিবৃতি দিয়েছেন সদর উপজলার ১৪নং ফিংড়ী ইউনিয়নের জামায়াতের আমীর মাওলানা আজাদুল ইসলাম, মাওলানা আঃ হাই ছিদ্দিকী, মাওলানা আবুল আলা মওদুদী, মাওলানা আঃ রহিম, আঃ আহাদ, মামুরুর রশিদ, আঃ গফফার, আলহাজ্ব আনিসুর রহমান, বদিউজ্জামান খান, চেয়ারম্যান আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান, জোড়দিয়া কৃষি কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সাংবাদিক মোঃ আবু ছালেকসহ সকল সদস্যবৃন্দ।

দৈনিক দৃষ্টিপাত

প্রবীণ রাজণীতিক সাবেক সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমানের জীবনাবসান

স্টাফ রির্পোর : বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী সাতক্ষীরা সদর আসনের তিনবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান দীর্ঘ রোগ ভোগের পর শুক্রবার সকাল ৬.৪০ মিনিটে ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না..... রাজেউন)। তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ ও নির্লোভ মানুষ হিসাবে কাযী শামসুর রহমান ছিলেন সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে জনপ্রিয়। তিনি জামায়াতে ইসলামী থেকে ১৯৮৬ এর তৃতীয়, ১৯৯১ এর পঞ্চম এবং ১৯৯৬ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন জামায়াতের ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য। এছাড়া মসজিশে সুরারও সদস্য ছিলেন তিনি। এর আগে ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি জামায়াতের সাতক্ষীরা জেলা আমীর ছিলেন। এর আগে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলে দুইবার এবং কালিগঞ্জ হাইস্কুল, লাবসা হাইস্কুল, সাতক্ষীরা নাইট স্কুল

ও সাতানী-ভাদড়া হাইস্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কাযী শামসুর রহমান ১৯৭০ সালে সাতক্ষীরা থেত্রে এম এন এ নির্বাচনে অংশ নেন। তার পিতার নাম কাজী আব্দুল মতিন এবং মাতার নাম মোছাঃ সৈয়েদুন্নেছা। কাযী শামসুর রহমান ১৯৫৪ সালে পিএন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৭ সালে সাতক্ষীরা কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৬০ সালে একই কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন। ১৯৬৩ সালে রাজশাহী থেকে বি.এড.এবং ১৯৬৫ সালে ঢাকা থেকে তিনি এম.এড ডিগ্রী লাভ করেন। রাজনৈতিক কারণে কাযী শামসুর রহমান ১৯৭১ ও ১৯৮৬ সালে কারাবরন করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। সংসদ সদস্য থাকাকালে কাযী শামসুর রহমান ত্রাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, সরকারী হিসাব কমিটিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। কাযী শামসুর রহমান যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, কুয়েত, ভারত, নেদারল্যান্ড, জাপান, পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন। কাযী শামসুর রহমান ১৯৯৯ সালের জুন মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং ভারতে ওপেন হার্ট সার্জারী করান। ২০০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০২ সালের ২২ জুলাই এবং ২০০৪ সালের ১৮মে কাযী শামসুর রহমান পরপর তিনবার ব্রেন-ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এ সময় থেকে তিনি অসুস্থ অবস্থায় ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। কাযী শামসুর রহমান বহু স্কুল কলেজ মাদ্রাসা ও মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মরহুম শামসুর রহমান ৬ পুত্র ও ৪ কন্যার জনক। শুক্রবার জাতীয় সংসদ প্লাজাসহ ঢাকায় চার দফা নামাজে জানাযার পর তার মরদেহ রাতে সাতক্ষীরায় পৌছায়। আজ সকাল সাড়ে ৮টায় পিএন হাইস্কুল ময়দানে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। এতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ অংশ নেবেন। তার পরিবারের পক্ষ থেকে জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সাবেক সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমানের ইন্তেকাল
দৈনিক দৃষ্টিপাত পরিবারের শোক জ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় জামায়াতে ইসলামী সুরা সদস্য, প্রবীণ শিক্ষক, সাবেক জেলা আমীর ও বার বার নির্বাচিত প্রাক্তন সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ্ব কাযী শামছুর রহমান গতকাল সকাল ৬.৪০ মিনিটে ঢাকা ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিলস্নাহে..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তার মৃত্যুতে দৈনিক দৃষ্টিপাত পরিবার শোকাহত। তার রুহের মাগফেরাত কামনা ও শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে বিবৃতি দিয়েছেন দৈনিক দৃষ্টিপাত সম্পাদক ও প্রকাশক জি.এম.নূর ইসলাম, উপদেষ্ঠা সম্পাদক সুভাষ চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোঃ আব্দুল বারী, মফস্বল সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সুজন, স্টাফ রিপোর্টার ডিএম কামরুল ইসলাম, এম.আর মিঠু, সদর প্রতিনিধি আসাদ, ম্যানেজার লিয়াকত আলীসহ দৃষ্টিপাত পরিবারের সকল সদস্যবৃন্দ।

পত্রদূত

সাবেক সাংসদ ও জামাত নেতা কাযী শামসুর রহমানের জানাজা ও দাফন সম্পন

প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও জামাত নেতা ও সাবেক সাংসদ কাযী শামসুর রহমানের জানাযা

নামাজ গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় সাতক্ষীরা প্রাণনাথ হাইস্কুল ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ। মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক, কেন্দ্রীয় কর্শপরিষদের সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, সাংসদ গোলাম পরোয়ার, সাংসদ রুহুল কুদ্দুস, সাংসদ আব্দুল খালেক মন্ডল, সাংসদ গাজী নজরুল ইসলাম, সাংসদ হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাংসদ কাজী আলাউদ্দিন, মাও মোজাম্মেল হক, মাও আজিজুর রহমান, মাও মশিউর রহমান, মরহুমের বড় পুত্র কাযী ছিদ্দিকুর রহমান, বিএনপি নেতা ইমামুল ইসলাম শরীফ, আ'লীগ নেতা আবু নাসিম ময়না, পৌর চেয়ারম্যান শেখ আশরাফুল হক, বিএনপি নেতা সৈয়দ ইফতেখার আলী, সাংবাদিক কাজী দুলালসহ বহু রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় নেত্রী বেগম সামছুন্নাহার নিজামী, সাংসদ বেগম রোকেয়া আনছার, মহিলা নেত্রী বেগম তাহেরা সাঈদ, আয়েশা জমিলাসহ জেলা শুরা ও কর্মপরিষদ নেত্রীরা মরহুমের বাড়িতে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সহানুভুতি জ্ঞাপন ও সান্তনা দেন। এছাড়া সাতক্ষীরা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে পুলিশ সুপার আব্দুর রহিমসহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা জানাজা নামাজে উপস্থিত ছিলেন। মরহুমের লাশ সুলতানপুরস্থ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় অপরদিকে কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে শোকবার্তা পাঠিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন ভালুকা চাঁদপুর আদর্শ কলেজের সহকারি অধ্যাপক রেজাউল করিম, শরীফ আহমেদ, সহকারি অধ্যাপক বিজন মিত্র, সহ-অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, সহকারি অধ্যাপক জাহিদুর রহমানসহ কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

দৈনিক দৃষ্টিপাত

স্মরনকালের বৃহত্তম জানাযা শেষে কাজী শামসুর রহমান সমাহিত

হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে শনিবার সকাল ন'টায় জামায়াতে ইসলামীর প্রয়াত নেতা সাতক্ষীরা সদর আসনের তিনবারের সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমানের নামাজে জানাযা সাতক্ষীরা পি এন হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহছান মুহাম্মদ মুজাহিদ এই জানাযায় শরীক হন। মরহুম কাযী শামসুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র কাযী সাইদ নামাজে জনাযা পরিচালনা করেন। এর আগে তিনি তার পরিবারের পক্ষ থেকে কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। এর আগে শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কাযী শামসুর রহমানের মরদেহ তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মস্থল মুন্সিপাড়ায় জামায়াতে ইসলামীর অফিস চত্বরে নিয়ে আসা হলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারনা ঘটে। হাজার-হাজার মানুষ তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য জামায়াত অফিসে ও তার বাড়িতে ভিড় জমায়। সমাবেশ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাতক্ষীরা জেলা আমীর মুহাদ্দিস আব্দুল খালেক। গতকাল অনুষ্ঠিত নামাজে জানাযায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ ইজ্জত উল্লাহ, মোঃ গোলাম পরোয়ার এমপি, আব্দুর খালেক এমপি, গাজী নজরুল ইসলাম এমপি, মোঃ হাবিবুর ইসলাম হাবিব এমপি, কাজী আলাউদ্দীন এমপি, মাওলানা মোজাম্মেল হক, যশোরের মাওলানা আজিজুর রহমান, বাগেরহাটের মাওলানা মশিউর রহমান, শার্শা উপজেলার প্রাক্তন এমপি এড. নুর হুসাইন, অধ্যাপক মাওলানা রফীকুল ইসলাম, মরহুমের

বড় পুত্র সিদ্দিকুর রহমান, বিএনপির ইমামুল ইসলাম শরফি, আওয়ামী লীগের আবু নাসিম ময়না, পৌর চেয়ারম্যান শেখ আশরাফুল হক, মাওলানা হাসান খানপুরী, সৈয়দ ইফতেখার আলী, শেখ জামশেদ আলী, একেএম শামসুর রহমান, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল গফফার মৌলভী আব্দুল জলিল, মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী আলী আহছান মুহাম্মদ মুজাহিদ তার দলীয় সহকর্মী কাযী শামসুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের মানুষের পথ প্রদর্শক। অত্যন্ত সহজ-সরল, সাদা-সিদে নির্মোহ মানুষ হিসাবে কাযী শামসুর রহমান ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। মন্ত্রী আরও বলেন তিনি তার কর্ম জীবনে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা এ অঞ্চলের মানুষের অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। মন্ত্রী আরও বলেন কাযী শামসুর রহমান ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন। মন্ত্রী তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন। সর্বদলীয় নেতা কর্মী ও শুভাকাংক্ষীদের উপস্থিতিতে নামাজে জানাযায় প্রশাসনের কর্মকর্তারাও যোগ দেন। জানাযা শেষে তার মরদেহ পারিবারিক গোরস্থান সুলতানপুরে দাফন করা হয়। এদিকে শনিবার জামায়াতের কেন্দীয় নেত্রী বেগম শামছুন্নাহার, পরিচালিকা বেগম তাহেরা সাঈদ, সাতক্ষীরা জেলা মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারী আয়েশা জামিলাসহ জেলা শুরা ও কর্মপরিষদ নেত্রীরা মরহুমের বাড়িতে এসে তার শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনও আত্মীয় স্বজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জানাযায় শরীক হওয়া হলো না দুই জামাতের নেতারা-

জানাযা নামাজে শরীক হওয়া আর হলো না আশাশুনি উপজেলার দুই জামায়াতে ইসলামী নেতার। সাতক্ষীরার জননেতা প্রাক্তন সংসদ সদস্য কাযী শামসুর রহমানের নামাজের জানাযায় শরীক হতে আসার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন আশাশুনি উপজেলার আব্দুস সাত্তার (৪০) ও শেখ হাবিবুলল্লাহ (২৪)। ঘটনাটি ঘটেছে আশাশুনি সাতক্ষীরা সড়কের ব্রাহ্মরাজপুর এলাকার জাহানাবাজ নামক স্থানে। জানা গছে রাস্তা মেরামতের পাথরের টুকরা দ্রুতগামী মটর সাইকেলের চাকায় পড়লে স্লিপ করে মটর সাইকেল ছিটকে পড়ে। এ সময় আরোহী দু'জন মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাদের ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের পর খুলনার ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়ার পথে শেখ হাববিুল্লাহ ও হাসপাতলে পৌছানের পর আব্দুল সাত্তার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় মৃতের লাশ তাদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে পৌছালে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারনা হয়। তাদের এই মৃত্যুতে মৃতের পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দৈনিক পত্রদূত

এ লজ্জা কার ?

এ লজ্জা কার? বীর মুক্তিযোদ্ধা স ম আলাউদ্দীন হত্যার ৪৮ দিন পর সংসদে সর্বপ্রথম তাঁর পৈশাচিক হত্যার বিচার চাইলেন একজন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের সাংসদ। ভাবতেও কষ্ট হয় দীর্ঘ ২১ বৎসর পর যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বলিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, ঠিক তখনই নির্মমভাবে নিহত হলেন আলাউদ্দীন ভাইয়ের মত একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ভাবতেও অত্যন্ত লজ্জার বিষয় সংসদে সাতক্ষীরার দলীয় তিনজন এমপি

একজনও বীর মুক্তিযোদ্ধার হত্যার বিচার চাইতে পারলেন না। এতটুকু সাহস তারা সঞ্চয় করতে পারলেন না। কিসের ভয়ে ভীত তারা? কিসের মোহে বিভোর তারা? দিনের মত সত্য ঘটনাটা সংসদে উত্থাপন করতে পারলেন না। যখন কাযী শামসুর রহমান সাহেব আলাউদদ্দীনের হত্যার বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানালেন তখন কি লজ্জায় মাথাকাটা পড়েনা তাদের? একবারও কি মনে হয়নি তাদের নিজের দলের শীর্ষস্থানীয় একজনের হত্যার বিচার চাইতে পারলাম না। একটু উদারতা দেখালে কি এমন ক্ষতি হতো? বীর মুক্তিযোদ্ধা নয় আলাউদ্দীন তো এত কৃপন ছিলেন না। তিনিও তো আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দলের স্বার্থে মিটিং মিছিল করেছেন। জীবদশায় রাজনীতিতে যাদের সাথে তাঁর কোন আপোষ ছিল না। আজ ভাগ্যের এমন নির্মম পরিহাস আজ তার মৃত্যুর পর তাদেরই তাঁর হত্যার বিচারের দাবি জানাতে হলো। কারণ সংসদে আজতো ..... সবাই নিরব। জামাত যদি তার মৃত্যুর বিচার চাইতে পারে আপনারা কেন পারলেন না। সংসদে বসে নিজ এলাকার সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস দমনের কথা বলতে না পারেন সন্ত্রাস দমনে সাহায্য করতে না পারেন তাহলে এ সন্ত্রাস যে একদিন আপনাদের উপর চড়াও হবে না তার গ্যারান্টি কোথায় পাবেন? এমন নির্মমভাবে কোন সন্তান তার পিতা হারাবে না, কোন স্ত্রী তার স্বামী হারাবে না সেই সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির ব্যর্থতা আপনাদের ..... বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে, সে কথা কি ভেবে দেখেছেন? ভেবে দেখেছেন কি আগামী প্রজন্ম আপনাদের কাছে জবাব চেতে পারে। জবাব চেতে পারে আপনাদের এই চরম ব্যর্থতার .....।

FORMER JAMAAT MP KAZI SHAMSUR RAHMAN PASSED AWAY

Fomer Central Working Committee member of Jamaat-e-Islami and former member of Parliament Kazi Shamsur Rahman passed awary at Ibn Sin Hospital on 17 Feb. at 6 p.m (Inna Lillahi wa Inna Ilahi Razeun). He was 69. He left behind his wife, 6 sons, 4 daughters and a host of relatives and admirers to mourn his death. It is worth-mentioning that Kazi Shamsur Rahman was elected as a member of parliament in three times from Sarkhira Sadar constituency in 1986, 1991 and 1996.

The first janaja prayer of Kazi Shamsur Rahman was held at Darus Salam Mosque of Furfura Sharif at Mirpur in Dhaka city. Former Ameer of Jamaat-e-Islami Bangladesh led the janaja prayer. Deputy Speaker of the Jatiyo Sangsad Akhtar Hamid Siddiqui, Senior Nayeb-e-Ameer of Jamaat-e-Islami Maulana Abul Kalam Mohammad Yusuf, Nayeb-e-Ameers Maqbul Ahnadm, Prof. AKM Nazir Ahmad, Assistant Secretary General Abdul Quader Molla, Central Publicity Secretary Prof. Md. Tasneem

Alam, Central Working Committee members Maulana Sardar Abdus Salam, Maulana Nazrul Islam Advocate, Prof. Sharif Hossain, Advocate Sheikh Ansar Ali, Editor of Daily Sangram Abul Asad, Saiful Alam Kahn Milon, Ameer of Jamaat Dhaka City Maulana Rafiqul Islam Khan, City Nayeb-e-Ameer Advocate Jasim Uddin Sarkar, Assistant Secretary Nurul Islam Bulbul, Maulana Abdul Halim and Office Secretary Prof. Mazharul Islam attended the prayer.

Late Kazi Shamsur Rahman was born at Sultanpur in Satkhira on 1 January 1937, After passing B.Ed he Joined as Headmaster in Kaligonj Pilot High School, discharged the responsibility as Headmaster of the same till 1968. Kazi Shamsur Rahman passed M.Ed. He had been employed as Headmaster of Satkhira Palli Mangal High School since 1969 to 1978. He joined Jamaat-e-Islami in 1961 and his Rukuniat (membership) was granted in 1967. Late Kazi Shamsur Rahman was elected as a member of parliament from Satkhira Sadar constituency in three times in 1986, 1991 and 1996.

Late Kazi Shamsur Rahman was Ameer of greater Khulan district and afterwards Ameer of Satkhira district. He discharged the responsibility as member of Central Working Committee of Jamaat-e-Islami. He had great contribution behind present progress of organisational work of jamaat-e-Islami Bangladesh.

Kazi Shamsur Rahman was buried at his Sultanpur family graveyard at Satkhira town on 18 February morining. His Namaj-e- Janaza was held at PTI ground at about 8.45 am which was attened by Secretary General and Social Welfare Minister Ali Ahsan Mohammad Mojaheed, local present and former MPs and a large number of people.

JAMAAT LEADERS CONDOLES DEMISE OF JAMAAT LEADER KAZI SHAMSUR RAHAM

Ameer-e-Jamaat and Industries Minister Maulana Motiur Rahman Nizami and Secretary General and Social Welfare Minister Ali Ahsan Mohammad Mojaheed in a joint statement on 17 February expressed deep shock at the death of former Jamaat MP and

Central Working Commitee member Kazi Shamsur Rahman.

In a condolence message they said Late Shamsur Rahman was devoted soul in the movement for the establishment of Allah's Deen. He rendered his great service to the people of Satkhira as a member of parliament elected for three times. He played bold and courageous role in the anti-autocratic and democratic movement.

The Jamaat leaders said as a bold organiser Late kazi Shamsur Rahman had great contribution to progress of organisation flourishment of Jamaat-e-Islam in Shatkira region. He will remain memorable and respectable to the people of his selfless contribution.

They prayed to Allah for granting Him the highest position in Zannat. The Jamaat leaders expressed their heartfelt sympathy with the members of the bereaved family.

ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুহাম্মদ ইউনুস (মাঝে) ও অভিনেতা আরিফুল হকের সাথে কাযী শামসুর রহমান

রোড মার্চে গিয়ে দেখেছি তাঁকে

কে এম ইয়াকুব আলী

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন তথা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর আমাদের প্রাণ প্রিয় নেতা ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বনেতা কেয়ারটেকার সরকার ফরমুলার রূপকার অধ্যাপক গোলাম আযম বিভিন্ন সময় সরকারের অন্যায় ও জুলুম নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ট ভূমিকায় ই রাখেননি সময় উপযোগী কৌশল ও নির্ধারণ করেছেন যা বিরোধী দল গুলোর নিকট অত্যন্ত গ্রহন যোগ্য হয়েছে। এর একটি ছিল রোড মার্চ সে রোড মার্চে আমরা ২টি রাত অতিবাহিত কটি ১টি ঝিনাইদহে অন্যটি সাতক্ষীরায়। সাতক্ষীরায় রাত্রী যাপন সহ বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ছিল অত্যন্ত চমৎকার যা এ ধরণের ব্যাপক লোক সমাগমের মধ্যে করা খুব দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব না। যেমন সকলের ২ বেলার খাবার নিদ্রার জন্য যথেষ্ট স্থান বাথ রুম, গোসলের জন্য বড় একটি পুকুর এবং কর্মী বাহিনীর আন্তরিকতা পূর্ণ মেহমানদারী সবই ছিল স্মরণ রাখার মত তাই আমরা যখন সাতক্ষীরা ত্যাগ করি তখন বাসে বাসে শ্লোগান শুনেছিলাম। "সাতক্ষীরার ঘটনা কোনদিন ভূলবনা"। "সাতক্ষীরার জনগন শুভেচ্ছা, স্বাগতম" আমি কয়েক জন এলাকাবাসীকে জিজ্ঞেস করলাম এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা হল কি ভাবে উত্তর পেলাম কাজী শামসুর রহমান সাহেব নিজে কর্মীদের সাথে কাজ করেছেন এবং আমাদেরকে অনুরোধ করেছেন আমাদের মেহমানদের যেন কোন কষ্ট না হয়।

আমার সাথে কয়েক জন ভাই হঠাৎ করে বলে উঠলেন ঐ দেখেন এই এলাকার স্থায়ী এমপি এবং নেতা কাযী শামসুর রহমান মনে হচ্ছে একেবারে অধ্যাপক গোলাম আযম, আমি ও তাকিয়ে দেখলাম কি সুন্দর এক সংগ্রামী পুরুষ তাই আমি হাস্যরসে বলছিলাম অধ্যাপক গোলাম আযমের মত না হলে কি আর হয় আল্লাহ অধ্যাপক গোলাম আযমকে দিয়ে বোর্ড মার্চের পরিকল্পনা করিয়েছেন আর কাযী শামসুর রহমান তার বাস্তব রূপ দিচ্ছেন এখন ও চোখে ভাসে সেই কাজী শামসুর রহমানকে।

লেখক : মেরাজনগর ওয়ার্ড সভাপতি

পাটকেলঘাটা আল-আমীন মাদ্রাসার অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কাযী শামসুর রহমান এম.পি.

এলাকার উন্নয়নে যিনি এখনও যন্ত্রনায় কাতর

মোঃ নজরুল ইসলাম

স্নেহাস্পদ কাজী সিদ্দীকুর রহমান তার পিতার কর্মবহুল ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রকাশিতব্য স্মারক গ্রন্থের জন্য দীর্ঘদিন থেকে একটি লেখা দেয়ার তাগিদ জানাচ্ছে। প্রতিবারই ওয়াদা করেছি কিন্তু লেখাটির অগ্রগতি হচ্ছিল না। জনাব কাযী শামছুর রহমান সাতক্ষীরা জেলার সুলতানপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান। ছিমছাম শুভ্র পোশাক পরিহিত অত্যন্ত বিনীত মেজাজের এ মানুষটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে দেশ স্বাধীনেরও অনেক আগে। সাতক্ষীরা পি এন স্কুলে আমার সহপাঠী দুলালের শ্রদ্ধেয় মামা হচ্ছেন জনাব কাযী সাহেব। সে সূবাদে পরিচয় হলেও সর্বপ্রথম আমার অপর এক সহপাঠী বন্ধু রোকনুজ্জামানের আমন্ত্রনে একটি বৈঠকে জনাব কাযী শামছুর রহমান সাহেব এর সাথে মুখোমুখি পরিচয় এবং কিছু কথাবার্তা হয়। তিনি তখন পুরোপুরিভাবে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর সেদিনকার রাজনৈতিক জীবন থেকে আজ অব্দি আমার কাছে এ মানুষটি একজন সৎ এবং পরহেজগার হিসেবে বিবেচিত।

কয়েক যুগ আগে প্রথম পরিচয়ের সে দিনটিতে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন আজও তা আমার কাছে সুষ্ট। তদানিন্তন প্রেক্ষাপটে ইসলামী আন্দোলনের ধারা কোনদিকে এ প্রসংগে তিনি যেটা বলেছিলেন তাহলো, "ধরে নেয়া যাক একজন লোক একটি বৃষ্ঠার কুয়াতে পড়ে গেছে। এর মধ্যে কিছু লোক বেশ আনন্দে তার মধ্যে অবগাহন করে বেড়াচ্ছে আর কিছু লোক ঐ পরিস্থিতি হতে তীরে উঠার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তীরে উঠতে সক্ষম হচ্ছে না। আমরা শুধু মাত্র চেষ্টা করছি ঐ মানুষগুলোকে তীরে উঠতে সাহায্য করতে"। অর্থাৎ তিনি যেটা বলতে চেয়েছিলেন তাহলো তদানিন্তন বহমান আমাদের সমাজ জীবনে নানাবিধ অনাচারের মধ্যে সৎ ও সুন্দরভাবে যে মানুষগুলো জীবন গড়তে চায় তাদেরকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়া।

রাজনৈতিক জীবনে সাতক্ষীরা সদরের সংসদীয় আসন থেকে একাধিকবার তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। সারাদেশে রাজনৈতিক প্রবাহ এক বলয়ে ধাবিত হলেও সাতক্ষীরার রাজনৈতিক অংগনে ইসলামিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত প্রার্থীদের জয়েরধারা সূ-বিদিত। ফলে জনাব কাযী শামছুর রহমানের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় না গেলেও তিনি স্বচ্ছন্দে জয়ী হয়েছেন। অতঃপর আমাদের দেশের রাজনীতির ধারা অনুযায়ী যেহেতু তিনি ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য ছিলেন না, তাই, এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে তাঁকে এককভাবেবড় বেশী নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। কখনও সক্ষম হয়েছেন, কখনও হননি। কিন্তু, তাই বলে তিনি কখনও হতোদ্যম হয়েছেন বলে মনে হয়নি। বলতে গেলে সংসদে অনেক সময় বিচ্ছিন্নভাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দিতেন। তিনি সকল বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা পছন্দ করতেন। সাতক্ষীরার উন্নয়ন প্রসংগে তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা জানাতেন। প্রয়োজনে ঢাকাস্থ সাতক্ষীরার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অভিমত তিনি শুনতেন। আমার ধারণা এরপর তিনি সাধ্যমত এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছেন যা

নিঃসন্দেহে আকাংখার তুলনায় অনিবার্যভাবে কম ছিল। এ জন্য অবশ্য তার মধ্যে যথেষ্ট নিরব যন্ত্রণা ছিল এবং আজও আছে বলে আমার ধারণা।

গতানুগতিক রাজনৈতিক দলের মতাবলম্বি তিনি ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন, নীতির প্রশ্নে ভংগুর ছিল না। বিবেকের উপর ভর করে চলতে তিনি ভালো বাসেন। ইহলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দকে তিনি বড় বেশী প্রশ্রয় দেননি। রাজনীতিবিদের চাকচিক্যের মোহ তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি। কেউ পছন্দ করুক বা না করুক সত্য কথা বলতে তাঁকে দ্বিধান্বিত হতে দেখিনি। এক বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের এক পর্যায়ে বড় অসময়ে তিনি শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে শ্রদ্ধেয় কাযী শামছুর রহমান সাহেব এর নিকট যাই। অসুস্থ্য অবস্থায়ও এখনও দেখি আমাদের কাছে পেলে তিনি যেন জীবনের ছন্দ খুঁজে পেতে চেষ্টা করেন। সাতক্ষীরার উন্নয়নের ছবি কাগজে আঁকতে চেষ্টা করেন। পরিকল্পনার কথা আকার ইংগীতে বোঝাবার চেষ্টা করেন। তখন বুঝতে পারি অসুস্থ্য শরীরে সাতক্ষীরার অনেকে স্বপ্ন বাস্তবে রূপদান করতে না পারার একটা তীব্র যন্ত্রণায় অহরহ যেন তিনি ভুগছেন। পরম করুনাময়ের নিকট দোয়া তিনি তাঁকে যেন সুস্থ্যতা দেন। অবশিষ্ট জীবন মানুষের কল্যানে তিনি যেন ব্যয় করতে পারেন এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

লেখক : মহাব্যবস্থাপক, বিটিএমসি

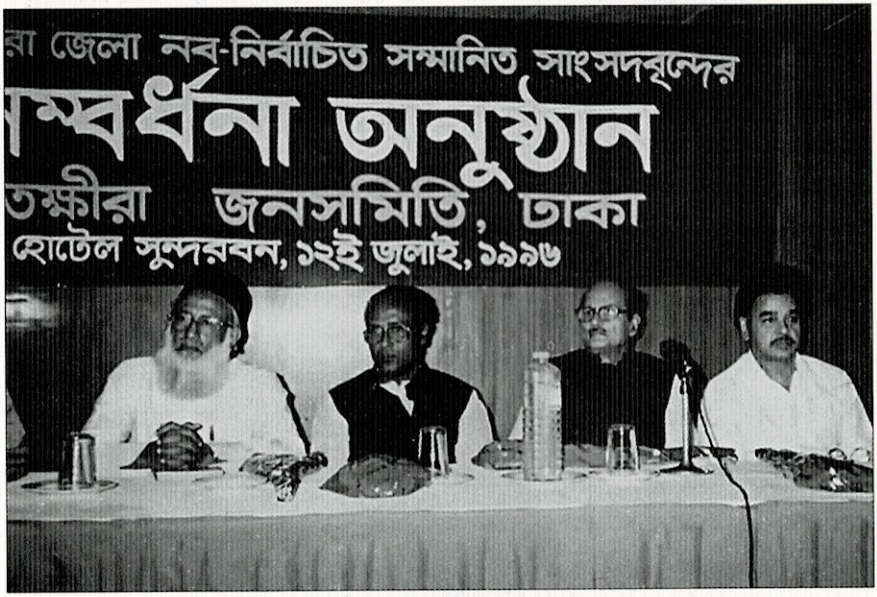

একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

ডাঃ মোঃ জালাল উদ্দীন

পরম করুনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সবচেয়ে প্রিয় জীবন ব্যবস্থা ইসলাম আজ দুনিয়ার পূর্ণাঙ্গ ভাবে বিরল, বর্তমানে বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা যেমন কম নয় তেমনি ধন দৌলতে ও প্রথম কাতারে। অথচ আল্লাহর দ্বীনের চাবি কাটি আজ কোন মুসলিণম জাতির হাতে দিচ্ছে না কেন? ধন দৌলতে ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে মুসলিম সমাজ শীর্ষে হলেও আল্লাহ ও রসূলেল (সঃ) সংগে আখলাক আকিদার দিক থেকে সম্পর্ক স্থঅপনে অনেক পিছিয়ে। কিন্তু বর্তমান সমাজে সাতক্ষীরার তিন তিন বার নির্বাচিত এম.পি. এম শামসুর রহমান সাহেব আখলাক, আকীদার, দিক থেকে জামায়াতে ইসলামীর এক স্মরণীয় ব্যক্তি ও তিন তিন বার এমপি হয়েও বাড়ী ঘরের কোন পরিবর্তন করেননি। চাচা নিজ হাতে বাজার করতেন ছেট বড় সকলের সাথে বন্ধু সুলভ ব্যবহার করতেন। এক দিন আমার চেম্বারে আসলেন আমি চাচাকে নাস্তা দিলাম উনি বললেন আমি একটু হাটতে বাহিরে হয়েছিলাম। আমি বড়ীতে নিয়ে পরে খাব এবং নিয়ে গেলেন। আমি যখন কথা বলতাম, মন দিয়ে শুনতেন এবং উত্তর দিতেন কখনো মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলতেন না এটাই রাসূলের (সঃ) আদর্শ প্রিয় নবী উচছৃংখল জাতিকে আদর্শেল শিক্ষা দিলেন, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের দিকে তাদের ফিরিয়ে আনলেন এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ তাদের কেই গড়ে তোলেন বিশ্ব মানবতার কাছে সর্বোচ্চ নীতির উপমা ও পরম আদর্শের প্রতিক রুপে ঠিক এমনি আপনি আপনার অনির্বান আদর্শ ইসলামের আদর্শকৈ পুজি করে যতাযত ভাবে অগ্রসর হোন, অপসংস্কৃতির ভাগাড়ে গোলাপের আবাদ গড়ে তুলুন মননের রন্ধে রন্ধে তীব্র ভাএব সঞ্চারিত করুন ইসলামী আদর্শেল দরুন প্রবাহ দখেবেন অপসংস্কৃতির মোহে মাতোয়ারা বেপথ মানুষ হুশ ফিরে পাবে, তারা ক্রমান্বয়ে ফিরে আসবে সৎ, শুভ আর অল্রানের ছায়া তলে।

লেখক : হোমীওপ্যাথি ডাক্তার, সুলতানপুর, সাতক্ষীরা

তৎকালীন চীফ হুইফ বর্তমানে বিএনপির মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের সাথে কাযী শামসুর রহমান

আমার মামাকে যেমন দেখেছি

মমতাজ আরা বেগম

আত্ম ত্যগে মহীয়ান ও বলিয়ান এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান সাহেব আমার মামা তাকে- ছোট বেলা হতেই আমরা যেমন দেখেছি সে দেখঅর স্মৃতি চারন করলে আর অক্ষরের কলেবরে আমাকে তা লিখতে বললে হয়তো এক বিশাল গ্রন্থই লিখে ফেলতে পারতাম। সব বোনদের মত আমার মাকেও বড় ভালবাসতেন তিনি। তাই আমাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে মকে দেখতে আব্বাকে দেখতে আসতেন।

একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন, তোমরা সবাই খুব আনন্দের সাথে শিক্ষা অর্জন করবেন। কেননা মনে রেখো শিক্ষা হচ্ছে একটা আলো। আলো থাকলে যেমন হোচট খাওয়ার ভয় কম থাকে মানুষের জীবনে শিক্ষাও ঠিক তেমনিই।

মনের মাঝে গেঁথে নিয়েছিলাম কথঅটি। হঠাৎ একদিন ক্লাস টিচার টিফিনের পর ক্লাসে ঢুকে ক্লাসের পরিবেশ ও রুমের মধ্যে ময়লা থেকে প্রতিটি স্টুডেন্টকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন বলোতো শিক্ষা কি? প্রতিটি মেয়েই দাড়িয়ে পড়েছে কোন উত্তর দিতে পারছেনা।

পুকুর পাড়ে বসে "বিষাদ সিন্ধু" থেকে পড়া বেশ কিছু গল্প আমি মেয়েদেরকে শুনাচ্ছিলাম। তাই ক্লাসে ঢুকতে আমি একটু দেরীই করে ফেলেছিলাম। কোন মতে ক্লাসে ঢুকে পিছনের সারিতেই তাই বসে পড়েছিলাম। ক্লাসরে সব মেয়েই একে একে দাড়িয়ে পড়ছে এবার এলো আমার পালা। ক্লাস টিচার আমাকে খুবই ভালবাসতেন। উনি আমার নাম উল্লেখকরে বলে উঠলেন বলোতো মমতাজ শিক্ষা কি? ঠিক তখনই আমার মনে আগল হতে বেরিয়ে এলো দুটি কথা। শিক্ষা একটি আলো পরে বলতে থাকি মানুষের জীবনেচলার পথ বড় বন্ধুর । আলো থাকলে যমন হোঁচট খাওয়ার বয়ং কম থাকে মানুষের জীবনে শিক্ষাও ঠিক তেমনি একটি আলোক বর্তিকা। আপা চরম ভাবে খুশী হয়ে আমাকে মৌখিক ধন্যবাদ জানালেন।

পরে আবার জানতে চাইলেন বলতো শৃঙ্খলা কি? চট করে তখনই বলে ফেললাম শৃঙ্খলা হচ্ছে সেই জিনিস যা, মানুষের কাজের মধ্যে সুষ্ঠতা এনে দেয়। এবার তিনি আরেক বার আমাকে ধন্য বাদ জানিয়ে বলে গেলেন ক্লাসের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করে ফেল। এরপর আমি আসছি। বন্ধুরাও ভীষন খুশি হয়ে বললেঅ। যাক বাবা তোর জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। এত কঠিক প্রশ্নের উত্তর এক মিনিটে কি করে তোর মাথায় আসে বুঝিনা।

আমি বললাম আমার মামা যখনক আমাদের বাড়ীতে যান তখন আমরা সব কাজ ফেলে মামার কথাই কেবল শুনি তার আলোচনা আর উপদেশগুলো মনে রাখার চেষ্টা করি। এজন্যেই শুধু আজকে এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কাছে এত সহজ হয়েছে।

তাই দরবারে এলাহীতে প্রানের অকুণ্ঠ শোকরিয়অ জানাই যে, এমনি একটি মাত্রা মামা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন।

মামা সব সময় ভাগনা ভাগনীদের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল হবে বলে বই এবং কলন দিয়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানে সেবক। কলম আর বই ছিলো তার নিত্য দিনের সাথী। তার ঘরের একটি ছোট আলমারিতে সাজানো থাকতো বই। যেনো একটি ছোটখাটো লাইব্রেরী । সেখান থেকে বই নিয়ে গ্রামের ছেলে মেয়েরা পড়তো আবার সময় মত ফিরিয়ে

দিতো। গ্রামে কত মহৎ কাজ যে তিনি করতেন। সবাই তার কাছে নিজের দুঃখ অনুভব করতেন।

এমনি এক মহতি উদ্যোগ নিয়ে আমাদের গ্রামের একজন সম্মানিতা নিঃসন্তান ও ধনবতী মহিলঅ মামাকে ডেকে বললেন, শামসু বাপ আমার কোন তো সন্তান নেই। মৃত্যুর পর কেই বা আমার জন্য হত তুলবে। তাই আমার সমুদয় গহনা আর দেন মোহরের জন্য যে সম্পত্তি তোমাদের চাচা আমাকে দিয়েছেন সে সবই আমি দান করে দিয়ে যেতে চাই। তুমি গ্রামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন করো। দুনিয়োতে যেমন ইম গহনা পরে থাকতাম আখেরাতেও আমি তেমনি থাকতে চাই।

এই মহিয়সী মহিলা ছিলেন আমার ফুপুর জা আর আমার মামা ও মায়ের চাচী। আর আমাদের শ্রদ্ধেয়া বড় চাচীমা। তিনি ও আমার শ্রদ্ধোয়া নানীর কাছেই আমি কোরান শরীফ পড়া শিখি। তাদের মনের মুক্তঝরা আদর্শকে বুকে লালন করার চেষ্টা করেছি এই অতি নগন্য ও নালায়েক জীবনে।

আমার এখনও মনে আছে সমস্ত গহনা গলিয়ে একটা সোনার বিস্কিটে এনে মামা আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি তখন ছোট ছিলাম। তাল সামলাতে না পেরে হাত হতে পড়ে গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি আবার কুড়িয়ে এনে মামার হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এখন আমার মনে খুব আনন্দ হয়। মনে হয় আমাদের গ্রামের প্রতম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রথম স্বর্ণ পিন্ডটি যা নাকি চাচীমার অস্তিত্বে বিরাজ করতো। একবার হলেও সেটি আমি আমার হাতের মুঠোতে ধরেছিলাম। তারপর প্রতিষ্ঠা হলো মাদ্রাসা, মসজিদ ও শিক্ষঅ প্রতিষ্ঠান। আমার মামা নিজকে ভুলেগিয়ে গ্রাম, শহর, দেশও জাতির কল্যাণে নিকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দিলেন।

ধর্মের উপর যে কি অনুষ্ঠ অনুরাগ ছিলো তার। মামা আমাদেরকেক বলতেন, বিদ্যা হচ্ছে আগুন আর ধর্ম হচ্ছে সেই আগুনকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা। আগুন সে শুধু জ্বালিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাই রাখে কিন্তু নিয়ন্ত্রন করা যায় াত থেকে মানুষ করতে পারে অসাধ্য সাধন।

আমার অতি শ্রদ্ধেয়া নানীর অনেক সাধনার ধন আমার মামা। একাত্তরের যুদ্ধের পর যখন মামা জেলে গেলেন। আমার নানী তারত জীবনের শেষ দিনে বলেছিলেন, আমার চেলেকে জেলে নিয়ে গেলো কেন? আমার ছেলেকে তো আমি আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে মসজিদে গিয়ে সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে তবে পয়েছি। আর আলেমুল গায়েবকে বলেছি এ ছেলেকে তুমি মসজিদের দিকেই টান দিও। কোন মায়ের কোন সাধনা ব্যার্থ হয় না কোনদিন আমার মাকে তাই দেখেছি হেদায়েতের পাথে মানুষকে আহব্বান করার প্রানান্ত প্রচেষ্টা পবিত্র কোরআন পাকেরক সুললিত বাণী মামার মুখে শুনতে প্রাণ আনন্দে ভরে উঠতো । ভীষন ভালোবসতাম আমি মামার কণ্ঠে পবিত্র কোরআন পারেক আয়তগুলি শুনতে। কত আয়াত মামার কাছ হতে শুনে নিয়ে মুখস্তকরে ফেলেছিলাম। যা আমার বাস্তব জীবনকে প্রতি মুহুর্তে রক্ষা করে চলেছে।

তারপর ধেশ ও দশের খিদমতে জীবনের ক্ষুদ্র কটিদিন দবিলিয়ে দিলেন তিনি। চলতে লাগলো কাজ আর কাজ, মানুষকে সৎ পথে আনার প্রেরনায় তিনি পার্লামেন্ট ভোটে দাড়ালেন। কেননা ক্ষমতা ছাড়া ইসলামকে তুলে দরা যাবে না জাতির কাছে। তিন তিন বার তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হলেন। কিন্তু নিজের ভাগ্যোন্নয়নের এতটুকুক প্রচেষ্ট তাকে পেয়ে

এসেনি। এ যে আমাদের কত বড় পাওয়া, কত বড় শিক্ষা। তাকে যে বুঝেছে সেই শুদু মুল্যায়ণ করতে পারে তাকে।

আর আল্লাহ পাকের কপথে যাবার জ্ঞানের পরিধি দয়ামত অতি দয়া করে যাকে দান করেছেন তিনিই শুধু তাকে গভীর ভাবে অনুভব করতে পারবেন।

যখন আমার স্বামীকর্ম উপলক্ষ্যে নাইরোবিতে চিলেন, আমাকে কিছু দিন পর বাচ্ছাদের নিয়ে চলে যেতে হয়েছিলো সুদূর আফ্রিকা মহাদেশে। এমপি হোষ্টেলে মামার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমার বাচ্চাদের মামা খুব ভালবাসতেন। ওদের আব্বুর প্রতিও তারত ছিলো গভল সহানুভূতি। বললাম মামা আমি কোনদিন দেশের বাইরে যাইনি তাই বেশ বয় পাচ্ছি। তিনি বললেন কোন ভয় নেই মা, যতো অনিয়ম দেশের মধ্যেই। দেশের বাইরে যাও ধেখবে সব কিছুই নিয়মের শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত। তাই তোমার কোন অসুবিধাই হবে না ইনশাল্লাহ।

সত্যিই মামার কথঅর উপর ভরসা করে আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহ নিয়েবাচ্চাদের নিয়ে পড়ি দিলাম সুদূল আফ্রিকাতে প্রথমে নাইরোবি পরে উগান্ডাতে। আমার সেই শান্তি ময় দিনগুলির অভিজ্ঞতার কথা লিখেরেখেছি আমার ডাইরিতে। বিদেশের মাটিতে থেকেও মামার সাথে আমার যোগাযোগ একই ভাবে ছিলো। এমনকি উগান্ডা হাই কমিশনারের কাছে আমাদের কথা বলে তিনি আমাদের খোজ খবর নেওয়ার চেষ্ট চিন্তা করেছেন।

প্রথম বারের হজ্ব ব্রত পালন করার পর মামা আমি দেশে ফেরার পর সমস্ত অীভজ্ঞতার বর্ণনা করে দোয়া করেছিলেন। আমার স্বামীকে এখানা রাবেতার কোরান শরীফ গিফট করলেন। ঐ কোরান শরীফ খানা আমার জীবনেরে এক বিশেষ অবলম্বন বলা যায়।

এর পর দেশে ফিরে যাওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীণ এর অপার দয়ায় তার ডাকে আমরা প্রথম ওমরা হজ্ব করতে যাই। বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে। আমার মামা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে যা কিছু বলেছিলেন সব কিছুই যেন আমারকাছে জীবন্ত হয়েই প্রতিভাত হলো। পবিত্রত ওহাদ প্রান্তরে পৌছিয়ে তার কথাই আমার বার বার মনে পড়ছিলো। তিনি তো আর ইতিহাস জানে না মা । মসজিদে কিবলা তাইন, নবীজীর হৃদয়ের কোন অনুভূতি সেখাে কাজ করেছে। মসজিদে নব্বী কোন সে কির্ত্তীময় ইতিহাস। মসজিদে কুবা, মসজিদে শাসন সালমান ফারসী (রাঃ) সেই খেজুর বাগান সেই সে কুয়া। বদর প্রান্তরে সেই শহীদানগনের কবর। বস্তা বস্তা মরিয়ম ফুলেরকেনা বেচা। ভাবাবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

মামার মুখ হতে সেই কবে ছেলে বেলা হতে শোনা শাশ্বত সত্য ইতিহাস যেন বাস্তবরুপ নিয়ে আমর সাথে কলা বলছে। আমার দুচোখ যেন সেই সনাতন ইতিহাসকে দেখছে। আর অন্তকরন অনুভব করছে সমস্ত অনুভুতি আর হৃদয় দিয়ে । সব জায়গাতেই অশ্রু সজল হয়ে উঠছে চোখের পাতা দুটি।

আল্লাহ পাকের স্বরুপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মামা বলতেন আল্লা পাকের জ্ঞঅনে জ্ঞানান্বিত হও। তারগুনে গুনান্বিত হও আর তার রংয়ে রঞ্জিত হও। ঠিক এ অনুভূতিটুকু নিয়ে যখন জীবনে প্রথম জীবনেরে শ্রেষ্টতম পাওয়া কাবা শরীফ স্বচোখে দর্শন করলাম। জীবনেএত আনন্দ আর কখনও পাইনি। পৃথিবীর কত সৌন্দর্যই না প্রভু, দেখিয়েছিরেন এর আগে। কিন্তু পবিত্র কাবা দর্শণ এর চেয়ে বড় সৌন্দর্য্য আমার দুচোখ আর কখনও দেখিনি শুধু মনে হয়েছিলো আমার মহান প্রভুর এতরুপ এতবড় সৌন্দর্য্যানুভুতি। এত সুন্দর ঘর আমার প্রভু রাব্বুল

আলামীনের।

আমি মুগ্ধ, বিমোহিত আবেগে আপ্লুত।

আবার ফিরে আসি আমার মনের মুকুরে। মামার জীবনের শেষ রাষ্ট্রীয় সফরে পবিত্র মক্কা নগরী ও মদীনা মনোয়ারাতে কি স্বাচ্ছন্দ ও স্বপ্নস্নয় অনুভুতিতে জীবনের শেষ সফর কর্মসূচী পালন করেছিলেন।

তার লেখা "বিশ্ব নবীর (দঃ) দেশে সরকারী সফরে জীবনের একটি স্মরনীয় সপ্তাহ"।

এ পাওয়া যেন আমাদের প্রান প্রিয় মামার কর্মজীবনে আল্অহ পাকের তরফ হতে পাওয়া এক শ্রেষ্ট তম নেয়ামত।

এ রাজকীয় সফরের বর্ণনা পড়ে আমার মনের সামান্য অনুভুতি প্রকাশের প্রচেষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম শুধু।

এ কথা বার বার মনে পড়ে হাতির খোরাক যেমন কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর হজম করা অসম্ভব আমিও তো ঠিক তেমনিই। সেই রাজকীয় বিমান যোগে ভ্রমন। রাজন্য বর্গের সাথে আলাপ চারিতা। বাদশার নিশেষ মেহমান হিসেবে খানা পিনা। সমস্ত দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন শেষে নবী পাকেরক রওজা মোবারকে পৌছে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়। মনের নিবিড় অনুভুতি দিয়ে অবলোকন করা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি রাসূলে পাকের (দঃ) সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের একান্ত সান্বিধ্য ও সন্ধিবদ্ধ দৃষ্টি যেন তাকে অবলোকন করছিলেন। এই যে নবী পাকের (সাল্লাল্লঅহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রতি প্রগাড়-একান্ততা। তার পবিত্র রওজা মোবারকে বসে প্রশঅন্ত চিত্তে নামাজ সমাপনে তিনি ভাবছেন নিশ্চয়ই দেখছেন আমি কি করছি কেমন আবেগ ভরা দৃষ্টি নিয়ে কথা ভাবছি তিনি সব দেখছেন। আর নিরিক্ষণ করছেন।

এমন অনুভূতিকে কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

তাই সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে। আমার মামার সারা জীবনের প্রচেষ্টাই ছিলো রসূলের পাকক (সাঃ) এর আদর্শের অনুকরণ। আল্লা পাকেরক রাজত্বে দীনের প্রতিষ্ঠা এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের দেশ বাসীকে উদ্বুদ্ধ করার কি আকুল প্রেরণা তার। কেউ তাকে বুঝেছেন আবার কতজন তাকে এতটুকু বুঝতেও পারেনি কিন্তু তার মিশন চলেছিল তার কলম কোন দিন থেমে থাকেনি। তা হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে বারবার দেশবাসীর জন্যে জাতির জন্যে প্রার্থনা করেছেন।

পবিত্র মক্কা মদীনা শরীফে যেয়ে তিনি প্রার্থনা করে এসেছেন যেখঅনে দোয়অ কবুলিয়তের নিশ্চয়তা আছে।

মামার কথাতেই তাই শেষ করি। পবিত্র মক্কা মদীনা শরীফে কত কি যে দেখলাম সবাইকে সে জায়গায় যাওয়ার জন্য আমি অধম যে শেষ বিদায়ের দিনে বলে এসেছি। বলে এসেছি কেদে কেদে হে মহান তুমি আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশকে তোমার নুরে আলোকিত করে দাও। কর্মবীর আমার মামা আজ শুয়ে আছেন তার বড় ছেলের ঢাকাস্থ মিরপুর দারুস সালাম এপার্টমেন্ট এর ১৫ তলা বিশিষ্ট একটি ফ্লাটের ঘরের মাঝে।

যেখান থেকে আকাশকে অনেক কাছের মনে হয়। তাই সেখান থেকে স্রষ্টার সঙ্গে তার একান্ত সম্পর্ক যেন আরও নির্ভেজাল ও মোহনীয় হয়ে উঠেছে।

রোগ যতনার কোন বিষন্নতা, বিমর্ষতা তাকে পেয়ে বসেনি। মুর্খের নূরানী চেহারাতে আছে শুধু স্রষ্টার প্রতি একান্ত নির্ভরতা নিবিষ্টতা আর সন্তোষ্টির পূর্ণ আবেগময় অনুভূতি।
তাই সে বেহেশতি চেহারার সৌন্দর্য দর্শন করে বাবার বলতে হচ্ছে করে। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় -

"যে পেয়েছে আল্লাহ নাম সোনার কাঠি
তার কাছে ভাই এই দুনিয়া দুদের বাটি
দীন দুনিয়া দুইই পায় সে মজা লোটে
রোজা রেখে সন্ধ্যেবেলা শিরনী জোটে
সে সদাই বিভোর পিয়ে খোদার এশক খাঁটি
সে গৃহী তবু গরে তাহার মন থাকে না
হাঁসের মত জলে থেকেও জল মাখে না।
তার সবাই সমান খাঁটি সোনা এঁটেল মাটি
সবই খোদার দান ভেবে সে গ্রহন করে
দুঃখ অভাব সুখের মত জড়িয়ে ধরে
ভোগ করে সে নিত্য বেহেশত পরিপাটি
ভোগ করে সে নিত্য বেহেশত পরিপাটি
আবার এও বলতে ইচ্ছে করে-
"তোমার কির্ত্তির চেয়েও তুমি যে মহৎ
তাই তবে জীবনের রথ কির্ত্তিরে ছাড়িয়া যায়
পশ্চাতে তোমার বারংবার"

লন্ডনে প্রবাসীদের সাথে কাযী শামসুর রহমান

ইরানের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে কুটনৈতিক কোরের তদানিন্তন ডীন ও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত শাহ্‌তা জারাবের সাথে কাযী শামসুর রহমান

সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার

এ এম রিয়াছাত আলী

সাবেক সংসদ সদস্য, সাতক্ষীরা-৩ (আশাশুনি)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ লেখাটি শেষ মূহুর্তে পাওয়া যাওয়ায় পান্ডুলিপিটি সরাসরি স্ক্যানিং করে বসানো হয়েছে বিধায় কিছু ভূল থাকলে ক্ষমা করবেন

আমি ইং ১৯৫৬ সনে শর্ষিনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল এবং ১৯৫৮ সালে চিটাগং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ পাশ করি। তখন আমার বড় ভাই জনাব রজব আলী সাহেব চিটাগং সরকারী ইসলঅমিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে শিক্ষকতা করতেন এবং ছোট ভাই মাওলানা আয়ুব আলী যোনাতুনিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় ফাজিল ক্লাসের ছাত্র ছিলো। এ সময়ে আমার আব্বা ইন্তেকাল করেন। আব্বার পরিত্যক্ত সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করতে হয়। আমার প্রদ্ধেয় ওস্তাদ জনাব আলহাজ্জ মাওলানা রোবহানুদ্দীন সাহেব এই সুযোগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতাপ নগর আবু বকর সিদ্দিক আলিয়া মাদ্রাসার হেড মৌলভীর পদ গ্রহণ করার জন্য দাবী করেন। পরিবেস পরিস্থিতির কারণে তার সে দাবী আমি উপক্ষো করতে পারিনি।

সঠিক দিন তারিখ মনে নেই। তবে এমনই কোন এক দিন সদা হাস্যোজ্জল, অত্যন্ত সুন্দর চেহারার এক ব্যক্তি আমার কাছে হাজির। তিনি মালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং তার নাম কাজী শামছুর রহমান বলে পরিচয় প্রদান করলেন।

পারস্পরিক পরিচিতির পরে তিনি আমার কাছে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পেশ করলেন। যেহেতু আমি ছাত্র জীবনে তৎকালীন ছাত্র সংঘ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম এজন্য কোন রকম আপত্তি না করে আমি জামায়াতে ইসলামীর মত্তাফিক বা সমর্থক ফরম পূরণ করলাম।

এর পর থেকে তিনি জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত নিয়ে মাঝে মধ্যে আমাদের এলাকায় আসতেন। তিনি যখন আমার এলাকায় আসতেন আমি প্রায়ই তার সঙ্গে থাকতাম। তার চলাফেরা, আচার-আচরণ মথা-বার্তা এবং আলাপ আলোচনা শুনে খুবই বিস্মিত হতাম। আমি চিন্তা করতাম একজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ কোরাম হাদিস ও দ্বীন সম্পর্কে এত সুন্দর ধারণা তিনি কি করে অর্জন করেছেন। তিনি কোথা থেকে ইসলাম সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। আমি মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করলেও আমার মনে হতো আমার চেয়ে তিনি যেন অনেক বেশি জানেন। তার আমল আখলাকও ছিল অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের। কোন কোন অনুষ্ঠান ও লোক সমাগমে তিনি আমাকে ইমামতি করার জন্য বলতেন কিন্তু আমি যেন তার ইমামতিতে নামাজ পড়ার বেশি তৃপ্তি অনুভব করতাম। এ জন্য তিনি যাতে রামাজে ইমামতি করেন এজন্য তাকেই ইমামতী করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করতাম।

সাতক্ষীরার ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাযী শাসছুর রহমানের অবদান অপরিসীম। তাকে দেখেছি কখনও একটা ব্যাগ কাধে নিয়ে পায়ে হেটে চলেছেন গ্রাম থেকে প্রামান্তর। কখনও বাইসাইকেলে চেপে মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামের দাওয়াত পৌছাচ্ছেন। পরবর্তীতে একটা পুরানো মোটর সাইকেল নিয়ে তিনি ইসলামী আন্দোলনের কাজ করে চলেছেন। এভাবে অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরলাসভাবে কাজ করে চলেছেন। তারই প্রেরণায় সাতক্ষীরা জেলার গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহর এলরকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে জামায়াতে ইসলামী সংগঠন। এ আন্দোলনে জড়িত হয়েছে অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, জেনারেল লাইনের ও মাদ্রাসা লাইনের শিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার মানুষ।

কাযী শামছুর রহমান সাহেব একজন নিরহঙ্কার সাদাসিদা, সদালাপী এবং অত্যন্ত মিশুক মানুষ। তিনি সমাজের ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল পেশার ও সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইসলামী চরিত্র গড়ে তুলতে। তিনি এমন এক শ্রেণীর ডাক্তার শিক্ষক, বণিক রাজনীতিক বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক মানুষ গড়তে যারা স্ব-স্ব পেশা ও ক্ষেত্রে হবেন ইসলামের পূর্ণ অনুসারী এবং ইসলামী চরিত্রের নমুনা। এজন্য তিনি তার সহযোগী ও সহকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় করে প্লান প্রোগ্রাম তৈরি করতেন। যে সব প্লান প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ ও শ্রম স্বিকার করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মোসলেমা কিন্দার কাটেন। তারই প্রেরণায় গড়ে উঠেছে জেরার বিভিন্ন ..... আরও বহু শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

কাজী ভাইয়ের এই কর্ম প্রচেষ্টার কারণে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। ফলে তিনি তিন তিন বার জামায়াতে ইসলামীর মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে সংসদেও অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ইসলামী আন্দোলনের সাথে সাথে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও সার্থক ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আজীবন কটোর পরিশ্রমের ফলে ১৯৯৬ সালে ৩য় বারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে দূরাযোগ্য হৃদ রোগে আক্রান্ত হন। ভারতে যেয়ে ওপান হার্ট সার্জারী করান। পরবর্তীতে তিনি দুই-দুই বার ব্রেন ষ্টোক করায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। বর্তমানে সংগাহীন অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে সুস্থাতা দান করুন এবং তিনি আবার দেশ, জাতি ও ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করুন।

কাযী শামসুর রহমান ঃ সান্নিধ্যে অফুরন্ত প্রেরণা

মাওলানা মমতাজ উদ্দিন
অধ্যক্ষ, পাটকেলঘাটা আল-আমিন আলিম মাদরাসা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ লেখাটি শেষ মূহুর্তে পাওয়া যাওয়ায় পান্ডুলিপিটি সরাসরি স্ক্যানিং করে বসানো হয়েছে বিধায় কিছু ভূল থাকলে ক্ষমা করবেন

মানব জাতির ইতিহাসের প্রথম থেকেই মহান আল্লাহ তাদের হেদায়াত ও সমাজ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এমন কিছু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তির জন্ম দিয়েছেন যাদের সান্নিধ্য তাদের অনুপম ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্য্যের কারণে মানব জাতির জন্য চির প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। নবী-রসুল ও তাদের সঙ্গী-সাথী সাহাবাগণের জামাত ছাড়া ও পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের কাতার হতে ভিন্ন প্রকৃতির এ জাতয়ি মনিষীদের সিলসিলা সকল যুগেই বিদ্যমান। কাযী শামসুর রহমান-সাতক্ষীরার এমনই এক উজ্জ্বল অনুপম আদর্শ ব্যক্তিত্ব যার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়ে সাতক্ষীরাতে গড়ে উঠেছে এক সারেহীন জামাত। উপ মহাদেশে বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলামওদুদী (রঃ) কর্তৃক ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীতে ১৯৬১ সালে যোগদানের মাধ্যমে সাতক্ষীরারগণ মানুষকে ধন্য করেছেন আল্লার দ্বীন কায়েমের দৃপ্ত কাফেলা জামায়াতের বৃহৎ সংগঠন কায়েমের মাধ্যমে। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিমদের নিকট সাতক্ষীরা জামায়ত এখন একটি মডেল সংগঠন।

ঢাকা মহানগরীর পরেই জনশক্তির এই বিরাট কাফেলা হঠাৎ করেই গড়ে উঠেনি। ভাঙ্গাচোরা পুরাতন একটি বাইসাইকেলের চড়ে যে মানুষটি গ্রামের পর গ্রাম শুধু নয় বরং নিজ থান গন্ডি পেরিয়ে গোটা সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে বেড়িয়েছেন, দু'একজন সাথী নিয়ে ছুটে গেছেন বর্ষা কাদা উপেক্ষা করে গ্রামে গঞ্জে, রাতের ঘুম করেছেন হারাম- তিনি কাযী শামসুর রহমান। একদিনের ঘটনা- বর্ষাকাল কাঁচা রাস্তা কাদায় ভরপুর প্রোগ্রামস্থল মুড়াগছা, দু'জন সাথী জি.এম. আঃ রাজ্জাক ও নূরুল ইসলামসহ চলেছেন কাযী সাহেব- কখনও সাইকেল ঠেলে কখনও বা ঘাড়ে করে। এভাবে কেরই রাত্র ৮টায় প্রোগ্রাম স্থলে উপস্থিতি। পরদিন সকালেই একই রাস্তায় ফিরতি। আর এক দিনের ঘটনা বলি তখনও কর্ষাকাল কায়ী সাহেবসহ আমরা ৩/৪ জন তালা বাজার মসজিদে রাত্রে প্রোগ্রাম সেরে মসজিদেউ থাকতে হলো। খাবারের কোন ব্যবস্থা করা গেল না। শেষে নূরুল ইসলাম ভাই বাজারের একদোকান থেকে বীচি কলা কিনে আনলেন। অনভ্যস্তভাবে নেতাও খেলেন কর্মীরাও খেল। মসজিদের কাঁচা মেঝেতে মাদুর বিচিয়ে ইট মাথায় আমরা শুয়ে পড়লাম। ঘুম কোথায়? চোখ মেলে দেখি নেতা সালাত আদায়ে নিমগ্ন। এভাবে করেই বিভিন্ন যায়গায় ঘুরে

ঘুরে বিভিন্ন ব্রক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের ভিতর দিয়ে তিনি দাওয়াতের কাজের সম্প্রসারণ ঘটাতে থাকেন। ১৯৬৯ সারেই মূলতঃ ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে যোগাদানের মাধ্যমেই কাযী সাহেবের সাথে আমার সম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে। তাঁর মধুর ব্যবহার, সদাহাস্যমুখ, কর্মে দৃঢ়তা, সময়নিষ্ঠা সর্বোপরি তার মোহনীয় আকর্ষণী তাঁকে চির অমর করে রাখবে আমাদের কাছে।

সয়নিষ্ঠা তার এতখানি ছিল যে তিনি কখনও কোন কাজের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করলে তা যথা সময়ে পালন হয়নি এমনটি ঘটেছে বলে জানানেই। মনে হতো যেন কাযী সাহেবই ঘড়ি। একটা ঘটনা বলি- পাটকেলঘাটা আল-আমীন মাদরাসা তখন দাখিল শ্রেণী পর্যন্ত। কাযী সাহেব সভাপতি একজন শিক্ষকের অনৈতিকতার জন্য তাকে পদত্যাগ করতে বলা হলো। উক্ত শিক্ষক স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বিশেষ করে তৎকালীন উপজেলা চেয়ারম্যান এ.বি.এম. আলতাফ হোসেনের সহযোগীতায় চাকরীতে বহাল থাকার প্রচেষ্টা চালায়। বিষয়টি ক্রমেই জটিল হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একটা দিন নির্ধারণ করা হলো মাগরিবের পর মাদরাসায় উক্ত উপজেলা চেয়ারম্যানসহ সেই সকল ব্যক্তিদের নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টির ফায়সালা হবে। সেই দিন মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্ব হতে মুশলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। স্থানীয়রা কয়েজন এসে হাজির। মোটরসাইকেলযোগে বিনেরপেতায় আসারপর কাযী সাহেব বৃষ্টিতে আটকা পড়েন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বৃষ্টির মধ্যেই তিনি মোটর সাইকেলেই রওনা হয়ে পড়েনবেং মাদরাসায় পৌছান। শুধু একটা লুঙ্গী ও একটা চাঁদর পরেই তিনি মিটিং শুরু করেন এবং ঘটনার বিবরণ উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে শুনে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে এবং তখনই তা কার্য্যকরী করে উক্ত উপজেলা চেয়ারম্যানসহ সকলেই কাযী সাহেবের প্রশংসা করতে করতে বিদায় গ্রহণ করেন।

বর্তমানে সাতক্ষীরা জামায়াতের বিরাট জনশক্তি। ঢাকা মহা নগরীর পরই সাতক্ষীরার স্থান। জেলা জামায়াতের বিরাট ৩ তলা অফিস ভবন, ২/৩ টা মাইক্রো-জঢপ, থানাগুরোতে নিজস্ব অফিস বভন, মোটর সাইকেলসহ নানা ধরনের প্রয়োজনয়ি সামগ্রী হয়েছে। এসব কিছুর মূলে যে ব্যক্তির নিরলস প্রচেষ্টা তার শুরু হয়েছিল একটা পুরাতন ভাঙ্গা সাইকেল দিয়ে। কাজের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে তিনি একটা পুরাতন মোটর সাইকেল জোগাড় করেন। কাযী সাহেব যখন সেই মোটর সাইকেলে আসতেন প্রায় আধামইল দূর থেকে তার বিকট আওয়াজ শুনা যেতো। আমরা আওয়াজ শুনেই বুঝতাম নেতা আসছেন। একবারের কথা সাতক্ষীরা আঃ রাজ্জাক পার্কে জামায়াতের জন সভা। প্রধান অতিথি ভারপ্রাপ্ত আমীরে জামায়াত মরহূম আব্বাস আলি খান। আর্থিক অবস্তা এমন যে যশোর বিমান বন্দর থেকে মেহমানকে নিয়ে আসার কোন গাড়ী যোগাড় করা সম্ভব হলো না কাযী সাহেব আমাকে লিফোনে জানালেন একটা মোটর সাইকেল যোগাড় করে তাঁর সাথে বিমান বন্দরে যেতে হবে। আমি আমার এক

বন্ধুর সদ্যক্রয় করা ১০০ সিসির ইয়ামাহা মোটর সাইকেল নিয়ে সুলতানপুর বাসায় হাজির হলাম। কাযী সাহেব তার অতিপ্রিয় সেই ৫০ সিসির পুরাতন ছটভটে মোটরসাইকেলে এবং আমি সেই নুতন মোটর সাকেলের যেশোর বিমান বন্দেরে হাজির হলাম। কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর যথা সময়ে বিমান থকে নামলেন। যথারীতি সালাম ও কুশলবিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন গাড়ী কোথায়? কাযী সাহেব মোটর সইকেল দেখারেন। খান সাহেব মোটর সআকিেল দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। বর্ষীয়ান এই জাতীয় নেতার এতখানি রাস্তা মোটর সাইকেলে যাতায়াত নিঃসন্দেহে খুবই ঝুকিপূর্ণ এবং বেমানান বটে। কিন্তু সাতক্ষীরা জামায়াতের সেদিনের অসচ্ছলতার কথা এখন আমাদের অনেকের অজানা। যাহোক আমরা যশোর বিমান বন্দর থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কাযী সাহেবের গতির সঙ্গে আমাকেও ধীর গতিতে গাড়ী চালাতে হচ্ছে। আমি সামনে উনি পিছনে। ঝিকরগাছা ব্রীজ পার হয়ে পিছনে তাকায়ে দেখি কাযী সাহেব নেই। সময়ের দিকে তাকায়ে আমি না থেমে ধীর গতিতে চলতে থাকলাম। উলসির মাঠের মাঝ বরাবর একটা সাইড রাস্তার মুখে হঠাৎ টকেটা ৮/১০ বছরের ছোট ছেলে আমার মোটর সাইকেলের বুঝালো ছেলেটার অন্যায় হয়েছে তবুও তারা তার চিকিৎসার জন্য কিছু একটা ব্যবস্তা করতে বললো। আমি পকেট হাতড়ে দেখি একটা টাকাও নেই, কাযী সাহেব অনুপস্থিত, চরম বিড়ম্বনার মুখে কেন্দ্রীয় নেতার নিকট থেকে ১০ (দশ) টাকা নিয়ে ছেলেটাকে দিয়ে চলে এলাম। আমরা সাতক্ষীরায় পৌছার ২ ঘন্টা পর কাযী সাহেব আসলেন এবং বলরেন ঝিকরগাছায় তার মোটর সাইকেল পাংচার হয়ে গিয়েছিল।

তালা উপজেলার জন সংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ অমুসলিম। ফলে মুসলমানদের মধ্যে তাদের মুশরিকি আকিদা বিশ্বাস প্রবল। ১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকে সমগ্র উপজেলায় মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদরাসার সংখ্যা তখন মাত্র কয়েকটি। পাটকেলঘাটা এলাকায় তাই একটি আলিয়া নেছব মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কয়েকজন মিলে পরামর্শ করলাম। কাযী সাহেব তখন জেলা আমীর। তিনি আমাকে ঢাকায় আসতে বললেন। আমি ঢাকায় কেন্দ্রীয় অফিসে কাযী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে নায়েবে আমীর শামসুর রহমান, এ্যাডভোকেট শেখ আনছার আলী ও মাওঃ এ.কে.এম. ইউসুফ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি ট্রাষ্ট গঠন করার সিদ্ধান্তহলো এবং এ ব্রাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগীতার জন্য ইসলামীক এডুকেশন সোসাইটীর ডিরেকট অধ্যক্ষ আব্দুর রব সাহেবের নিকট পাঠালেন। ডিরেকটর সাহেব পরামর্শ মোতাবেক ট্রাষ্ট গঠনের নিয়মাবলীর নমুনা ও অন্যান্য কাগজ-পত্র দিয়ে সার্বিক সহযোগীতা দিলেন। ইংরেজী ভাষায় লেখা ঐ সকল নমুনা কাগজ নিয়ে শেখ আনছার ভাইয়ের বাসায় যেয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী নিয়ে ফিরে এসে স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সাধারণ মিটিং আহবান করি পাটকেলঘাটা বাজারের বিউটি সুষ্টোরে। মিটিং এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক

পাটকেলঘাটায় রসুলের সিরাতে আলোকে গড়ে উঠার স্পপ্ন নিয়ে মাদরাসার নামকরণ হলো "পাঠকেলঘাটা আল-আমীন মাদরাসা"। আর মাদরাসা পরিচালনা করার জন্য গঠিত হলো 'দারুল ইসলাম প্রাষ্ট পাটকেলঘাটা"। মুহতারম কাযী সাহেব উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং আমি সেক্রেটারী। কাযী সাহেবের সরাসরি তত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি এখন ফাজিল স্তর পর্যন্ত সরকারী স্বীকৃতি ও এম.পি.ও ভুক্ত হয়েছে। পাবলিক পরীক্ষা, বৃত্তি পরীক্ষাসহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে প্রতিষ্টানটি সমগ্র জেলায় এখন ১ম স্থান অধিখার করতে সক্ষম হয়েছে। সরকার আইন করে এবং বহু প্রচেষ্টার পর পরীক্ষায় নকল রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। কাযী সাহেবের মোটিভেশন ও দৃঢ়তার কারণে এই মাদরাসার ছাত্ররা প্রথম থেকেই তারা নকলমুক্ত চিন্তার অধিখারী হয়ে সমগ্র জেলায় সকল স্তরের জনগণ ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। কাযী সাহেব যখনই মাদরাসায় আসতেন ছাত্র-শিক্ষকদের বিভিন্ন উদাহরণমূলক উপদেশ দিতেন। তিনি প্রায়ই একটা কথা বলতেন–"আমরা এমন একদল ছাত্র তৈরী করতে চাই যারা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করবেনা। তাদের পরীক্ষায় কোন কক্ষ পরিদর্শকের প্রয়োজন হবে না। মাদরাসার মাঠে একটা কলম কিম্বা একটা টাকা কুড়ায়ে পেয়ে এদিক ওদিক তাকায়ে পকেটে ঢুকবেনা, খোঁজ করে যার বিনিষ তার নিকট অথবা অধ্যাক্ষের নিকট নিয়ে জমা দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে পেরে আল্লার শুকরিয়া আদায় করবে"। তিনি মাদরাসায় এসেই সকলের সার্বিক খোঁজ খবর নিতেন। সকলের সুখে খুশী হতেন আবার দুঃখে ব্যাথায় শান্তনা দিয়ে ব্যাথার ভাগী হতেন, ছাত্র-শিক্ষক অধীর আগ্রহে থাকতেন কখন সভাপতি সাহেবের সঙ্গে একটু সঙ্গ পাওয়া যাবে।

মাদরাসার বিভিন্ন উন্নয়নমূক এবং আশু প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তিনি তারা উপজেলার অধিকাংশ গ্রামে তার নিজের জীপ গাড়ী নিয়ে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মাদরাসাটির জন্য তার দরদের কোন সীমা পরিসীমা ছিলনা। মাদরাসার সম্মুখস্থ রাস্তার ধারের জমির মালিক ছিলেন জনাব গোলাম হোসেন মোড়ল। জমিটি মাদরাসার প্রয়োজন এবং এক সময় তিনি জমি বিক্রি করতে রাজী হলেন। প্রায় আড়াই লক্ষাধিক টাকা প্রয়োজন। কাযী সাহেবকে বললাম, তিনি বলরেন চিন্তা করবেন না অঅসেন আল্লার কাছে চাই, তিনি একটা উপায় করবেন। সেই সময় কুয়েতের বাইতুজ্জাকাত সংস্থা চাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মুহতারাম এ.কে.এম. ইউসুফ সাহেবের মাধ্যমে আমাদের এখানে একটি মসজিদ করার জন্য একটা বরাদ্দ দিলে আমি ও কাযী সাহেব আল্লাহর শুকুরিয়া আদায় করে মাওঃ ইউসুফ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। এভাবেই আল্লাহ কাযী সাহেবের দোয়া কবুল করে মসজিদসহ জমির ব্যবস্থা করে দিলেন।

কাযী সাহেবের নিকট ধনী-দরিদ্র কিংবা হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ছিলনা বাই নেই। ১৯৮৭ সারের একটা ঘটনা সাতক্ষীরা–০১ নির্বাচনী এলাকার সংসদ

সদস্য জনাব সৈয়দ কামাল বখত সাহেব এবং সাতক্ষীরা সদরের সংসদ সদস্য জনাব কাযী সাহেবে। তালা উপজেলার কাটাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নির্বাচন নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। বিধান পন্দ্রদাশ নামে একজন প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শিক্ষক ছিল্ স্কুলটি সরকারী হওযার সময় উক্ত বিধান চন্দ্রকে বাদ দিয়ে স্থানীয় এম.পি ছাকী সাহেব আব্দুর রাজ্জাক নামক একজনকে নিয়োগ দিরে বিরোধ সৃষ্টি হয় স্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছাকী সাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে উক্ত মুসলিম ব্যক্তিকে বহাল রাখতে চায়। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ বিষয়টি ফায়সালা করার জন্য সাতক্ষীরা সদরের এম.পি মহোদয়কে দায়িত্ব প্রদান করেন। কাযী সাহেব নিজে স্কুলে এসে সকলের কথা শুনলেন। স্কুরের হাজিরা খাতাসহ সকল কাগজপত্র দেখলেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিভিন্নভাবে কাযী সাহেবের নিকট উক্ত মুসলিম শিক্ষকের জন্য সুপারিশ করতে লাগলো। কিন্তু কাযী সাহেব কোরানী ফায়সালা প্রদান করলেন–

লাক্বদ আরছালনার .....

আমরা আমাদের রসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদাযেতসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনছাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (সূরা হাদীদ–২৫ আয়াত) রায় হলো বিধান চন্দ্র দাশ শিক্ষক হিসেবে বহার হলো।

কাযী সাহেবের আই কিউ অত্যন্ত প্রখর। আমরা সাধারণ মানুষরা যা দশ-বিশ বছর পরেও কল্পনা করিনা তা তিনি আজই বাস্তবে দেখেন। আল্লাহর ওলী তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন এই ব্যক্তিটি এখন প্রায় অবচেতন অবস্থায় বিছানায় কাটাচ্ছেন। কয়েকদিন পূর্বে তাঁকে ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে দেখতে গেলাম অধ্রাপক মাজহার ভাই– কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেপারী, অধ্যক্ষ ইজ্জতউল্লাহ ভাইসহ কাযী সাহেব হাসপাতালের বেডে অবচেহন অবস্থায় শুয়ে আছেন। উনার তৃতীয় পুত্র কাযী সারেক বললো 'আব্বা যখনই একটু সুস্থ্য থাকেন-বই পড়েন চিন্তা করেন, আবার লেখেন।" আমরা দোয়া করে চলে আসলাম। সারারাস্তা চিন্তা হচ্ছিল আল্লাহ পাক তাকেকিভাবে পরীক্ষা নিচ্ছেন। যিনি আজীবন হাসিমুখে কর্মীদের শুধু সান্তনা দিয়েগেলেন তিনি কি পেলেন? যখনই কোন কঠিন অবস্তার মুখোমুখি হয়ে তাঁর কাছে গেছি হাসি মুখে বলেছেন– "মাওলানা আল্লার কাছে চাও। তিনি সবকিছু দিবেন। মানুষের কাছে চাওয়ার কোন দরকার নেই।"

আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা হে আল্লাহ যার সান্নিধ্য আমার চির প্রেরণা তাঁকে তুমি এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তমরূপে মর্যাদার সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার তাওফীক দান কর।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

সাতক্ষীরা জেলা শাখা

পাকা পুলের মোড়, সাতক্ষীরা। ফোন নং—৬৬১

সূত্র— তারিখ... ... ...

ঢাকায় অবস্থানরত সাতক্ষীরাবাসীর কাছে আকুল আবেদন,

আপনারা আমার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন, আপনাদের মঙ্গলের জন্য রাব্বুল আলামীনের অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক এ কামনা করে, আপনাদের নিকট এ আরজ করছি যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে একটি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাসূলে করীম (দঃ) প্রদর্শিত পন্থায় আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, এ প্রচেষ্টা চালাতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ জিনিসপত্রের সাহায্য [illegible] যাকাত, ওশর, কোরবানি, এককালীন দান ইত্যাদি সংগ্রহ করে এর ভিত্তিতে সংকুলান করা হয়। এখানে এ উদ্দেশ্যে একটা সুযোগ এসেছে কালিগঞ্জে [illegible] মীনা [illegible] ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ নামে একটি সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগামী ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলছে, আমার অনুরোধ আপনি সাতক্ষীরাবাসীর [illegible] ১০০০/- এক হাজার টাকার একটি শেয়ার ক্রয়

ধরে দিন, এর মাধ্যমে যা প্রমাণ হবে তা ইসলামী আদর্শের নিরিখে কোন ইসলামী সাং-গঠনায় প্রবর্তিত বিভিন্ন সমস্যার মূল থেকে দূরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ, যেমন:

১) অন্ন আশ্রয় এতিমখানা
২) বিদ্যার্থীদের সুযোগে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য,
৩) অসহায় ও দুঃস্থদের ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য
৪) দারিদ্র্যসীমার মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য প্রদান,

আল্লাহ পাক আপনাকে এ মহান কাজে অংশগ্রহণের তৌফিক দিন এই কামনা করে আপনার খেদমতে পেশ করলাম। সাথে সাথে একথাও বলতে চাই যে এত সাড়া জাগাবে আর এটা সমাজের সার্বিক একটি সাফল্য সূচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

আরজ গুজার
কাযী আবদুল কাদের
সাবেক মন্ত্রী এম.পি

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুস সামাদ আজাদের সাথে কাযী শামসুর রহমান

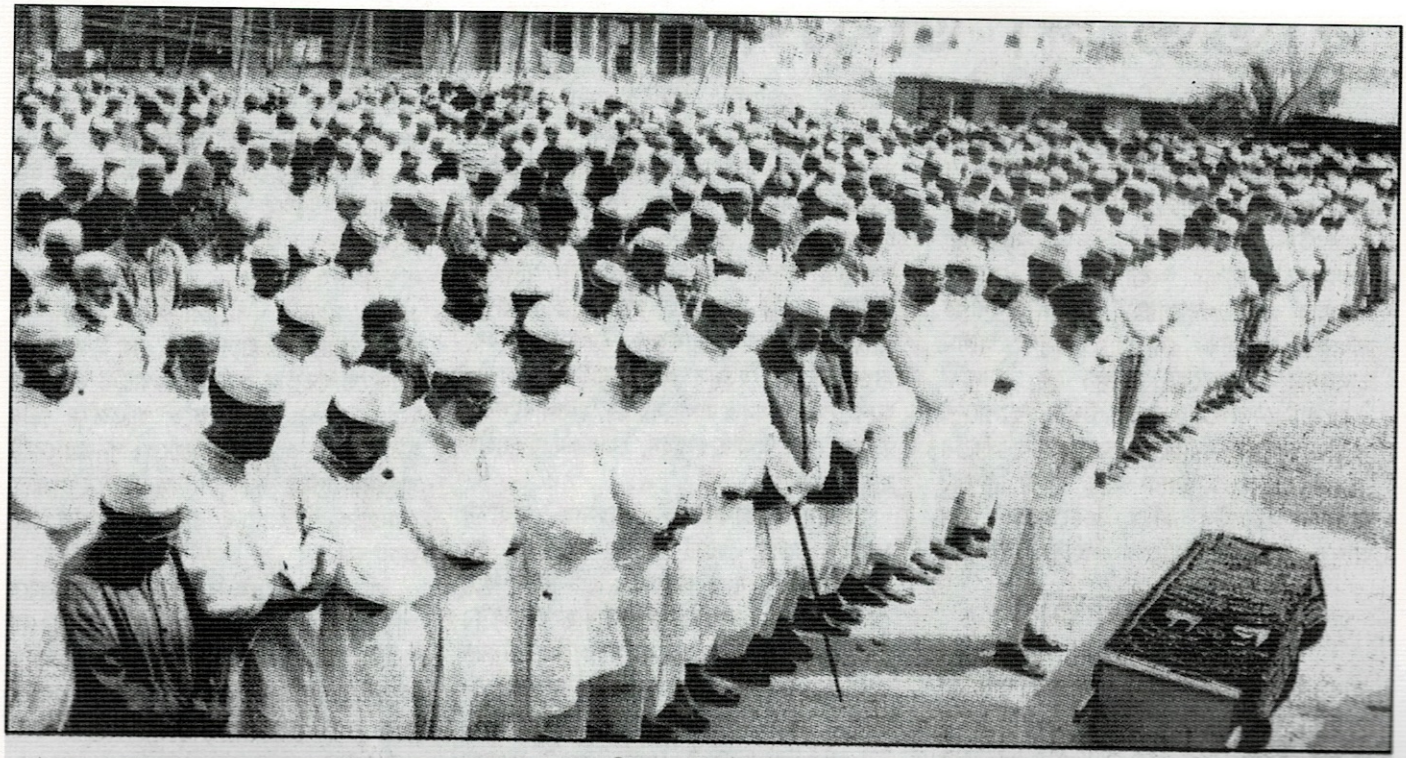

গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা দারুস সালাম ফুরফুরা শরীফ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শামসুর রহমানের নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম

-সংগ্রাম

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সদস্য

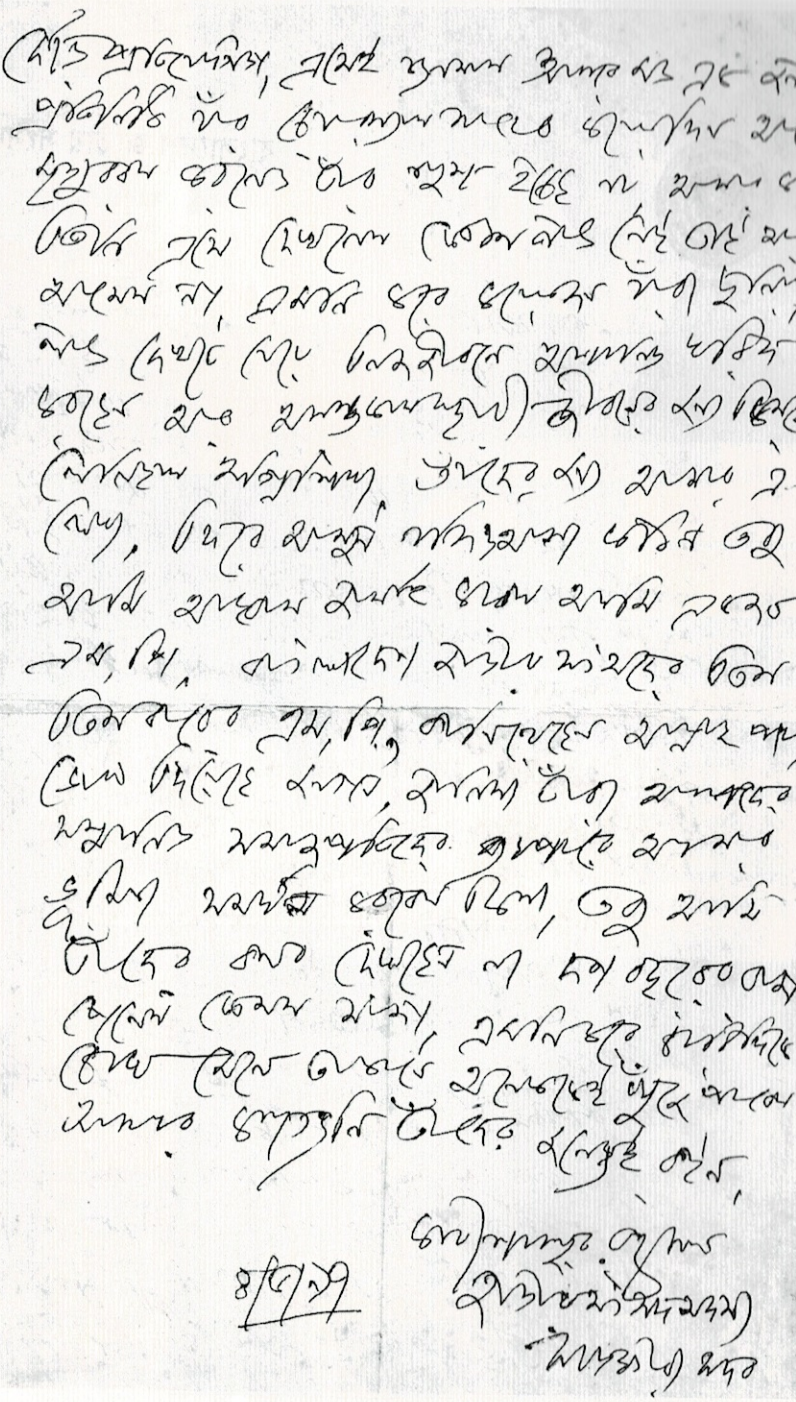

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তৎকালীন জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ন রশিদ চৌধুরীর সাথে সর্বশেষ ওমরা পালন শেষে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কাযী শামসুর রহমান

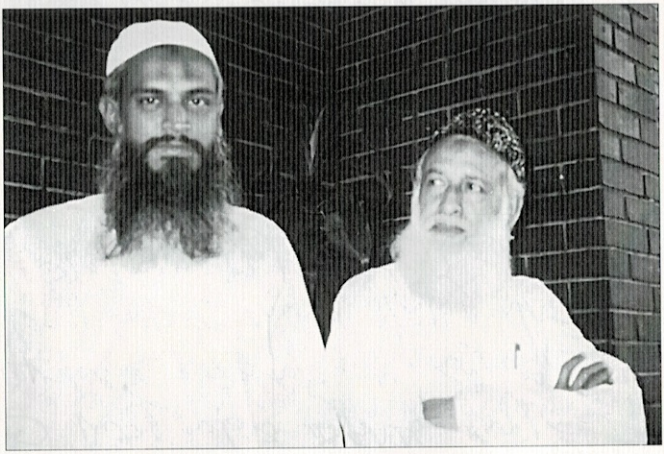

সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী কায়কোবাদ এমপি'র সাথে কাযী শামসুর রহমান

পাকিস্তান জামায়াতের আমীর কাজী হোসাইন আহমদ (ডানে) ও ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আ.ন.ম. আব্দুজ জাহেরের (বামে) সাথে কাযী শামসুর রহমান

সাবেক শিল্পমন্ত্রী বিএনপি নেতা জনাব শামসুল ইসলামের সাথে কাযী শামসুর রহমান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী জীবন বীমা

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ

(ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত)

আমাদের কল্যাণমুখী পরিকল্প সমূহঃ

- মেয়াদী বীমা
- এক কিস্তি বীমা
- তিন কিস্তি বীমা
- পেনশন বীমা
- ফারইষ্ট ডি.পি.এস
- শিশু শিক্ষা ও বিবাহ বীমা
- হজ্ব বীমা
- শিশু নিরাপত্তা বীমা
- যুগোল মেয়াদী বীমা
- চার কিস্তি বীমা
- গ্রুপ বীমা
- দুই কিস্তি মেয়াদী বীমা
- দেনমোহর বীমা
- মাস ভিত্তিক সঞ্চয়ী বীমা
- পাঁচ কিস্তি বীমা পরিকল্প

ফারইষ্টের সুবিধাসমূহ ঃ

E.B.P.S.

- ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে আপনার আমানত সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- মেয়াদ শেষে জমাকৃত অর্থ আকর্ষণীয় মুনাফাসহ ফেরত দেওয়া হয়।
- মেয়াদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কিস্তিতে টাকা পরিশোধযোগ্য।
- মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময় গ্রাহক মারা গেলে পুরো বীমা অংক অথবা দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করা হয়।
- ২০০৭ সালের ক্রেডিট রেটিং-এ একমাত্র A + প্রাপ্ত কোম্পানী

বাংলাদেশের বীমা জগতে ফারইষ্ট সর্বোচ্চ বোনাস ঘোষণা করেছে।

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ

জোনাল অফিসসাত ক্ষীরা

মেহেরুন প্লাজা (৩য় তলা), বড় বাজার সড়ক, সাতক্ষীরা। ফোন: ৬৫১৮৪, মোবাইল : ০১৭২৯০০৮০০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

মরহুম কাযী শামসুর রহমান স্মরণে
স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়ায়
প্রকাশনা কমিটিকে আমরা জানাই
আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ।

"সাতক্ষীরা আইস এন্ড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ"
কাটিয়া, সাতক্ষীরা। আপনার বীজ ও ভোজ্য আলু সংরক্ষণের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

আসন্ন মৌসুমে আলু সংরক্ষণ করে আপনি নিজে লাভবান হোন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শরীক হোন।

সৌজন্যে

সাতক্ষীরা আইস এ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ
কাটিয়া, সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ
ফোন : ৬৩৬১৭

সিংগাপুর থেকে সদ্য আমদানীকৃত

TOSHIBA

New
ফটোস্ট্যাট মেশিন

Toshiba e-Studio: 166, 206, 232, 282, 352, 452

TOSHIBA DIGITAL PHOTOCOPIER

ডিজিটাল লেমিনেটিং মেশিন এন্ড ফিল্ম

Model : Bio 33 Auto

কালার ছবির নিখুত লেমিনেটিং এর জন্য
কোরিয়ান ৬ সিলিকন রোলার
(৪ হিট + ২ কোল্ড)
১ বৎসর মেকানিক্যোল পার্টস, সার্ভিস ফ্রি
ও দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা বিক্রয়োত্তর সেবা...

শুকতারা ইন্টারন্যাশনাল

হেড অফিস ঃ ৯২, মতিঝিল বা/এ (২য় তলা) ঢাকা। ফোন ঃ ৯৫৬৭০৪৫, ৯৫৬৯৪১১
শাখা অফিস ঃ ২৫/২৭, সবুজ বিপণী, জিন্দা বাজার, সিলেট, ফোন ঃ ৭২২০৯৩, ০১৭১১ ৩৯১৯৫১
শাখা অফিস ঃ ৫৩, আমানত শাহ সুপার মার্কেট, জুবিলী রোড, চিটাগাং।
ফোন ঃ ৬৩৭৬৬৪, ৬৩৫৯৭৮-এক্স-১০৩, মোবাঃ ০১৭১২ ৮৫৫৮০৫

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

RLI

রূপালী ক্ষুদ্র বীমা তাকাফুল ডিভিশন

(ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত)

তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা কর। -(আল কোরআন)

তোমাদের উত্তরাধিকারীদের পর মুখাপেক্ষী এবং নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল ও সম্পদশালী অবস্থায় রেখে যাওয়া অনেক ভাল। -(সহীহ আল বুখারী)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- ❖ ঝুঁকির প্রভাবাধীন ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন নয় বরং অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সাহায্য এবং মুনাফা বন্টন।
- ❖ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সরকার অনুমোদিত শরীয়াহ সম্মত সুদমুক্ত পরিকল্প।
- ❖ সকল ক্ষেত্রে শরীয়াহ বোর্ডের পরামর্শকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান।
- ❖ ব্যবসায়িক মানসিকতা নয় বরং শরীয়াহ সম্মত প্রকৃত ইসলামী বীমার রূপায়ন।
- ❖ কল্যাণমুখী ইসলামী বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

আমাদের কার্যক্রম

- ❖ মুদারাবার নীতিতে প্রিমিয়াম গ্রহণ করত লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে বা শরীয়াহ সম্মত প্রক্রিয়ায় মুনাফা বণ্টনের ব্যবস্থা করা।
- ❖ বাইয়ে মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- ❖ শরীয়াহ সম্মত পদ্ধতি অবলম্বনে ভিন্ন প্রজেক্ট ব্যবসা পরিচালনা।
- ❖ দুস্থ মানবতার কল্যাণ ও সেবার নিমিত্তে মেডিকেল সেন্টার / হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।

আমাদের পরিকল্পসমূহ

- ❖ রূপালী ক্ষুদ্র বীমা ডিপিএস (তাকাফুল)।
- ❖ তিন কিস্তি বীমা (তাকাফুল)
- ❖ চার কিস্তি বীমা (তাকাফুল)।
- ❖ হজ্ব বীমা (তাকাফুল)
- ❖ মোহরানা বীমা (তাকাফুল)।
- ❖ শিশু কল্যাণ বীমা (তাকাফুল)
- ❖ এককালীন প্রিমিয়াম প্রদান (তাকাফুল)

সাতক্ষীরা সার্ভিস সেল আয়োজিত আঞ্চলিক সম্মেলন ও মরণোত্তর চেক প্রদান অনুষ্ঠান '০৯ -এ প্রধান অতিথি মুহতারাম আলহাজ্ব মাহফুজুর রহমান (মিতা), মাননীয় চেয়ারম্যান রূপালী লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন খুলনা বিভাগীয় জেডিপিডি মাওলানা রুহুল আমিন। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ডান পাশে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহতারাম নূর মোহাম্মদ ভূঁইয়া এবং বাম পাশে শরীয়াহ বোর্ড সদস্য ও সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্রাসার হেড মুহাদ্দিস মাওলানা আখতারুজ্জামান।

প্রধান কার্যালয়

রূপালী বীমা ভবন (১০ তলা)
৭, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৭১৩৫৫, ৯৫৬৬৫২৭
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-০২-৯৫৭০৫৬০

সার্ভিস সেল

রূপালী ক্ষুদ্র বীমা তাকাফুল ডিভিশন
নতুন জজ কোর্টের সামনে (৩য় তলা)
কালিগঞ্জ রোড, সাতক্ষীরা।
মোবাইল ঃ ০১৭১৬-৪৬৪২৭০

রূপালী জীবন ***** নিরাপদ জীবন

بسم الله الرحمن الرحيم

মেসার্স সানি ব্রিক্স

প্রোঃ আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল খালেক

উন্নতমানের ইট, খোওয়া প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

দহাখুলা, এল্লারচর মোড়, সাতক্ষীরা
০১৭১১ ০২৯৮৫৭, ০১৭২০ ৫০০৩৮৬

মেসার্স সানি ফিস

পরিচালনায় ঃ মেসার্স আল্লাহর দান হ্যাচারী

উন্নতমানের ভাইরাস মুক্ত বাগদা চিংড়ী পোনা
উৎপন্নকারী ও সরবরাহকারী

তুফান ষ্ট্যান্ড (মোড়), সাতক্ষীরা।
মোবাঃ ০১৮২০ ৫৩১৪৩৭, ০১৮২০ ৫৩১৪৩৮

ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতি সাতক্ষীরা

আই বি এস ভবন
বড়বাজার সড়ক, সাতক্ষীরা

ইসলামী ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম **আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান** এর উপর জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ হতে যাচ্ছে যাহা প্রশংসনীয়। সাতক্ষীরা বাসীর জন্য তিনি আত্ম-উৎসর্গ করে ছিলেন। সেই মহৎ ব্যক্তিকে স্মরণীয় রাখার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

তাঁহার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

আলহাজ্ব মোঃ দ্বীন আলী
সভাপতি

ইসলামী ব্যাংক এর
আলোময় পবিত্র জগতে স্বাগতম
ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক পরিচালিত

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের

সেবাসমূহ

- আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব
- মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
- মুদারাবা বিশেষ নোটিশ হিসাব
- মুদারাবা বিভিন্ন মেয়াদী আমানত হিসাব
- মুদারাবা মাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় হিসাব
- মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (সঞ্চয়) হিসাব
- এস এমই (SME) ব্যাংকিং

সেবাসমূহ

- অন লাইন ব্যাংকিং সুবিধা।
- এসএমএস (SMS) ব্যাংকি সুবিধা।
- সারাদেশে এটিএম (ATM) ব্যাংকিং সুবিধা।
- বিদেশ থেকে দ্রুত টাকা প্রাপ্তির সুবিধা।

FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD.

فارست سيكيوريتى اسلامى بنك ليميتد

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ

এর

৪৬তম শাখা এখন তুফান কোং মোড়, সাতক্ষীরায়

মোবাইল ঃ ০৪৭১-৬৫৬৪৮, ০১৭১৩-৬৭৫০৬৩, ০১৭১২-৪৯৪৬৮৮, ০১৭১৫-৫৩৮৭৪৪, ০১৭১৭-৪৫৭১৪৪

بسم الله الرحمن الرحيم

মাওলানা আবু জাফর
জোনাল ইনচার্জ সাতক্ষীরা
মোবাঃ ০১৭১২ ২৭৫১৭৬

মোঃ আনোয়ার হোসেন
জোনাল উন্নয়ন ইনচার্জ
সাতক্ষীরা

আমাদের সেবাসমূহ

* হজ্ব বীমা	* দ্বি-বার্ষিক বীমা	* শিক্ষা ব্যয় বীমা
* মোহরানা বীমা	* পেনশন বীমা	* সুহৃদ সমহার বীমা
* তিন কিস্তি বীমা	* শিশু নিরাপত্তা বীমা	* আল-আমিন ডি.পি.এস
* চার কিস্তি বীমা	* একক প্রদান সঞ্চয়ী	* ইসলামী ডিপোজিট পেনশন বীমা
* পাঁচ কিস্তি বীমা	* মেয়াদী বীমা	

পদ্মার সুবিধাসমূহ

* পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে আপনার আমানতসমূহ যথাযথভাবে ফেরত দেয়া
* মেয়াদের মধ্যে যেকোন সময় গ্রাহক মারা গেলে পুরো বীমা অংক প্রদান
* মেয়াদ শেষে জমাকৃত অর্থ আকর্ষণীয় মুনাফাসহ ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তা

চরম দুর্দিনে বিপদে-আপদে ও ঝুঁকি মোকাবিলায়
পদ্মা হতে পারে আপনার এক বিশ্বস্ত বন্ধু

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত

পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

সাতক্ষীরা জোনাল অফিস ঃ আই,বি,এস, ভবন (তৃতীয় তলা)
বড় বাজার সড়ক, সাতক্ষীরা, ফোন : ০৪৭১ ৬৩৬৩৪

জাপানের
অত্যাধুনিক
ডেন্টাল ইউনিটের
সাহায্যে শীতাতপ
নিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটারে
জীবাণুমুক্ত পরিবেশে চিকিৎসা করা হয়।

আলহাজ্ব ডাঃ মোঃ আবুল কালাম (বাবলা)
আর.ডি.এস
রেজি নং-এফ-২৭৭
বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (ঢাকা)

তুফান ডেন্টাল ক্লিনিক

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক ক্লিনিক অনুমোদিত
লাইসেন্স নং- ৪০৪১
তুফান কোম্পানী, সাতক্ষীরা, ফোন : ০৪৭১-৬২৪৩৯, ৬৩৩৯৭

বাংলাদেশ কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতি

সাতক্ষীরা শাখা
বিসিডিএস ভবন, সাতক্ষীরা

ফার্মেসী ফাউন্ডেশন কোর্স

সাতক্ষীরা কেন্দ্রে

ভর্তি চলছে

ভর্তি হতে যা প্রয়োজন

- এসএসসি/সমমানের সনদ পত্রের ফটোকপি ২টি সত্যায়িত।
- ৩ কপি ছবি পিপি সাইজ সত্যায়িত।
- বই এর মূল্যসহ ভর্তি ফি ১,৭৫০/- (ডিডি খরচ ভিন্ন)।

এসএসসি/সমমানের পাশ যে কোন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। কোর্স শেষে সাতক্ষীরাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

যোগাযোগ
বাংলাদেশ কেমিস্টস্ এন্ড ড্রাগিস্টস্ সমিতি
সাতক্ষীরা শাখা
বিসিডিএস ভবন, সাতক্ষীরা
ফোন : ০৪৭১-৬৩১১২, মোবাইল : ০১৭১১ ৩৫২৬৯৯

সকল কেমিস্টসদের সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করা আবশ্যিক।

ANI
Biman APPROVED
IATA ACCREDITED AGENT
ATAB MEMBER
HAAB

আল-নূর ইন্টারন্যাশনাল হজ্জ এজেন্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার অনুমোদিত

হজ্জ লাইসেন্স নং ঃ ২৪

সাতক্ষীরা জেলায় সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত একমাত্র হজ্জ এজেন্ট

স্বত্ত্বাধিকারীঃ আলহাজ্ব মাওঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী
মোবাঃ ০১৭১১ ৫৪৯৭০০, ০১৯৭১ ৫৪৯৭০০

প্যাকেজ ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান।

আমাদের বিশেষ বৈশিষ্টসমুহঃ

- সবার চেয়ে কম খরচে হারাম শরীফের কাছাকাছি শিতাতপ নিয়ন্ত্রিত আবাসন
- হাজীগনের পছন্দনীয় ও দেশী বাবুর্চীর রান্না করা সুস্বাদু বাংলা খাবার সরবরাহ
- ঢাকা-জেদ্দা-ঢাকা রুটে সরাসরি রিকনফার্ম করা সাউদিয়া / বিমান এর টিকেট
- পবিত্র মক্কা ও মদিনায় ইসলামের ঐতিহাসিক বরকতময় স্থানসমূহ জিয়ারত
- নিজ হাতে কোরবানীর পশু জবাই এবং পাথর নিক্ষেপে সার্বিক সহযোগীতা প্রদান
- আমাদের তত্ত্বাবধানে হজ্জযাত্রীগনের পাসপোর্ট তৈরীসহ হজ্জের তা'লিম প্রদান

আমাদের অন্যান্য কার্যক্রম সমূহঃ

আল-নূর ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল এজেন্ট	ঃ	সরকার ও IATA অনুমোদিত
আল-নূর ইন্টারন্যাশনাল হজ্জ এজেন্ট	ঃ	সরকার অনুমোদিত হজ্জ লাইসেন্স নং- ২৪
আল-নূর ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্ট	ঃ	সরকার অনুমোদিত লাইসেন্স নং আর.এল-৬৮৯
আল-নূর ট্রান্সশেশন সেন্টার	ঃ	সরকার অনুমোদিত আধুনিক ভাষা অনুবাদ
হারামাইন মেডিকেল সেন্টার লিঃ	ঃ	সরকার অনুমোদিত মেডিকেল চেকআপ
আল-নূর অন লাইন	ঃ	দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস

যোগাযোগ ঃ ১৪৭ ডিআইটি এক্স.রোড,ফকিরাপুল,ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৩১৮৯৩৭,৯৩৫৬৪০৩ মোঃ ০১৭১৪ ৩৮৮৪০৮, ফ্যাক্স ঃ ০২-৮৩১৮৯৩৭
ইমেইল ঃ info@al-noorintl.com / al-noor@bijoy.net web: www.al-noorintl.com

সাতক্ষীরা বুকিং অফিস ঃ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা। মোবাইল : ০১৭১৬৮৬৮৪৫৪

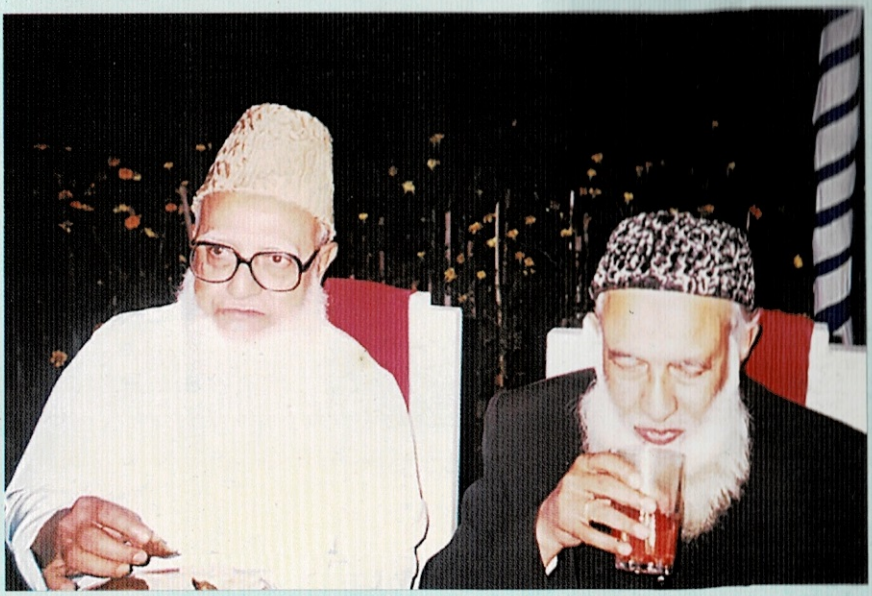

সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে (বামে)
একটি বিশেষ মুহূর্তে কাযী শামসুর রহমান (ডানে)

১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনের প্রতিবাদে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে আয়োজিত
বিক্ষোভ সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কাযী শামসুর রহমান (বাম থেকে ২য়)

আলহাজ্ব কাযী শামসুর রহমান ১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারী বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত তদানীন্তন খুলনা জেলা এবং বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাতক্ষীরা পৌরসভা এলাকায় সুলতানপুরে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কাযী আব্দুল মতীন এবং মাতার নাম মরহুমা মোসাম্মৎ সৈয়েদুন্নেছা। তাঁর পিতা ঐসময়ের একজন শিক্ষিত, সরকারী অফিসার, ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

তিনি প্রথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন গ্রমের পাঠশালা থেকে। ১৯৫৬ সালে সাতক্ষীরা পি.এন. হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৯ সালে সাতক্ষীরা কলেজ থেকে আই.এ. পাস করেন। ১৯৬১ সালে ঐ একই কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড. পাস করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন থেকে এম.এড. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন তিনি। সেই সুবাদে বিভিন্ন সময়ে তিনি সাতক্ষীরার লাবসা জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাতানি ভদড়া হাই স্কুলের প্রধাণ শিক্ষক, কালিগঞ্জ পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সাতক্ষীরা নাইট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৬১ সালের শেষদিকে জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরম পূরন করেন। ১৯৬২ সালে রোকন হন। ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় মজলীসে শূরার সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৭০ সালে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সাতক্ষীরা-২ আসন হতে এম.এল.এ.নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কারাবরন করেন। মুক্তি পান দীর্ঘ ২৩ মাস পরে। ১৯৮৫ সালেও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের জন্য ১ মাস কারাবরণ করেন। ১৯৭৮ সালে শিক্ষকতা ত্যাগ করে পূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পূর্যন্ত খুলনা মহানগরীর বাইরের মহকুমাগুলোর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১-১৯৯০ সালে সাতক্ষীরা জেলার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে সাতক্ষীরা সদর থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের নির্বাচনেও তিনি নমিনী ছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার হেতু নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারেননি।

ইসলামী আন্দোলনের এই মহান ব্যক্তিত্ব সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বহু দেশ ভ্রমন করেছেন। তার মধ্যে ভারত, সৌদি আরব, কুয়েত, বৃটেন, আমেরিকা, জাপান, হল্যান্ড উল্লেখযোগ্য।

তিনি ২০০৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ভোর রাতে ইন্তেকাল করেন।